ভ্লাদিমির পুতিন

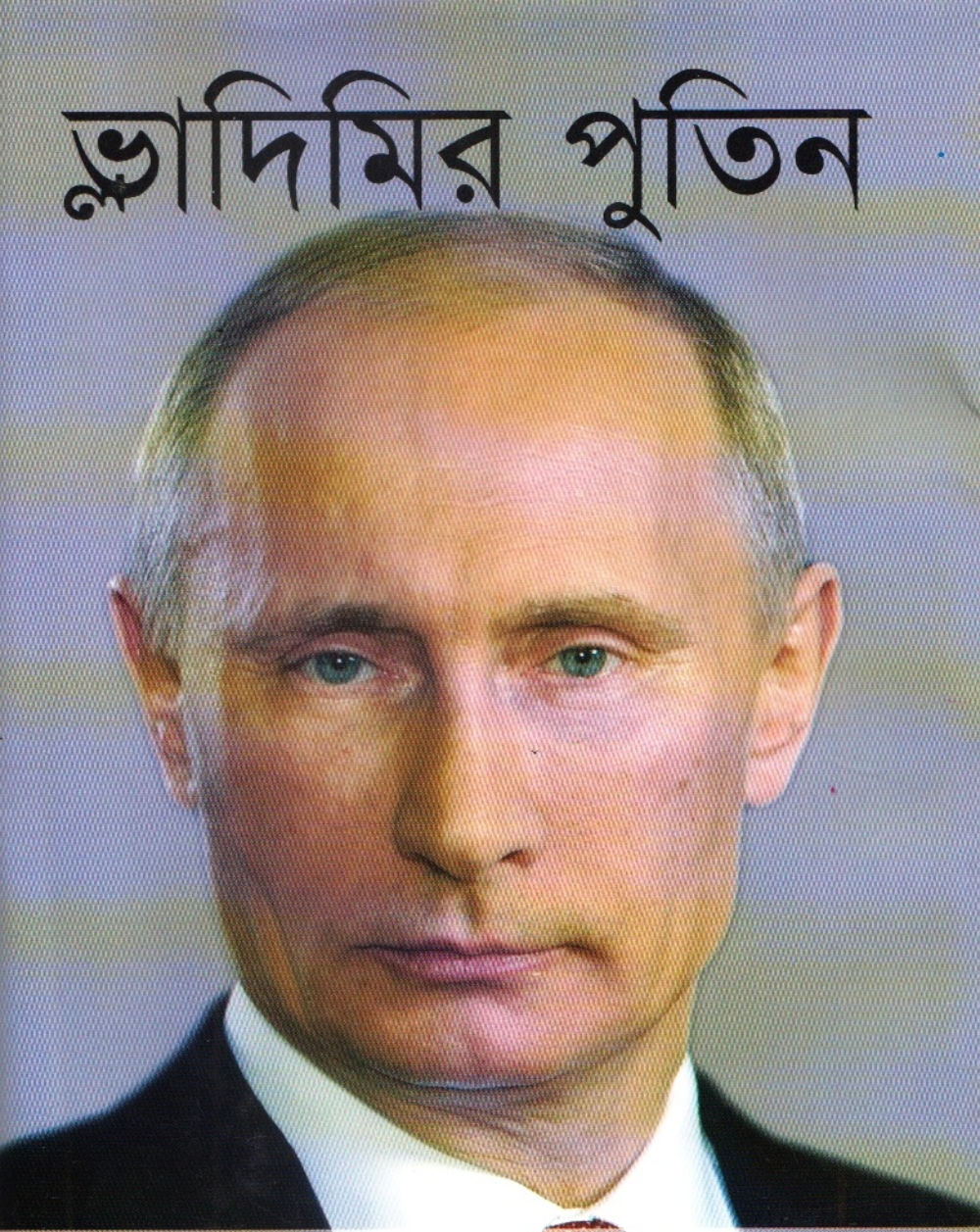

ফার্স্ট পারসন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট-এর একটি অসাধারণ, অকপট আত্মজীবনী

অনুবাদ: রাব্বি উস সানী

রাব্বি উস সানী

জন্ম ১৯৯৫ সালে, ঢাকায়। মা রওশন আরা বেগম এবং বাবা দেলোয়ার হোসেনের একমাত্র সন্তান। তার স্কুলজীবন কাটে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে। আর কলেজ জীবন কাটে ঢাকা কমার্স কলেজে। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি এবং সংঘর্ষ বিভাগে অধ্যয়নরত আছেন।

পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি লিখে চলেছেন বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস। সেই সাথে করেছেন বিভিন্ন অনুবাদগ্রন্থও। তার অনুবাদগ্রন্থগুলো:

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'– সুভাস চন্দ্র বোস, 'অটোবায়োগ্রাফি অব মাইকেল জ্যাকসন'– মাইকেল জ্যাকসন, 'ভ্যাম্পায়ার অ্যাক্রস দ্য হল'-১ম এবং ২য় খণ্ড– ডেইজি মেলন, 'থ্রি ম্যান ইন অ্যা বোট'– জেরমি কে. জেরমি, 'অ্যা ওয়ার্ক টু রিমেমবার'–নিকোলাস স্পার্কস।

কে এই ভ্লাদিমির পুতিন?

যাঁর হাতে রাতারাতি বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি এবং শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতা তুলে দেয়া হয়েছে। তবে আমাদের মূলপ্রশ্ন হলো, এই লোকটি আসলে কে? আর আমরা যদি তাঁর সম্পর্কে জানতে না-ই পারি, তাহলে তাঁকে বিশ্বাস করব কীভাবে? 'ফার্স্ট পারসন' বইটি এই রহস্যময় মানুষটারই আত্মজীবনী, যাঁর হাতে রয়েছে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ। এই বইটি ২৪ ঘণ্টারও অধিক সময়ের সাক্ষাৎকার এবং কিছু বিরল ছবি সম্বলিত ফসল। এই বইটিতে তাঁর অতীতের কে জি বি জীবন এবং তাঁর ক্ষমতায় উত্থানের সকল ঘটনাপ্রবাহই অনুসন্ধানের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্বে কোনো রাশান নেতাকে এতটা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়নি। একজন গুপ্তচর এবং একজন রাজনৈতিক নেতা, উভয়দিক থেকেই ভ্লাদিমির পুতিন এক ধরনের রহস্যের চাদরে আবৃত ছিল। এই রহস্যের কুয়াশা কাটতে শুরু করে যখন বোরিস ইয়েলৎসিন তাঁকে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেন। তবে পর্দা ওঠার পর দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে, পুতিন কিভাবে জীবনযুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের মাধ্যমে সাফল্য পেয়েছেন। তাঁর আত্মজীবনী সবার কাছেই গুরুত্ব বহন করবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

Cover Design ॥ Rudro
ISBN 978-984-91293-5-6

ফার্স্ট পারসন

ভ্লাদিমির পুতিন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ফার্স্ট পারসন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট-এর একটি অসাধারণ, অকপট আত্মজীবনী

ভ্লাদিমির পুতিন

অনুবাদ
রাব্বি উস সানী

www.pathagar.com

All right reserved. No part of this publication may be reproduced stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form, or buy any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the publisher. Any person who does any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

First Person
By
Vladimir Putin

Copyright © 2000 by Nataliya Gevorkyan, Natalya Timakova, and Andrei Kolesnikov Published in the United States by PublicAffairsTM, a Member of the Perseus Books Group. Book Design by Jenny Dossin All photographs courtesy of Vladimir Putin. Library of Congress.

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশ	ডিসেম্বর ২০১৬
বাংলা ভাষায় গ্রন্থস্বত্ব	সবুজপাতা
প্রকাশক	সবুজপাতা
	৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
	মুঠোফোন: ০১৯১৮ ১০ ৫৮ ৫৮
পরিবেশক	দি বুক সার্ভিস
	আলী রেজা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
মুদ্রণ	রাজধানী প্রিন্টিং প্রেস
	৬ পাটুয়াটুলী, ঢাকা।
ISBN	978-984-91293-5-6
মূল্য	৩৫০.০০ টাকা
অনলাইনে বই পেতে	
ভিজিট করুন	http://rokomari.com/sabojpata
	ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭৪

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আধুনিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন যাঁরা...

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পূর্বকথা

আমরা মোট ছয় বার ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে কথা বলি। প্রতিবারই চার ঘণ্টার মতো করে। তিনি এবং আমরা উভয়ই ধৈর্যশীল ছিলাম এ সকল সাক্ষাৎকারের সময়। অনেক সময় আমাদের বিভিন্ন বেকায়দামূলক প্রশ্নেও তিনি মাথা ঠাণ্ডা রাখতেন, বলতেন টেপ রেকর্ডার বন্ধ রাখতে অথবা এটা একান্তই ব্যক্তিগত প্রশ্ন বলে এড়িয়ে যেতেন।

এই মিটিংগুলো ছিল অনেকটা ফর্মাল। হয়তো আমরা গায়ে কোট চাপিয়ে যেতাম না তবে আমরা ঠিকই আমাদের টাই পরে থাকতাম। এই সাক্ষাতকারগুলোর বেশিরভাগই অনেক রাত পর্যন্ত চলত। আমরা মাত্র একবার ক্রিমলিনে তার অফিসে গিয়েছিলাম। আমরা কেন এই সাক্ষাৎকার নিয়েছি? আমরাও 'ফিলাডেলফিয়া ইনকোয়াইরার'-এর ট্রুড রুবিনের জানুয়ারিতে ড্যাভসকে করা প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছিলাম যে, "পুতিন কে?"

রুবিন রাশিয়ার খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেছিলেন। আর উত্তরের বদলে সেখানে ছিল নীরবতা। আমাদের মনে হচ্ছিল এই নীরবতা অনেকটা সময় ধরে চলে এসেছে। আর এটা একটা বৈধ প্রশ্ন, "এই মি.পুতিন আসলে কে?"

আমরা পুতিনের সাথে তার জীবন নিয়ে কথা বলেছি। অধিকাংশ রাশিয়ানরা যেভাবে নিজেদের খাবার টেবিলে আলোচনা করেন আমরাও তাই করেছি। কখনও কখনও তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছেন আলোচনার টেবিলে। তার দু চোখের পাতা মেলে রাখতেও কষ্ট হতো। তবে তিনি একবারের জন্যও সাক্ষাৎকার বন্ধ করতে বলেননি। শুধুমাত্র একবার যখন মধ্যরাত পার হয়ে গিয়েছিল কথা বলতে বলতে, তিনি তখন বলেছিলেন,

www.pathagar.com

'আপনার প্রশ্ন কি শেষ হয়েছে নাকি আমরা আরও কিছুক্ষণ কথা বলব?' কখনও কখনও পুতিন হয়তো প্রশ্ন নিয়ে এবশ সময় নিয়ে ভেবে উত্তর দিতেন। তবে তিনি শেষ পর্যন্ত সকল প্রশ্নের উত্তরই দিয়েছিলেন। উদাহারণস্বরূপ যখন আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি কখনও কারো প্রতারণার শিকার হয়েছেন? তিনি অনেকক্ষণ প্রশ্নটা নিয়ে ভাবলেন। অবশেষে উত্তর দিলেন, 'না।' তবে তিনি তার উত্তরের সাথে ব্যাখ্যাও জুড়ে দিতেন, 'আমার বন্ধুরা কখনও আমার সাথে প্রতারণা করেনি।'

আমরা পুতিনের বন্ধু-বান্ধবের সাথেও কথা বলেছি যারা তাকে খুব ভালোভাবে চেনে এবং তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। আমরা তার বাড়িতেও গিয়েছি। সেখানে তার স্ত্রী লিউডমিলা এবং দুই কন্যা মাশা এবং কাটিয়ার সাথেও আমাদের আলাপ হয়। সেখানে তার পোষা পুডল টস্কাকেও আমার দেখেছি।

আমরা এই বইটিতে একটি লাইনও আগ বাড়িয়ে লিখিনি বা পরিবর্তন করিনি। এতে কেবল আমাদের প্রশ্ন আছে। সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পুতিন বা তার আপনজনদের কেউ যখন স্মৃতিবিজড়িত হয়ে পরেছিল আমরা তাদের ভাবনায় হস্তক্ষেপ করিনি। তাই এই বইয়ের ধরন কিছুটা স্বাভাবিক ধারার বাইরে।

আমাদের সকল আলাপ-আলোচনাই এই বইয়ের প্রতিটি পাতায় বাঁধাই করা আছে। আমরা হয়তো সেই জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি যে, "মি. পুতিন আসলে কে?" তবে আমাদের এই আলোচনা ঠিকই রাশিয়ার নতুনতম প্রেসিডেন্টকে কিছুটা হলেও বুঝতে সহায়তা করবে।

www.pathagar.com

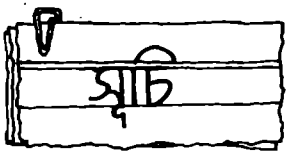

অধ্যায় ১-	দ্য সন ॥	১১
অধ্যায় ২-	দ্য স্কুলবয় ॥	২৯
অধ্যায় ৩-	দ্য ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ॥	৫১
অধ্যায় ৪-	দ্য ইয়াং স্পেশালিস্ট ॥	৭৭
অধ্যায় ৫-	দ্য স্পাই ॥	১১১
অধ্যায় ৬-	দ্য ডেমোক্রেট ॥	১৩৩
অধ্যায় ৭-	দ্য ব্যুরোক্রেট ॥	১৫৫
অধ্যায় ৮-	দ্য ফ্যামিলি ম্যান ॥	১৮৩
অধ্যায় ৯-	দ্য পলিটিশিয়ান ॥	২১১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ১
দ্য সন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমি আমার বাবার পরিবারের ব্যাপারে যতটা ভালো জানি, মায়ের পরিবারের ব্যাপারে ততটা ভালো জানি না। আমার দাদার জন্ম সেইন্ট পিটারসবার্গে। তিনি ছিলেন পেশায় একজন বাবুর্চি। আমার দাদার পরিবারটি ছিল খুবই সাধারণ। তবে আমার দাদার রান্নার হাত ছিল অসাধারণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে দাদা মস্কোর শহরতলী ঘেঁষে বিস্তৃত হিলস ডিস্ট্রিক্টে বাবুর্চির কাজ পেয়ে যান। আর সেখানে লেলিন এবং পুরো উলিয়ানভ পরিবারের বাস ছিল। লেলিনের মৃত্যুর পর তাকে স্ট্যালিনের একটি বাড়িতে বদলি করা হয়। দাদা সেখানে দীর্ঘসময় কাজ করেছিলেন।

www.pathagar.com

আপনার দাদাকে দেশান্তর করা হয়নি?

না। কিছু কারণে দাদা পার পেয়েছিলেন। স্ট্যালিনের কাছের কিছু লোককে কিছুই করা হয়নি। আমার দাদাও ছিলেন তাদের একজন। পরবর্তীতে অবসর গ্রহণের পর ইলিনস্কয়ের মস্কো সিটি পার্টি কমিটিতে রান্নার কাজ করেন দাদা।

আপনার মা-বাবা কি আপনার দাদার প্রসঙ্গ নিয়ে কখনও কথা বলতেন?

আমার খুব ভালো করেই দাদার কথা মনে আছে। কারণ আমি নিজেই দাদাকে দেখতে ইলিনস্কয়ে আসতাম। আমার দাদা নিজের অতীত জীবন নিয়ে খুব একটা কথা বলতেন না। আমার মা-বাবাও দাদার অতীত নিয়ে নীরব থাকতেন। তবে কোনো আত্মীয়স্বজন বেড়াতে এলে টেবিলে দীর্ঘ আলোচনা এবং গল্পগুজব চলত। আর তাদের আলোচনার কিছু কিছু অংশ আমার কানেও আসত। তবে আমার মা-বাবা আমাকে কিছুই বলতেন না। বিশেষ করে আমার বাবা। বাবা চুপচাপ একজন মানুষ ছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমার বাবার জন্ম হয়। বাবার জন্ম সেইন্ট পিটারসবার্গে। ১৯১১ সালে। শহরে জীবন তখন অনেক কষ্টের ছিল। লোকজন দুর্ভিক্ষের মাঝে জীবনযাপন করছিল। তাই আমাদের পুরো পরিবারই তেভিয়ের অঞ্চলে, আমার দাদির গ্রাম, পমিনোভোতে পাড়ি জমায়। আমার দাদির বাড়িটা এখনও আছে। এমনকি আমার পরিবারের সদস্যরা এখনও অবকাশযাপনের জন্য সেখানে যাই। পমিনোভোতেই আমার বাবা প্রথমবারের মতো আমার মাকে দেখেন। যখন তারা বিয়ে করেন, তাদের উভয়ের বয়সই ছিল তখন মাত্র ১৭ বছর।

www.pathagar.com

কেন? তারা কি কোনো বিশেষ কারণে বিয়ে করেছিলেন?

মোটেই না। বিয়ে করার জন্য কি কোনো কারণের দরকার হয়? তারা একে অপরকে ভালোবাসতেন। আর আমার বাবা তখন সেনাবাহিনীতে যোগদানের কথা ভাবছিলেন। হয়তো নিজেদের স্বস্তির কথা ভেবেই তারা বিয়ে করেছিলেন...আমি সঠিক বলতে পারব না।

www.pathagar.com

ভেরা দিমিত্রিভেনা গুরেভিচ[১]

ভলদয়ার[২] বাবা-মায়ের জীবন এতটা সহজ ছিল না। তার মা ৪১ বছর বয়সে তাকে জন্ম দেন। এই বয়সে সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য কতটা সাহসের প্রয়োজন হয় তা তো বুঝতেই পারছেন। ওর বাবা একবার আমাকে বলেছিলেন, "আমার সকল সন্তান যদি বেঁচে থাকত তাহলে তাদের কেউ কেউ আজ তোমার বয়সী হতো।" আমি ধারণা করলাম তারা হয়তো যুদ্ধের সময় তাদের কোনো সন্তানকে হারিয়েছেন। তবে আমি অস্বস্তির কারণে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

১৯৩২ সালে পুতিনের বাবা-মা সেইন্ট পিটারসবার্গে আসেন। তারা পিটারহফের শহরতলীতে বাস করতেন। তার মা একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। আর বাবা আসার পর পরই সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় এবং একটি সাবমেরিনের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ওর বাবার ফিরে আসার এক বছরের মধ্যেই তাদের ঘর দুজন নতুন পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এদের একজন কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যায়।

---

[১] ভেরা দিমিত্রিভেনা গুরেভিচ: তিনি চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল নম্বর ১৯৩-এ ভ্লাদিমার পুতিনের শিক্ষিকা ছিলেন

[২] রাশিয়ানরা আদর করে অনেককেই বিভিন্ন নামে ডেকে থাকেন। পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধবেরা পুতিনকে সাধারণত ভলদয়া বা ভভকা বলে সম্বোধন করে থাকেন

www.pathagar.com

যখন যুদ্ধ শুরু হয় আপনার বাবা সাথে সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যান। তিনি একজন সাবমেরিনার ছিলেন। তবে তার চাকরির মেয়াদ ততদিনে শেষ হয়ে গিয়েছিল!

হ্যাঁ। আমার বাবা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেখানে ফিরে যান।

আর আপনার মা?

মা নিজ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে চাইছিলেন না। মা পিটারহফেই ছিলেন। যখন সেখানে জীবন চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পরে, মায়ের ভাই যিনি পিটারে ছিলেন তিনি মাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন একজন নৌ কর্মকর্তা। তিনি স্মনলিতে, প্রধান সদরদপ্তরে, দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি আমার মা এবং তার সন্তানের জন্য ফিরে আসেন এবং তাদেরকে বোম্ব এবং বন্দুকের গুলির কবল থেকে নিরাপদে নিয়ে যান।

আর আপনার দাদার কি খবর? তিনি কোন সাহায্য করেননি?

না! তখনকার দিনে লোকজন কারো কাছে কোন সাহায্য চাইত না। আর তখনকার অবস্থার কথা একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে, তখন কোন ধরনের সাহায্য করাও অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আমার দাদার অনেক সন্তান-সন্ততি ছিল। আর তার সকল পুত্র সন্তানই তখন যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল।

www.pathagar.com

তাহলে আপনার মা এবং ভাইকে গণ্ডগোলের কারণে পিটারহফ থেকে লেনিনগ্রাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু লেনিনগ্রাদেও তখন গণ্ডগোল চলছিল। তারা কি আর কোথাও আশ্রয় নিতে পারতেন না?

মা বলেছিল, শিশুদেরকে বাঁচাতে লেনিনগ্রাদে নাকি এক ধরনের আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। এরকম একটি আশ্রয়কেন্দ্রেই আমার অপর ভাই ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়।

আপনার মা টিকে ছিলেন কীভাবে?

আমার আংকেলের সহায়তায়। আংকেল নিজের ভাগের রেশন দিয়ে মাকে খেতে দিতেন। এক পর্যায়ে কিছুদিনের জন্য আমার আংকেলকে অন্যত্র বদলি করা হয়। মা তখন বাধ্য হয়েই না খেয়ে দিন পার করেছিলেন। আমি বাড়িয়ে বলছি না! একবার আমার মা ক্ষুধার কারণে অজ্ঞান হয়ে পরেছিলেন। আশেপাশের লোকজন ভেবেছিল মা বোধহয় মারা গেছেন। তাই তারা মায়ের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করছিল। তবে সঠিক সময়ে মায়ের জ্ঞান ফিরে আসে এবং মা আর্তনাদ শুরু করেন। অলৌকিকভাবে সে যাত্রায় মা বেঁচে গিয়েছিলেন। মা গণ্ডগোলের পুরোটা সময়ই টিকে ছিলেন। আর গণ্ডগোল শেষ হওয়ার আগে মা লেনিনগ্রাদ থেকে বের হননি।

আপনার বাবা তখন কোথায় ছিলেন?

আমার বাবা পুরোটা সময়ই যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। তাকে এন.কে.ভি.ডি'র ডেমলিশান্স ব্যাটেলিয়নে নিয়োগ দেয়া হয়। এই ব্যাটেলিয়নগুলো জার্মানির

www.pathagar.com

সীমান্তে বিভিন্ন স্যাবোটাজের কাজ করত। আমার বাবাও এ ধরনের একটি অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন। বাবার গ্রুপে মোট ২৮ জন সদস্য ছিল। গ্রুপটিকে কিঙ্গিসেপে নামিয়ে দেয়া হয়। তারা চারপাশটা দেখে নিয়ে বনের আড়ালে অবস্থান নিলেন। তাদের খাবার শেষ হবার আগেই তারা একটি অস্ত্রাগার উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা সেখানকার কিছু আঞ্চলিক লোকজনের সাহায্য পেলেন। এরা মূলত ছিল এস্তোনিয়ান। এরা প্রথমে খাবার জোগানোর মাধ্যমে সহায়তা করলেও পরবর্তীতে জার্মানদের কাছে গ্রুপটিকে ধরিয়ে দেয়।

তাদের বাঁচবার কোনো উপায় ছিল না। জার্মানরা চারিদিক দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলেছিল। মাত্র কয়েকজন লোক সেই ফাঁদ থেকে বেঁচে ফিরতে পেরেছিল। তার মধ্যে আমার বাবাও একজন। এরপর চলেছিল ইঁদুর-বেড়াল খেলা। ইউনিটের সবাই সীমান্তের দিকে এগচ্ছিল। পথে আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয়। তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমার বাবা একটি ডোবায় নেমে পড়ে এবং সার্চটিমের কুকুর পার হবার আগ পর্যন্ত বাঁশের স্ট্র বা পাইপ আকৃতির কঞ্চি দিয়ে শ্বাসকার্য চালিয়েছিল। এভাবেই বাবা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিলেন। এই গ্রুপের মোট ২৮ সদস্যের মাত্র ৪ জন বেঁচে ফিরতে পেরেছিলেন।

তারপর আপনার বাবা আপনার মাকে খুঁজে পান? তারা আবার একত্রিত হয়েছিলেন কি?

না। মাকে খুঁজে বের করার কোনো সুযোগ বাবার ছিল না। এরই মধ্যে বাবা আরেকটি কঠিন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেকে আবিষ্কার করেন। জায়গাটার নাম ছিল নেভা নিকেল। এলাকাটা ছিল আকারে বেশ ছোট এবং বৃত্তাকার।

www.pathagar.com

আপনি যদি লেক লাডগার দিকে পেছন করে দাঁড়ান তবে নেভা নদীর বাম তীরে পড়বে অঞ্চলটি। জার্মান সেনারা এই ছোট্ট অঞ্চলটি বাদে বাকি সব নিজেদের দখলে নিয়ে ফেলেছিল। আর আমাদের সেনারা পুরো গণ্ডগোলের সময়েই জায়গাটা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। তারা হিসেব করে দেখেছিল এই জায়গাটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে কৌশলগত সুবিধা পাওয়া যাবে। জার্মানরা এলাকাটুকু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার অবিরাম প্রচেষ্টা চালায়। এলাকাটির প্রতি স্কয়ার মিটারেই অসংখ্য বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ইতিহাসের জঘন্যতম পাশবিক গণহত্যা চলানো হয় এখানে। তবে নেভা নিকেল শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আপনার কি কখনও মনে হয় না যে আমরা সামান্য একটুকরো জায়গার জন্য চরম মূল্য প্রদান করেছি?

আমি মনে করি, কোনো যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে অসংখ্য ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, আর শত চেষ্টা করেও ভুল সিদ্ধান্ত পরিহার করা যায় না। এটা যুদ্ধেরই একটা অংশ। তবে ব্যাপারটা হলো, আপনি যখন লড়াই করতে থাকবেন, তখন যদি আপনি চিন্তা করতে থাকেন যে আপনার চারপাশের সবাই ভুল করছে তবে আপনি কখনই বিজয়ী হতে পারবেন না। আপনার বাস্তবিক আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। আপনাকে সবসময় বিজয় নিয়ে ভাবতে হবে। তারাও বিজয় নিয়েই ভাবছিল।

নিকেলে আমার বাবা গুরুতর আহত হন। একবার তাকে এবং অপর এক সেনা সদস্যকে নির্দেশ দেয়া হয় কাউকে জীবন্ত জেলে ঢোকানোর। এতে করে ইন্টারোগেশনের মাধ্যমে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। তারা একটি শিয়ালের গর্তে অবস্থান নেয় এবং অপেক্ষা করার জন্য সবেমাত্র তৈরি

www.pathagar.com

হচ্ছিল। এরই মধ্যে সেই জার্মান সেনা বেরিয়ে আসে। জার্মান সেনা প্রথমে বিস্মিত হয়, বাবা এবং তার সঙ্গিও বিস্মিত হয়েছিল। তবে জার্মান সেনা প্রথমে সামলে নেয়। সে পকেট থেকে একটি গ্রেনেড বের করে বাবার দিকে ছুঁড়ে মারে এবং নিজের পথে এগোতে থাকে।

আপনি এত কিছু জানলেন কীভাবে? আপনি আগেই বলেছেন যে আপনার বাবা-মা কেউই নিজেদের অতীত নিয়ে খুব বেশি কথা বলতেন না।

এই গল্পটা আমার বাবা আমাকে বলেছে। সেই জার্মান সেনা সম্ভবত ভেবেছিল বাবা এবং তার সঙ্গি মারা গেছে। তবে আমার বাবা এ যাত্রায়ও বেঁচে যায়। তবে বাবা পায়ে গুরুতর জখম পায়। এর কয়েক ঘণ্টা পরে রাশিয়ান সৈন্যরা বাবাকে দেখতে পেয়ে নিয়ে আসে।

সীমান্তের এপারে?

হ্যাঁ। সবচেয়ে কাছের হাসপাতালটিও ছিল মুল শহরে। আর সেখানে পৌছাবার জন্য পুরো নেভা ঘুরে যেতে হবে। সবাই বুঝতে পারছিল বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া আত্মহত্যার সামিল হবে। কারণ প্রতিটি স্কয়ার মিটারই জার্মান সেনাদের দখলে। কোনো কমান্ডারই বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য সেই এলাকা অতিক্রম করবার নির্দেশ প্রদান করেননি। আর কেউ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেও এগিয়ে আসেননি। আমার বাবা ততক্ষণে রক্তক্ষরণে ভালো পরিমাণের রক্ত হারিয়েছিল। এটা পরিষ্কার ছিল যে তাকে যদি সেখানে ফেলে রাখা হয় তবে বাবার নিশ্চিত মৃত্যু হবে।

www.pathagar.com

তবে কাকতালীয়ভাবে একজন সৈনিক সামনে এগিয়ে আসে। সে কোনো এককালে আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। কোনো শব্দ অপব্যয় না করে তিনি তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি নিজ নিয়ন্ত্রণে নেন। তিনি বাবাকে নিজের পিঠে বহন করে জমাট নেভা নদী পার হয়ে অপরপ্রান্তে চলে আসেন।

তারা নিশানার মধ্যেই ছিলেন। তবে তারা বেঁচে যান। সেই প্রতিবেশী সৈন্য বাবাকে হাসপাতালে রেখে বিদায় নিয়ে আবার সীমান্তে ফিরে আসেন। সেই সৈন্য বাবাকে বলে গিয়েছিলেন তাদের হয়ত আর কোনোদিন দেখা হবে না। তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তিনি নিকেলে জীবন নিয়ে ফিরতে পারবেন এবং আমার বাবার এত রক্তক্ষরণের পর আর বাঁচার কোনো সম্ভাবনা ছিল।

তিনি কি ভুল ভেবেছিলেন?

হ্যাঁ, ইশ্বরের অসীম করুণায় তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। আমার বাবা বেঁচে যান। বাবা কয়েক মাস হাসপাতালে কাটান। আমার মা তাকে সেখানেই খুঁজে পায়। মা প্রতিদিন বাবাকে দেখতে আসতেন। মা এতদিনে ক্ষুধায় ধুকে ধুকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছিলেন। বাবা মায়ের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছিলেন মা কতটা শুকিয়ে গেছে। বাবা নার্সদের কাছ থেকে লুকিয়ে নিজের খাবারটুকু মায়ের মুখে তুলে দিতেন। তবে বাবা এই কাজ করতে গিয়ে দ্রুত ধরা পরে যায়। ডাক্তাররা লক্ষ করছিলেন যে বাবা প্রায়ই ক্ষুধার কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন। তারা আসল বিষয়টা ধরতে পারার পর বাবাকে কিছু কড়া কথা শোনান এবং দীর্ঘদিন মাকে বাবার সাথে দেখা করতে দেননি। তবে শেষপর্যন্ত বাবা-মা দুজনেই জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। তবে বাবার জখমের কারণে তিনি বাকি জীবনটা পঙ্গু হয়ে কাটান।

www.pathagar.com

আর সেই প্রতিবেশী সৈন্য? তিনি বেঁচেছিলেন?

হ্যাঁ। বিস্ময়কর মনে হলেও, তিনি ঠিকই বেঁচে ছিলেন। গণ্ডগোল শেষ হবার পর তিনি অন্য শহরে পাড়ি জমান। এর প্রায় ২০ বছর পর লেনিনগ্রাদে আবার আমার বাবার হঠাৎ করে দেখা হয়ে যায় তার সাথে। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে!

www.pathagar.com

ভেরা দিমিত্রিভেনা গুরেভিচ

ভলদয়ার মা একজন দয়ালু, স্বার্থহীন এবং অসাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি খুব বেশি শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই। তিনি সারাটা জীবন কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। তিনি রাতে একটি বেকারির ডেলিভারির কাজ করতেন এবং দিনে একটি ল্যাবরেটরিতে টেস্টিউব পরিষ্কারের কাজ করতেন। আমার মনে হয় তিনি কিছুদিন একটি স্টোরের গার্ড হিসেবেও একবার কাজ করেছিলেন।

ভলদয়ার বাবা টুলমেকার হিসেবে একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। তার কাজের বেশ প্রশংসা ছিল। দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে গেছেন তিনি। তার এক পা অকেজো হওয়া সত্বেও কখনও তিনি অক্ষমতার কোনো চিহ্ন প্রকাশ করেননি। বেশিরভাগ সময়ই তিনি বাড়িতে রান্না-বান্না করতেন। তার হাতের এস্পিক সত্যিই অসাধারণ। তার মতো করে কেউই এস্পিক তৈরি করতে পারবে না।

যুদ্ধের পর বাবা দক্ষ শ্রমিক হিসেবে ইয়েগোরোভ ট্রেইন ফ্যাক্টরিতে কাজ নেন। আর এই কাজের সুবাদেই বাবা পিটারসবার্গের বাস্কোভ লেনে একটি অ্যাপার্টমেন্টে একটি থাকার রুম পান। এই অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে চত্বরের মতো এয়ারশ্যাফট ছিল। বাবা-মা থাকতেন পাঁচতলায়। অ্যাপার্টমেন্টে কোনো এলিভেটর ছিল না।

www.pathagar.com

যুদ্ধের পূর্বে আমার বাবা-মা পিটারহফে নিজেদের বাড়িতে থাকত। তার নিজেদের জীবনধারার মান নিয়ে খুবই গর্বিত ছিলেন। তাই জীবনের এ পর্যায়ে এসে তারা কিছুটা হতাশই ছিল।

ভলদয়ার মা-বাবা এক জঘন্য অ্যাপার্টমেন্টে বাস করত। সেখানে তেমন কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। সেখানে গরম পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না, কোন বাথট্যাব ছিল না। টয়লেট ছিল জঘন্য। সিঁড়ির সাথে তাল মিলিয়ে অ্যাপার্টমেন্টটা কেবল বেড়েই চলেছে। সিঁড়ির হাতল সবসময় ঠাণ্ডায় জমে থাকত। আর সিঁড়িটাও নিরাপদ ছিল না। মাঝে মাঝে অনেক ধাপই ভাঙা ছিল।

এই অ্যাপার্টমেন্টে থাকাকালীন আমি একটি শিক্ষা পাই। অ্যাপার্টমেন্টে ইঁদুরের অভাব ছিল না। আমি আর আমার বন্ধুরা লাঠি নিয়ে ইঁদুরগুলোকে তাড়া করতাম। একবার আমি একটা ধেড়ে ইঁদুর তাড়া করে একদম সিঁড়ির দিকে নিয়ে গেছি। ইঁদুরটা একেবারে কোণঠাসা হয়ে পরেছিল। ওটার পালাবার আর কোনো পথ ছিল না। তবে ইঁদুরটা শেষমেষ নিজেকে আমার দিকে ছুঁড়ে মারে। আমি ঘটনার আকস্মিকতায় তাজ্জব বনে গেলাম। পরিস্থিতি ঘুরে গেল। এখন আমার জায়গায় ইঁদুরটা আমাকে তাড়া করছিল। তবে আমার সৌভাগ্য যে আমি ওটার চেয়ে অধিক দ্রুত। তাই আমি ওটার আগে আমাদের ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেই।

ওদের রান্নাঘর বলতে কিছুই ছিল না। ওটা ছিল কেবল জানালাবিহীন এক কক্ষের একটি কোণা, যার একপাশে ছিল একটি গ্যাসস্টোভ এবং অপরপাশে একটা সিঙ্ক বসানো ছিল। আর কোনো রুম ছিল না ওদের অ্যাপার্টমেন্টে।

www.pathagar.com

ওদের রান্নাঘরের পেছনের কামরায় ওদের প্রতিবেশীরা বাস করত। সেই পরিবারের সদস্য ছিল তিনজন। আরেকটি মধ্যবয়স্ক দম্পতি বাস করত সেখানে। পুতিনদের জন্য বরাদ্দ ছিল কেবল একটি রুম। তবে তখনকার দিনে একটি রুমই বেশ বড় ছিল। আয়তনে ২০ মিটারের মতো তো হবেই।

আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে এক ইহুদি পরিবার তাদের মেয়ে নিয়ে বাস করত। মেয়েটার নাম ছিল হাভা। হাভা একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী। তবে তার জীবন সুখের ছিল না। হাভা কখনও বিয়ে করেনি এবং নিজের বাবা-মার সাথেই থাকত। হাভার বাবা ছিল পেশায় একজন দর্জি। হাভার বাবা বেশ বয়স্ক হলেও সে সারাদিন ধরে নিজের সেলাই মেশিনে কাজ করত। ওরা বেশ ধার্মিক ছিল। তবে ছোট অ্যাপার্টমেন্টে থাকলে যা হয়, এখানেও তা হতো। সারাদিন মানুষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। আমি সবসময় এরকম কিছু হলে আমার মা-বাবার পক্ষে কথা বলতাম। এখানে আগেই বলে রাখি যে অন্যান্য দম্পতিদের সাথে আমার সম্পর্ক বেশ ভালো ছিল। আমি প্রায়ই তাদের অ্যাপার্টমেন্টে খেলতাম। একদিন এ রকম এক দম্পতির সাথে আমার মা-বাবার ঝগড়া লাগে। আমিও মা-বাবার পক্ষে কথা বলার জন্য নাক গলালাম। তবে আমার মা এবং বাবা দুজনেই বেশ রেগে গেলেন। আমি তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছিলাম আর উল্টো তারাই আমাকে বলল যে, "তুমি তোমার মতো খেল। বড়দের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না।" পরে আমি বুঝতে পারি যে, আমার মা-বাবা চায় না যে সামান্য রান্নাঘরের ঝগড়ার কারণে সেই দম্পতির

www.pathagar.com

আমার প্রতি যে মমতা এবং ভালোবাসা তা কমে যাক। এ ঘটনার পরে আমি আর কখনই এ ধরনের কিছুতে নাক গলাইনি। এরপর থেকে কখনও ঝগড়া বিবাদ লাগলে আমি কোন একটা রুমে ঢুকে পরতাম। সেটা আমাদের রুম কিংবা অন্য কারো রুম কিনা তা কোন সমস্যাই ছিল না। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে অন্যান্য ধর্মের লোকও ছিল। তবে তারা সেখানে বেশিদিন থাকেনি। বাবা আনিয়া একজন ধার্মিক নারী ছিলেন। তিনি নিয়মিত চার্চে যেতেন। আমার জন্মের পর তিনি এবং আমার মা আমাকে ব্যাপ্টাইজ করেন। অবশ্য এই কথা তাড়া আমার বাবার কাছ থেকে গোপন রাখেন।

এর অনেক পরের ঘটনা। তখন ১৯৯৩ সাল। আমি তখন লেনিনগ্রাদ সিটি কাউন্সিলের হয়ে কাজ করছিলাম। আমি একটি অফিশিয়াল কাজে ইজরাইলে পাড়ি জমাই। মা তখন আমাকে আমার ব্যাপ্টিসমাল ক্রুসটা দেয়। মা আমাকে ওটা লর্ডের স্তম্ভ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে আসার জন্য দেয়। আজ পর্যন্ত আমি এই ক্রুসটা একবারের জন্যও খুলিনি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ২

দ্য স্কুলবয়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আপনার প্রথম শ্রেণির কথা মনে আছে?

আমার জন্ম হয়েছিল অক্টোবরে। আর সে কারণে আমার বয়স ৮ হবার আগ পর্যন্ত আমি স্কুল শুরু করিনি। আমার পারিবারিক আরকাইভে এখনও আমার প্রথম স্কুলের একটা ছবি আছে। ছবিতে আমি ধূসর রঙের পুরনো দিনের স্কুল ইউনিফর্ম পরিহিত। ওটা দেখতে অনেকটা মিলিটারি ইউনিফর্মের মতো। আর কোন এক অদ্ভুত কারণে আমি ছবিতে একটা ফুলদানি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ফুলদানি কিন্তু, ফুল নয়!

আপনার কি স্কুলে যাবার ব্যাপারে অনীহা ছিল?

হ্যাঁ, ছিল। আমি স্কুলে যেতে চাইতাম না। আমি আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের চত্বরে খেলাধুলা করতে বেশি ভালোবাসতাম। আমাদের বাড়ির সামনের চত্বরটা ছিল দুটো লাগোয়া চত্বর মিলিয়ে তৈরি। আমারা শৈশব কাটে এই চত্বরেই। মা মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে মাথা বের করে জিজ্ঞাসা করত "তুমি কি এখনও চত্বরে খেলছ?" আমি সবসময় ওখানেই থাকতাম।

আপনি শৈশবে কখনও অবাধ্য আচরণ করেননি?

আমার বয়স যখন পাঁচ কি ছয় তখন আমি একবার কারো অনুমতি ছাড়াই পাশের বড় রাস্তায় হেঁটেছি। দিনটি ছিল ১ মে। আমি আমার আশেপাশে তাকালাম। লোকজন হই হুল্লোড় করে ছুটে বেড়াচ্ছিল। ওটা একটা ব্যস্ত রাস্তা ছিল। আমি কিছুটা ভয়ও পেয়েছিলাম।

www.pathagar.com

আর এক শীতের কথা। আমি তখন কিছুটা বড় হয়েছি। আমি আর আমার বন্ধুরা আমাদের বাবা-মা'দেরকে না জানিয়েই শহরের বাইরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমরা অভিযান করে বেড়াতে চাচ্ছিলাম। তবে আমরা ট্রেন থেকে নেমেই হারিয়ে যাই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তখন। আমরা সাথে করে কিছু ম্যাচ নিয়ে এসেছিলাম। আমরা কোনভাবে আগুন জ্বালাতে পেরেছিলাম। আমাদের সাথে কোন খাবার ছিল না। আমরা আবার ট্রেনে উঠে কীভাবে যেন বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। আমরা শিক্ষা পেয়ে গিয়েছিলাম। এরপর আর অভিযানে যাবার কথা ঘূণাক্ষরেও চিন্তা করিনি।

আপনি সকল অভিযান বন্ধ করে দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, কিছুটা সময়ের জন্য। বিশেষ করে যখন থেকে আমাকে স্কুলে যেতে হতো। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আমি স্কুল নম্বর ১৯৩-এ গিয়েছি। স্কুলটা ছিল আমার বাড়ির রাস্তায়। আমার বাসা থেকে স্কুলে যেতে মিনিট সাতেকের মতো লাগত। আমি প্রায় প্রতিদিনি দেরিতে স্কুলে পৌছাতাম। এমনকি শীতকালেও। কখনও কখনও গরম পোশাক গায়ে না চড়িয়েই বের হতে হতো। কাপড় পরে স্কুলে যেতে অনেকটা সময় লেগে যেত। তাই সময় বাচাতে আমি কখনই কোট গায়ে চাপাতাম না। বুলেটের মতো দৌড়িয়ে আমার ডেস্কের পেছনে ছুটতাম।

www.pathagar.com

আপনার স্কুল ভালো লাগত?

হ্যাঁ। যতদিন পর্যন্ত আমি স্কুলে অঘোষিত নেতা ছিলাম ততদিন পর্যন্ত ভালোই লাগত। আমার বাড়ি স্কুলের রাস্তায় হওয়ায় আমার সুবিধা ছিল। কোন ঝামেলা পাকালে সাথে সাথে বাড়িতে ঢুকে পরতাম।

সবাই কি আপনার কথা শুনত?

আমি কখনই কারো ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করিনি। আমার কাছে প্রাধান্য ছিল আমার স্বাধীনতার। এখন এই প্রাপ্তবয়সে এসে মনে হয় আমার শৈশব ছিলে আমার জীবনের গঠনমূলক সময় প্রয়োগমূলক নয়। আর যতদিন আমি স্কুলে এভাবে চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম ততদিন যাবত স্কুল আমার ভালো লেগেছিল।

তবে এভাবে বেশিদিন চলেনি। আমি শীঘ্রই উপলব্ধি করতে পারলাম যে আমার বাসার সামনের উঠোনটা আমার জন্য যথেষ্ট নয়, তাই আমি খেলাধুলায় মনোনিবেশ শুরু করলাম। আর আমার সামাজিকতা রক্ষার জন্য স্কুলেও আমাকে ভালো করতে হতো। সত্যি বলতে কি ষষ্ঠ শ্রেণির আগপর্যন্ত ছাত্র হিসেবে আমি গোছানো ছিলাম না।

www.pathagar.com

ভেরা দিমিত্রিভেনা গুরেভিচ

ভলদয়ার সাথে আমার প্রথম পরিচয় যখন ও চতুর্থ শ্রেণিতে ছিল। ওর শিক্ষিকা তামারা প্লাভোভনা ছিযোভা একবার আমাকে বলেছিল "ভেরা, তুমি আমার ক্লাসটা নাও। বাচ্চাগুলো এতটাও খারাপ না পড়ালেখায়" আমি ওদের ক্লাসে গেলাম এবং একটা জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের আয়োজন করলাম। ১০-১২ জনের মতো এই ক্লাবে যোগ দিয়েছিল। তামারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কারা কারা ছিল এই ক্লাবে। আমি ওকে বলেছিলাম "নাতাশা, ভলদয়া....." ও তাজ্জব বনে গেল। "ভলদয়াও এসেছে? এ তো ওর মতো আচরণ হলো না!" তবে ভলদয়া খুবই আগ্রহী ছিল। তামারা বলল "তুমি অপেক্ষা কর। টের পাবে।" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "কি বলতে চাইছ তুমি?" তামারা বলেছিল যে, ভলদয়া এতটা ধীরস্থির প্রকৃতির না।

কিছু কিছু ক্লাসে ইংরেজি পড়ানো হতো। কিছু কিছু ক্লাসে জার্মান। যদিও ইংরেজির কদর বেশি ছিল এবং ইংরেজির ক্লাসের সংখ্যাও বেশি ছিল। ভলদয়া শেষ পর্যন্ত আমার ক্লাসে এসে পড়ল। পঞ্চম শ্রেণিতে ও খুব একটা ভালো করেনি। তবে আমি ওর মাঝে এক ধরনের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলাম। ভাষার প্রতি ওর ব্যাপক আগ্রহ ছিল। ও খুব তাড়াতাড়ি শিখে গিয়েছিল। ওর স্মৃতিশক্তি এবং শিখতে পারার ক্ষমতা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি উপলব্ধি করতে পারছিলাম

www.pathagar.com

এই ছেলে বড় হয়ে অনেক নাম করবে। আমি ওর প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া শুরু করলাম এবং ওকে রাস্তার ছেলেদের সাথে মেলামেশা করতে বারণ করলাম। ওর দুজন বন্ধু ছিল, এরা ওর প্রতিবেশীও ছিল। ওদের নাম ছিল কভসভ ব্রাদারস। ভলদয়া ওদের সাথে বাঁদরামি করে বেড়াত। ভলদয়ার বাবা ওদের সাথে মেলামেশা একদমই পছন্দ করতেন না।

ওর বাবা খুবই কঠোর একজন মানুষ ছিলেন। তবে ওদেরকে শত চেষ্টা করেও আমরা আলাদা করতে পারিনি। ওর বাবা বেশ গম্ভীর থাকতেন। ওর বাবার চেহারায় এক ধরনের রাগী ভাব লেগে থাকত। ওর বাবাকে দেখে প্রথমে আমারই ভয় লেগেছিল। আমার মনে হয়েছিল "লোকটা কতটাই না কঠোর!" তবে পরে আমি বুঝতে পারি ওর বাবা দয়ালু একজন মানুষ।

একদিন আমি ওদের বাড়ি গেলাম। ওর বাবাকে বললাম "ভলদয়া নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করছে না।" ওর বাবা আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল "এখন কি ওকে মেরে ফেলব তার জন্য?" আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "আপনার ওর সাথে কথা বলতে হবে। আপনি ঘরে ওর দেখাশুনা করুন। আমি স্কুলে করছি। এভাবে ওর গ্রেড সি-এর বেশি আসবে। কারণ ও খুব দ্রুত কোন কিছু শিখে ফেলতে পারে।" আমরা একসাথে কাজ করতে রাজি হলাম। তবে শেষ পর্যন্ত ওকে নিয়ে খুব একটা সুবিধা করতে পারিনি। ষষ্ঠ শ্রেণিতে এসে ভলদয়ার মাঝে দ্রুত পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ও ওর লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলে। ও বুঝতে পেরেছিল ওকে জীবনে কিছু করতে হবে। ওর গ্রেডও বাড়তে শুরু করল আর ও খুব সহজেই ভালো ফলাফল করছিল। অবশেষে ভলদয়াকে পাইওনিওরে গ্রহণ করা হলো।

www.pathagar.com

পাইনিওরে আসতে আপনার ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত সময় লেগেছিল কেন? সব কিছু কি এতটাই খারাপ ছিল?

অবশ্যই। আমি হলিগান ছিলাম। পাইওনিওর নয়।

আপনি কি লজ্জা পাচ্ছেন?

এই কথা বলে আপনি আমাকে অপমান করছেন। আমি প্রচণ্ড দুষ্ট ছিলাম।

www.pathagar.com

ভেরা দিমিত্রিভেনা গুরেভিচ

বেশিরভাগ বাচ্চাদেরই নাচ পছন্দ ছিল। আমাদের স্কুলে সন্ধ্যায় নাচের আয়োজন ছিল। আমরা একে বলতাম ক্রিস্টাল ক্লাব। আমাদের স্কুলে নাটকের ব্যবস্থা ছিল। তবে ভলদয়ার এ ধরনের কিছুতে অংশগ্রহণ করতে ভালো লাগত না। ওর অ্যাকরডিয়ন বাজাতেও ভালো লাগত না। প্রথম দিকে আমরা ওকে প্রায় জোরপূর্বক এ ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করাতে হতো। তবে ভলদয়া গিটার বাজাতে ভালোবাসত। ও বেশিরভাগ সময়ই ভস্তকি'র ভার্টিকাল অ্যালবামের গানগুলো গাইত।

সামাজিকতা রক্ষা করে বেড়ানো ওর বিশেষ পছন্দ ছিল না। ও খেলাধুলা করতে বেশি ভালোবাসত। ও নিজের প্রতিরক্ষার জন্য ছোটবেলা থেকেই মার্শাল আর্ট শিখেছিল। ফিনল্যান্ড স্টেশনের কাছেই কোথাও মার্শাল আর্ট শিখতে যেত। সপ্তাহে ৪টা ক্লাস করত ও মার্শাল আর্টের ওপর। ও দিন দিন ভালো করতে থাকে খেলাধুলায়। 'সাম্বো' ভীষণ ভালোবাসত ভলদয়া। পরবর্তীতে ও বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ শুরু করে, যার সুবাদে ওকে বিভিন্ন শহরে ভ্রমণের ওপর থাকতে হতো।

www.pathagar.com

আমার বয়স যখন দশ কি এগারো, তখন থেকে আমি খেলাধুলা শুরু করি। যখন থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার হেয়ালিপনা আমাকে আমার বাড়ির সামনের চত্বরের বা স্কুলের মাঠে আমার রাজার আসন ধরে রাখতে পারবে না, তখন থেকে বক্সিং শেখার সিদ্ধান্ত নেই। তবে বেশিদিন শিখতে পারিনি। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার নাক ভেঙে যায়। নাক ভাঙার ব্যথা ভয়ানক। আমি আমার নাকে সামান্য ছোয়াও লাগাতে পারতাম না। সবাই আমাকে বলছিল যে আমার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত তবে আমি যাইনি।

কেন?

কারণ, আমি জানতাম ওটা আপনাআপনি সেরে উঠবে। আসলেও তাই হয়েছিল। তবে আমার নাক সেরে ওঠা নাগাদ আমার মাথা থেকে বক্সিং-এর ভূত নেমে যায়।

আমি তখন সাম্বো শেখার সিদ্ধান্ত নেই। সাম্বো হলো জুডো এবং কুস্তির সোভিয়েত সংস্করণ। মার্শাল আর্ট তখন বেশ জনপ্রিয় ছিল। আমি বাড়ির কাছেই এটা জায়গায় শিখতে যেতাম। জায়গাটা ছিল একটি জিমের মতো এবং ওটা ছিল একটা ক্রুড অ্যাথলেটিক ক্লাব।

আমি অসাধারণ একজন প্রশিক্ষক পেয়ে যাই। তার নাম অ্যানাটোলি রাখলিন। সে তার পুরোটা জীবনই মার্শাল আর্টের জন্য উৎসর্গ করেছেন এবং আজ নাগাদ বাচ্চাদেরকে মার্শাল আর্ট শিখিয়ে আসছেন।

www.pathagar.com

অ্যানাটোলি আমার জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আমি যদি খেলাধুলায় মনোনিবেশ না করতাম তাহলে আজ আমি যে কোন পথে থাকতাম তা আমার জানা নেই। খেলাধুলার কারণেই আমার রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ানো বন্ধ হয়েছিল। আর সত্যি বলতে কি, শুধুমাত্র বাড়ির সামনের চত্বর বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নয়।

প্রথমে আমি সাম্বো শিখি। পরবর্তীতে জুডো। আমার কোচ আগে থেকেই বলেছিল আমরা সাম্বো শেষে জুডো শিখব। জুডো কেবল একটি মার্শাল আর্টের ধরনই নয়। এটি এক ধরনের দর্শন। জুডো আপনাকে আপনার বড়দের প্রতি এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। জুডো দুর্বলদের জন্য নয়। জুডোর অনেক শিক্ষামূলক দিক আছে।। আপনি জুডো করবার সময় নির্ধারিত ম্যাটে এসে, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে মাথা নাড়েন। এটা একটা প্রথার মতো। এই প্রথা ভিন্নভাবেও পালন করা যায়। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে এসে মাথা না নেড়ে আপনি তার কপালে আলতো টোকা মারতে পারেন।

আপনি কখনও ধূমপান করেননি?

কয়েকবার করেছিলাম। তবে কখনই নিয়মিত ছিলাম না। আর খেলাধুলা শুরু করার পর এ অভ্যাস পুরোপুরি ত্যাগ করি। প্রথমে আমি অবসর সময়ে ব্যায়াম করতাম। পরবর্তীতে প্রতিদিনই ব্যায়াম করতাম। তাই তখন আর আমার হাতে অন্য কিছু করার জন্য একদমই সময় থাকত না। আমার কাছে অনেক কিছুই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার নিজেকে প্রমাণ করবার দরকার ছিল। আমার কিছু অর্জন করবার স্বপ্ন ছিল। আমি নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমার ওপর খেলাধুলার বিশেষ প্রভাব আছে।

www.pathagar.com

আপনি কারাতে শেখেননি? তখনকার দিনে কারাতে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল।

আমরা কারাতে এবং অন্য সকল খেলাধুলা যেখানে কোন শারীরিক কন্টাক্ট নেই, সেগুলোকে কোন খেলাধুলাই মনে করতাম না। খেলাধুলা তখনই খেলাধুলা হবে যখন আপনাকে গায়ের রক্ত এবং ঘাম ঝড়াতে হবে।

কারাতে যখন জনপ্রিয়তা অর্জন করল, এবং চারিদিকে কারাতে স্কুল খোলার ধূম পড়ে গেল, আমরা তখন মনে করতাম এগুলো কিছু প্রতিষ্ঠানের নিছক টাকা কামানর ধান্দা। আমরা কখনই আমাদের জুডো শেখার জন্য কোন টাকা দেইনি। আর আমরা প্রায় সবাই গরিব পরিবারের সন্তান ছিলাম। কারাতে শিখতে প্রথম থেকেই ভালো অংকের টাকার প্রয়োজন পড়ত। তাই তখনকার দিনে যে সকল ছেলেমেয়েরা কারাতে শিখত, তাদের প্রায় সবাই উঁচু শ্রেণির।

একবার আমরা লিওনিড ইয়নভিচের সাথে একটি জিমে যাই। লিওনিড ছিলেন আমাদের কোচ। জিমে তখন কারাতের ছাত্ররা ব্যায়াম করছিল। লিওনিড ওদের প্রশিক্ষককে গিয়ে বলল, এখন আমাদের প্র্যাক্টিস করবার সময়। সেই কারাতে প্রশিক্ষক ওকে অবহেলা করে বলল "দূর হও।" লিওনিড আর কোনো শব্দ ব্যয় না করে সেই কারাতে প্রশিক্ষককে আলতোভাবে শুন্যে তুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল। সেই লোক সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

লিওনড তখন আমাদের দিকে ফিরে বলল "তোমরা ভেতরে আস এবং যার যার জায়গায় বসে পড়।"

আপনার বাবা-মা কি আপনাকে উৎসাহিত করত এই সকল কাজে?

নাহ। উল্টোটা। তারা সব সময়ই সন্দিহান থাকত। তাড়া ভেবেছিল আমি রাস্তার ছেলেদের ওপর ব্যবহার করার জন্য এসব শিখছিলাম। পরবর্তীত যখন

www.pathagar.com

তারা আমার প্রশিক্ষকের সাথে আলাপ করে, তখন তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারে। আর যখন আমি প্রথমবারের মতো জুডোতে সফলতা অর্জন করেছিলাম, আমার বাবা-মা বুঝতে পারছিল যে জুডো একটি প্রয়োজনীয় আর্টফর্ম।

আপনি কবে প্রথম সাফল্য পেয়েছিলেন?

জুডো শুরু করার বছর দুয়েকের মধ্যেই।

www.pathagar.com

ভেরা দিমিত্রিভেনা গুরেভিচ

আমি পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ভলদয়ার পড়ালেখার দায়িত্বে ছিলাম। আমাদেরকে এও ভাবতে হয়েছিল ওকে এরপর কোন স্কুলে পাঠানো যায়। অধিকাংশ ছেলেমেয়েই পেট্রা ল্যাভোরভা স্ট্রিটের ১৯৭ নম্বর স্কুলে গিয়েছিল। তবে ভলদয়া এবং সালভা রসায়নে ভালো এমন স্কুল বেছে নিয়েছিল। আমার মনে হয় সালভা ভলদয়ার সাথে কথা বলেছিল এ নিয়ে।

আমি প্রথমে বেশ অবাক হয়েছিলাম। তবে ভলদয়া আমাকে বলেছিল "আমরা আগে ওখানে পড়াশুনা করে দেখি, তারপর দেখা যাক কি হয়।" ভলদয়া তখন আর লেখাপড়া নিয়ে হেয়ালি করত না। ওর গ্রেড ভালো ছিল। ভলদয়া এক অসাধারণ শিক্ষিকা পেয়ে গিয়েছিল। তার নাম মিনা। ভলদয়া সেখানে জার্মান শিখত। তবে আমি তখন ভলদয়ার বাড়ি যেতাম এবং ওকে জার্মান শিখতে সহায়তা করতাম। আমি চেয়েছিলাম ভলদয়া যাতে ভালোভাবে জার্মান বলতে পারে। ভলদয়াও আমাকে সাহায্য করত। এলিমেন্টারি স্কুলের বাইরে আমি একটা টেকনিক্যাল স্কুলেও সন্ধ্যায় পড়াতাম। একবার আমার স্বামী একটি ব্যবসায়িক কাজে বাইরে যায়। আমার দুটো মেয়েই তখন ছোট ছোট। আমি ভলদয়াকে বলেছিলাম, 'ভলদয়া আমাকে সাহায্য করতে হবে। ওদের দেখাশুনা করবে তুমি আজ। আমার বাড়ি আসতে

www.pathagar.com

দেরি হবে।" ভলদয়া ওদের দেখাশুনা করেছিল এবং প্রয়োজনে অনেকবার থেকেও গিয়েছিল।

ভলদয়া খুবই ভালো একজন মানুষ। তবে ওর সাথে যারা প্রতারণা করে এবং ওর ক্ষতি করে ও তাদেরকে কখনই ক্ষমা করে না।

ভলদয়া এ কারণে স্কুলে এতটা জনপ্রিয় ছিল না। তবে ভলদয়া সাহিত্যের জন্য এক অসাধারণ শিক্ষক পায়। তার নাম ছিল কহেরগিন। তিনি ভলদয়ার কাছে পড়াগুলো মজাদার এবং সৃজনশীল করে তোলেন।

তার পড়ানোর একটি টপিক আমার এখনও মনে আছে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের রচনা লেখার জন্য এই টপিক বেছে নিয়েছিলেন। তখনকার দিনে এটি একটি ভিন্নধারার বিষয় ছিল। "এক ধরনের বিদ্রোহ শুরু হয়েছে, যার কোন সমাপ্তি নেই।" এই টপিকে চিন্তাভাবনা না করে খুব বেশি লেখা যায় না।

স্কুলে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে ভলদয়া ঘোষণা করলে যে "আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি।" ভলদয়া আইন পড়তে চেয়েছিল। আমি জানি না ভলদয়া কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আইন কেন? আমরা ভেবেছিলাম ভলদয়া টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটে ভর্তি হবে।

লেনা গ্রিয়ানজনোভা টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটে গিয়েছিল। আর ওদের সম্পর্কের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। ভলদয়ার আর লেনার মাঝে সাদৃশ্য ছিল অনেক। লেনা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই নিয়মিত পুতিনদের বাড়ি যেত। তবে পুতিন মেয়েদের পেছনে খুব একটা উৎসাহ দেখাত না। তবে মেয়েরা ওকে নিয়ে দারুণ উৎসাহী ছিল।

www.pathagar.com

হঠাৎ করেই ভলদয়া ঘোষণা করল যে "আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি।" আমি প্রশ্ন করেছিলাম "কীভাবে?" ওর উত্তর ছিল "ওটা আমিই বুঝব।"

www.pathagar.com

গ্র্যাজুয়েশনের আগেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আমি ইন্টেলিজেন্সে কাজ করব। এটা আমার স্বপ্ন ছিল। যদিও তখন এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কোন পথ আমার জানা ছিল না। আর আমার স্বপ্ন ঘন ঘন পরিবর্তিত হতো। একবার আমি নাবিক হতে চেয়েছিলাম। আবার আরেক পর্যায়ে এসে আমি পাইলট হতে চেয়েছিলাম।

সিভিল এভিয়েশনের একাডেমি ছিল লেনিনগ্রাদে। আর আমি সেখানে ভর্তি হবার জন্য আকুল ছিলাম। এমনকি আমি একটি রচনা লিখে এভিয়েশন ম্যাগাজিনে ছাপার জন্যও জমা দিয়েছিলাম। তবে গুপ্তচরদের নিয়ে তৈরি সিনেমা এবং বইগুলো আমার কল্পনার পুরোটা জায়গাই দখল করেছিল।

আমি সবচেয়ে বিস্মিত হতাম এই ভেবে যে মাত্র একজন লোকের প্রচেষ্টায় কীভাবে এমন কিছু অর্জন করা সম্ভব হতো যা পুরো আর্মির পক্ষেও সম্ভব ছিল না। একজন মাত্র গুপ্তচর হাজারো লোকের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারত। আমি স্পাই বলতে মূলত তাই বুঝতাম।

আমি শীঘ্রই পাইলট হবার আকর্ষণ হারিয়ে ফেললাম। আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি একজন স্পাই হতে চাই।

আমার বাবা-মা আমার সিদ্ধান্তের কারণ বুঝতে পারল না। আমার বাবা-মা'র কাছে আমার কোচ গিয়ে বলল যে, আমি অ্যাথলেট হিসেবে যে কোন প্রতিষ্ঠানেই, কোন ধরনের পরীক্ষা ছাড়াই সুযোগ পেয়ে যাব। তাই তারা সবাই আমার সাথে ইন্সটিটিউটে ভর্তি হবার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করল। আমার কোচ ছিল আমার বাবা-মা'র পক্ষে। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, আমি কেন ইন্সটিটিউটে ভর্তি হতে চাইছিলাম না।

www.pathagar.com

তিনি বলেছিলেন, "সিভিল এভিয়েশনে ভর্তি হবার জন্য ওর শতভাগ সম্ভাবনা রয়েছে। আর এদিকে ও যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পায় তবে ওকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে।"

পরিস্থিতি অনেক জটিল ছিল। আমার বাবা আমার ওপর আদেশ ফলাতে চেয়েছিলেন। তবে আমি বলেছিলাম আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

আমার অপর কোচ লিওনিড আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।

তিনি একজন চালাক লোক ছিলেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন "তুমি কী করতে চাচ্ছ?" তিনি অবশ্যই জানতেন আমি কি করতে চাইছিলাম। তিনি কেবল গোপনে অভিনয় করে যাচ্ছিলেন। "আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাচ্ছি।"

"খুবই ভালো, তবে কোন বিষয় নিয়ে পড়তে যাচ্ছ?"

"আইন।"

"কি? লোকজনকে আটক করবার জন্য? পুলিশ হবে তুমি! বুঝতে পারছ আমার কথা।"

আমি নিজেকে অপমানিত বোধ করলাম। "না, আমি পুলিশ হচ্ছি না", আমি পাল্টা চিৎকার করে উত্তর দিয়েছিলাম।

পরবর্তী এক বছর তারা আমাকে চাপের ওপর রাখল। এতে করে বরং আমার আইন পড়বার আকাংখা বেড়েই চলেছিল।

স্পাই কীভাবে হওয়া যায়, এটা বের করার জন্য নবম শ্রেণির প্রথম দিকে আমি কেজিবি'র ডিরেক্টরেটের অফিসে গিয়েছিলাম। আমার কথা সেখানকার একজন মন দিয়ে শুনল। "আমি এখানে কাজ করতে চাই", আমি বলেছিলাম।

www.pathagar.com

"কাজ করতে চাও বেশ ভালো কথা। তবে আমরা এমন কাউকে কাজ দেই না যারা নিজে থেকেই এখানে এসে পড়ে। এখানে কাজ করতে হলে, হয় তোমাকে আর্মি থেকে আসতে হবে অথবা কোন সিভিলিয়ান উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে হবে।"

আমি আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "কি ধরনের উচ্চশিক্ষা?"

"যে কোন ধরনের।" লোকটা সম্ভবত আমাকে তাড়াতে চাইছিলেন।

"তবে কোন ধরনের উচ্চশিক্ষা অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়?" আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

"আইন।"

এটাই ছিল সেই মুহূর্ত। এরপর থেকেই আমি লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সিটির আইন অনুষদে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমাকে থামানোর কেউ ছিল না।

আমার বাবা-মা এবং কোচেরা বহু চেষ্টা করছিল। তারা আর্মির ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে অনেক ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিল। তারা মূলত বুঝতে পারছিল না, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পেলে আর্মি হতেও আমার কোন সমস্যা ছিল না। হয়ত আমার লক্ষ্যে পৌছাতে তখন কিছুটা সময় বেশি লাগবে তবে আমাকে রুখতে পারবে না কেউ।

আমার কোচেরা তখনও তাদের সকল কৌশল প্রয়োগ করে ফেলেনি। কিছু বাকি রেখে দিয়েছিলেন। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতিমূলক ক্লাসে গেলাম, তখন আমি জানতে পারলাম তারা একটা লিস্ট দিয়ে গেছে যেখানে অ্যাথলেটদের নাম উল্লেখ করা আছে,

www.pathagar.com

যাদেরকে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অধিক প্রাধান্য দেয়ার কথা বলা আছে। আমি জানতাম যে আমার নাম লিস্টে থাকবে না। তবে যখন আমি ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছিলাম আমার জিমের শিক্ষক আমাকে বুরেভেস্টনিক ক্লাবে যোগ দেয়ার জন্য চাপ দিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আমাকে কেন পরিবর্তন করতে হবে?"

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমরা তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে সাহায্য করেছি... তাই তোমার যোগ দেয়া উচিত এখানে।" তবে আমার কাছে বিষয়টা খটকা লাগছিল।

আমি সরাসরি ডীনের কাছে গেলাম। আমি সোজা তার অফিসে চলে এসে তাকে বললাম "আমাকে ক্লাবে যোগ দেয়ার জন্য জোর করা হচ্ছে। আমার মনে হয় না এখন আমার এই ক্লাবে যোগ দেয়া উচিত।"

আমাদের ডীন প্রফেসর অ্যালেক্সিয়েভ জানতে চাইলেন, "তোমাকে কেন জোর করা হচ্ছে?"

তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "কারণ তারা একজন অ্যাথলেট হিসেবে আমাকে প্রাধান্যের তালিকায় রেখেছে আর তার বিনিময়ে তারা চাইছে আমি যেন ক্লাবে যোগ দেই।"

তিনি বেশ অবাক হলেন। "তাই নাকি? এ তো হতে দেয়া যায় না। সবারই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সমান সুযোগ থাকবে। সেখানে তোমার জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমাকে গ্রহণ করা হবে। তোমার খেলাধুলার জন্য নয়। এক মিনিট অপেক্ষা কর, আমি বিষয়টা দেখছি।" এই বলে তিনি কাগজের স্তুপ থেকে একটি তালিকা বের

www.pathagar.com

করে আনলেন। তিনি আমার নামের শেষাংশ জানতে চাইলেন। "নাহ, তোমার নাম তো এই তালিকায় নেই। তুমি সবাইকে নিরাপদে বলতে পারো, তোমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে।" আমিও ঠিক তাই করেছিলাম।

যাইহোক আন্তবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপে আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের দলের হয়ে খেলতাম। আর আমি আমার প্রাক্তন ক্লাব পরিবর্তন না করেই খেলার স্বাধীনতা পেতাম। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কোচ আমাকে নিজের দলে ভেড়াতে চাইত। তবে আমি সবার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলাম। আমি তাদেরকে বারবার একই কথা বলতাম যে, আমি ট্রুডাল ছাড়ছি না। কারণ আমার বন্ধুরা সেখানে আছে। এমনকি আমার প্রথম কোচও। আমি সেই ক্লাবের হয়েই খেলব যেটাতে আমার ইচ্ছা হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩

দ্য ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া কি কঠিন ছিল?

হ্যাঁ। কারণ ১০০টি আসনের মাত্র ১০টি সংরক্ষিত ছিল হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েটদের জন্য। বাকিগুলো ছিল সেনা সদস্যদের জন্য। তাই আমরা যারা হাইস্কুলে ছিলাম তাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতার মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছিল। প্রতি ৪০ জন ছাত্রের জন্য মাত্র একটি আসন। আমি মাত্র একটি বিষয়ে 'বি' পেয়েছিলাম বাকি সবগুলোতেই 'এ' পেয়েছিলাম। তাই আমার আবেদন গ্রহণ করা হয়। আর তখন সব বিষয়ের গড় নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের আবেদন গ্রহণ করা হতো না। তাই টেন্থ্ গ্রেডে থাকাকালীন আমি কেবল কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর মনোযোগ দিয়েছিলাম যার কারণে আমি পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাই। যদি আমি এরকম না করতাম তাহলে আমার আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ দেখা লাগত না।

ধন্যবাদ ইশ্বরকে যে আমাদের স্কুলে কিছু অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন। তাদের কৌশলের তুলনা মেলে না। তারা যখন বুঝতে পারছিলেন আমি রসায়নবিদ হতে চাইছিলাম না, বরং মানবিককে আমি আমার প্রধান বিষয় হিসেবে বেছে নিতে চাইছি, এতে তারা কোন বাধা দেননি। উল্টো তারা সম্মতি প্রদান করেছিল।

www.pathagar.com

আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কঠোর মনোযোগের সাথে পড়ালেখা করেছিলেন। আপনি কি ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এমনটা করেছিলেন?

হ্যাঁ। আমি প্রচুর পড়াশুনা করেছিলাম। আমি পড়ালেখার বাইরের কোন কাজে জড়িত ছিলাম না।

আপনি কি নিজেই আপনার সকল খরচ চালাতেন?

নাহ। তা সম্ভব ছিল না। প্রথমদিকে আমাকে মা-বাবার সাহায্য নিতে হয়েছিল। আমি ছিলাম একজন ছাত্র। আমার কাছে কোন টাকা-পয়সা ছিল না। আমি অন্যদের মতো কন্সট্রাকশনে কাজ করে বাড়তি কিছু টাকা উপার্জন করতে পারতাম। তবে কাজ করে আসলেও কি কোন লাভ হতো? আমি একবার কন্সট্রাকশনকর্মীর কাজ করেছিলাম।

আমি কোমি গিয়ে সেখানে লাম্বার ইন্ডাস্ট্রির হয়ে গাছ কেটেছিলাম, বাড়িঘর মেরামত করেছিলাম। কাজ শেষে আমাকে ১০০০ রুবেলের একটি প্যাকেট ধরিয়ে দেয়া হয়।

তখনকার সময়ে একটি গাড়ির দাম ছিল ৩,৫০০ থেকে ৪,০০০ রুবল। আর মাত্র দেড় মাস কাজ করেই আমরা পেয়েছিলাম ১০০০ রুবল। এটা ভালো অঙ্কের টাকা ছিল। বেশ ভালো!

আমরা টাকা হাতে পেলাম। আর সেই টাকা আমাদের তখনই ব্যয় করতে হবে কোথাও না কোথাও। আমি এবং আমার অন্য দুই বন্ধু গ্যাগ্রিতে অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। এমনকি আমরা লেনিনগ্রাদেও থামিনি। আমরা সেখানে পৌছালাম। আর প্রথম দিনেই পোর্ট ওয়াইন পান

www.pathagar.com

করে আমরা মাতাল হয়ে পড়েছিলাম। এরপর কি করা যায় আমরা সেকথা ভাবছিলাম। রাতটা কোথায় কাটানো যায়? সেখানে অবশ্যই কোন না কোন হোটেল ছিল। তবে সেখানে রুম পাওয়ার কোন আশা আমাদের ছিল না। তবে সেখানে গভীর রাতে এক বৃদ্ধা আমাদের একটি রুম দিতে রাজি হলেন।

আমরা সেখান সাঁতার কেটে বিশ্রাম নিয়ে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলাম। তবে সেখান থেকে আমাদের দ্রুত বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল। কারণ আমাদের টাকা-পয়সা তখন শেষের দিকে। আমরা একটা বুদ্ধি বের করলাম। আমরা ওডেসাতে ফিরে যাচ্ছে, এরকম একটি স্টিমশিপের ডেকে উঠে পড়ব এবং পরবর্তীতে ট্রেনের সস্তা টিকেট কেটে বাড়ি ফিরব। আমরা আমাদের পকেট হাতড়ে দেখলাম আমাদের সম্বল খুবই সামান্য। আমরা পথে খাবার জন্য কিছু কেনার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের একজন বন্ধুর কাছে বাকি সবার তুলনায় বেশি টাকা ছিল। সে চরম মিতব্যয়ী প্রকৃতির। আমরা যখন আমাদের এই বন্ধুটিকে খাবার কেনার কথা জানালাম সে বলল, "ক্যানের মাংস খেলে বদহজম হবে। তাই ওটা কেনা উচিত হবে না।" আমরা বললাম "তুমি যা ভালো বোঝ, এখন এগোনো যাক।"

আমরা বন্দরে গেলাম। সেখানে অসাধারণ সুন্দর এক জাহাজ নোঙর করে দাঁড়িয়ে ছিল। আর বন্দরে ভিড়ও ছিল প্রচুর। আমাদেরকে জানানো হলো যাদের কাছে জাহাজের কেবিনের টিকিট আছে কেবল তাদের ঢুকতে দেয়া হচ্ছে। আর যারা ডেকের সস্তা টিকিট নিয়ে ঢুকবে তাদের তখনও কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ডেকের যাত্রীদের টিকিট ছিল কার্ডবোর্ডের টুকরো দিয়ে তৈরি। তবে আমাদের টিকিটগুলো আকারে বেশ বড় ছিল এবং দেখতে অবিকল প্রথম শ্রেণির টিকিটের মতো।

আমার যে বন্ধু মাংস কিনতে চায়নি সে বলল "আমার কেমন যেন ভালো ঠেকছে না। চল, এখনই ঢুকে পড়ি।"

www.pathagar.com

আমি বললাম, "এখন গেলে ব্যাপারটা বাজে হতে পারে। আমরা বরং আমাদের পালার জন্য অপেক্ষা করি।"

সে বলল "তোমার ইচ্ছা হলে তুমি দাঁড়িয়ে থাক। আমরা চললাম।" এই বলে ওরা আগে বাড়ল। আর হ্যাঁ, আমিও ওদের অনুসরণ করেছিলাম।

টিকিট চেকার আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল আমাদের কাছে কি ধরনের টিকেট আছে। আমার উত্তর দিয়েছিলাম, আমাদের কাছে বড় টিকিট আছে। তিনি আমাদেরকে হাত নেড়ে প্রবেশ করতে ইঙ্গিত করলেন।

আমাদেরকে প্রথম শ্রেণির টিকিটধারীদের সাথেই উঠতে দেয়া হলো। এরপর ফোরম্যান এসে জিজ্ঞাসা করলেন আর কারো কাছে কোন প্রথম শ্রেণির টিকিট আছে কিনা। বন্দরের সবাই নীরব থাকল। তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করলেন "তাহলে এখানে কি কেবল ডেকের যাত্রীরা আছে?" বন্দরের সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। তারা মনে করেছিল এবার তাদের ওঠার পালা। সবাই একত্রে উত্তর দিয়েছিল "হ্যাঁ, কেবল ডেকের যাত্রীরাই বাকি।" ফোরম্যান নির্দেশ দিল "তাহলে নোঙর ওঠাও।"

তারা জাহাজে ওঠার সিঁড়ি উঠিয়ে ফেলল। এতে করে বন্দরে আতংক ছড়িয়ে পড়ল। লোকজন ভয়ঙ্কর রেগে গেছে। তারা টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছে তবে তাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছিল। তাদেরকে জাহাজের ডেকে উঠতে দেয়া হয়নি। পরবর্তীতে তাদেরকে জানানো হয় যে, জাহাজে অতিরিক্ত মালপত্র তোলা হয়েছে। যার কারণে জাহাজে আর কোন জায়গা অবশিষ্ট নেই। আমরা যদি তখনই জাহাজে উঠে না পরতাম তবে আমাদের শূন্যহাতে বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। আমার ধারণা নেই আমরা তাহলে কীভাবে বাড়ি পৌছতাম।

আমরা জাহাজের পাশে ফেলে রাখা লাইফবোটে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এভাবেই আমার বাড়ি পৌছাই। দুই রাত আমি আকাশ দেখে কাটিয়েছি।

www.pathagar.com

জাহাজ এগিয়ে চলছিল, তবে আকাশের তারার যেন নিথর হয়ে শুন্যে পড়ে ছিল। আমি কি বোঝাতে চাইছি আপনি কি তা বুঝতে পারছেন? জাহাজের নাবিকেরা হয়ত এই দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু আমার কাছে তা ছিল এক বিস্ময়ের ভাণ্ডার।

প্রথম দিন আমার কেবিনের যাত্রীদের উঁকি মেরে দেখেছিলাম। তাদের জীবনযাত্রার মান দেখে আমাদের খানিকটা হিংসাই হচ্ছিল। আমাদের সম্বল কেবল লাইফবোটের আড়ালে খানিকটা আশ্রয়, রাতের তারা আর কিছু খুচরো পয়সা।

আমাদের মিতব্যয়ী বন্ধু ক্যানের মাংস কেনেনি। সে আর ক্ষুধা সহ্য না করতে পেরে জাহাজের রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে গেল। তবে রেস্টুরেন্টে খাবারের দাম এতটা চড়া ছিল যে সে তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে বলল "কিছুটা মাংস খেলে হয়ত আমার কিছুই হবে না।" তবে আমার অন্য বন্ধু কঠোরভাবে বলল "তোমার নিজের পাকস্থলী নিয়ে চিন্তা করা উচিত। এই খাবার তোমার জন্য ভালো নয়।" তাই আমার মিতব্যয়ী বন্ধুকে পরের দিনটাও পেটে ক্ষুধা নিয়ে কাটাতে হয়েছিল। এটা এক ধরনের নিষ্ঠুর আচরণ তবে এটা যথাযথ ছিল।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন পড়ালেখার ওপর সর্বাধিক মনোযোগ দিতাম। আর দ্বিতীয় স্থানে ছিল অ্যাথলেটিক্স। তবে আমি প্রতিদিনই ব্যায়াম করতাম এবং সকল অল ইউনিয়ন প্রতিযোগীতায় অংশ নিতাম। যদিও এটা ছিল আমার অভ্যাস। সত্যি বলছি আমি!

১৯৭৬ সালে আমি শহরের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হলাম। আমাদের সেকশনের 'সাম্বো' এবং জুডো প্রতিযোগিতায় কেবল আমার মতো আনাড়িরাই অংশ নিত না। এখানে অনেক পেশাদাররা এবং অলিম্পিক বিজেতারাও অংশ নিত।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পর আমি 'সাম্বো' মাস্টারে 'ব্ল্যাক বেল্ট' পেলাম। এবং এর দুবছর পর জুডো মাস্টার হলাম। আমি জানি না এখনকার দিনে কীভাবে ব্ল্যাক বেল্ট দেয়া হয়। তবে তখনকার দিনে মাস্টার হবার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের পেশাদারদের সাথে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিজয় এবং পয়েন্টের দরকার হতো। একই সাথে বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অর্জিত স্থানের ভূমিকা থাকত।

উদাহরণস্বরূপ 'ট্রুড' হবার জন্য আপনাকে হয় শহরের প্রথম তিনজনের মাঝে থাকতে হতো অথবা অল ইউনিয়ন প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান অর্জন করতে হতো। আমার কিছু কিছু ম্যাচের কথা আবছা মনে আছে। এই ম্যাচগুলোর পর আমার শ্বাস নিতেও কষ্ট হতো। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকত শক্তিশালী কেউ। আমাকে এই পরিমান শক্তি খরচ করতে হতো যে, পরে শ্বাস নিতেও কষ্ট হতো। আমি জিতলে জিততাম খুবই সামান্য ব্যবধানে।

এক সময়ে আমি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভলদোয়া কুলেনিনের কাছে হেরে যাই। পরবর্তীতে সে বেশি মাত্রায় মদ্যপান শুরু করে এবং তাকে রাস্তায় খুন করা হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সে একজন অসাধারণ অ্যাথলেট ছিল। সত্যিই প্রতিভাবন একজন অ্যাথলেট। আমি যখন ওর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম ও তখনও মদ্যপান শুরু করেনি। আমরা সিটি চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য লড়াই করছিলাম। ও তখনই ছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

ম্যাচের প্রথম ৫ মিনিটে আমি বারবার ওকে আমার ব্যাক এন্ডে খুব সহজভাবেই আছড়ে ফেলছিলাম। নিয়মানুযায়ী তখনই খেলা শেষ হয়ে যাবার কথা ছিল। যেহেতু কুলেনিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিল তাই ম্যাচ শেষ করে দেয়া যথাযথ মনে হচ্ছিল না কারো কাছে। তাই আমাকে কিছু পয়েন্টস দেয়া হলো এবং ম্যাচ আবারও চালু হলো। কুলেনিন আমার চেয়ে

www.pathagar.com

অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল তবে আমিও আমার সেরাটা দিয়ে লড়েছিলাম। মার্শাল আর্টের এই ফর্মে কোন ধরনের চোখের পানি পরাজয় হিসেবে গণ্য করা হয়। কুলেনিন যখন আমার কনুই পেঁচিয়ে ধরেছিল, বিচারক নাকি আমার কণ্ঠে আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। তাই কুলেনিনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল। এই ম্যাচের কথা এখনও আমার মনে আছে। আর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের কাছে হেরে আমার কোন লজ্জাও নেই।

এরকম আরেকটি ম্যাচের কথা আমার সারাজীবন মনে থাকব। যদিও আমি এতে অংশগ্রহণ করিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার একজন বন্ধু ছিল যাকে আমি জিমে যোগ দিতে বলেছিলাম। সে প্রথমে জুডো করল। সে বেশ ভালোভাবেই করল। এরপর একটি প্রতিযোগিতা হলো এবং সে ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। ম্যাচের সময় এক পর্যায়ে সে সামনের দিকে লাফ দিয়েছিল। তবে ভারসাম্য হারিয়ে সে মাটিতে আছাড় খেয়েছিল। ওর ভারটিব্রাটা ভেঙে গেল এবং সাথে সাথে প্যারালাইজড হয়ে পড়ল। এর দশদিন পর হাসপাতালে ও মারা যায়। সে একজন ভালো মানুষ ছিল। আর এখনও ওকে জুডোতে ভাগ নিতে বলার জন্য আমার অনুশোচনা হয়...

এ ধরনের দুর্ঘটনা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অহরহ ঘটত। অনেকেরই হাত-পা ভেঙে যেত। অনেক ম্যাচই ছিল অত্যাচারের মতো। আর এর প্রশিক্ষণও ছিল বেশ কঠিন। আমার লেনিনগ্রাদের বাইরের একটি অ্যাথলেটিক সেন্টারে যেতাম। সেন্টারটি ছিল খিপ্পিয়ারভি লেকে। লেকটি ছিল আকারে বেশ বড়। এটি ছিল ১৭ কিলোমিটার প্রশস্ত একটি লেক। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে লেকের চক্কর কাটা ছিল আমাদের প্রথম কাজ। এরপর অন্যান্য প্রশিক্ষণ। তারপর সকালের নাস্তা। তারপর আবারও প্রশিক্ষণ। তারপর দুপুরের খাবার। এরপর আবার ব্যায়াম।

www.pathagar.com

তবে প্রতিযোগিতার সুবাদে আমার দেশব্যাপি ঘুরে বেড়াতাম। আমরা USSR-এর 'স্পার্টাকিড' প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি হিসেবে মল্ডোভিয়ায় একটি ম্যাচ খেলবার জন্য গিয়েছিলাম। তখন ছিল ভয়ানক গরম। আমি এবং আমার বন্ধু ভাসিয়ার একসাথে ব্যায়াম করে বের হয়ে আসছিলাম। চারিদিকে ওয়াইন বিক্রি হচ্ছিল। ও আমাকে বলল "চলো আমরা এক বোতল করে ওয়াইন কিনি।" আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "আজকে না কেনাটাই ভালো হবে। আজ বেজায় গরম।"

"আহা এত চিন্তা করছ কেন!" ও বলেছিল।

"আচ্ছা চলো, ওয়াইন কেনা যাক", আমি বলেছিলাম। আমরা উভয়েই একটি করে বোতল হাতে নিলাম। এরপর আমরা নিজেদের রুমের বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। "আজ প্রচণ্ড গরম। আমি পান করছি না", আমি বলেছিলাম।

"তাই? তুমি তোমার মতো করো তাহলে।"এই বলে আমার বন্ধুটি পুরো বোতল ওয়াইন পান করল। তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি তাহলে পান করবে না?"

"না।"

অতপর সে আমার হাত থেকে আমার বোতল নিয়ে নিমিষেই বোতল খালি করে ফেলল। সে তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ে হাতির মতো নাক ডাকতে থাকল। ওয়াইন পান না করার জন্য তখন আমার অনুশোচনা হচ্ছিল। আমি কয়েকবার ওকে গুঁতো মেরে বললাম "নাক ডাকা বন্ধ কর! তুমি হাতির মতো নাক ডাকছ।"

আমরা তাই খুব বেশি পার্টি করতাম না। কারণ এতে করে ব্যায়াম কঠিন হয়ে যেত। আমার আরেকজনের কথা মনে আছে। ওর নাম কলিয়া। ওর শরীরের সাথে মিল রেখে ওর মুখটাও ছিল বিশাল। ওর বড় চোয়াল

www.pathagar.com

চেহারার সামনে ঝুলে থাকত। একদিন কিছু লোক ওকে পেটানোর চেষ্টা করছিল। ও তখন একটি ম্যাচের কাঠি ধরিয়ে নিজের মুখের ওপর আলো ফেলে বলেছিল "তোমরা দয়া করে থাম! আগে আমাকে একবার দেখে নাও তারপর ঝামেলা পাকাও! তৎক্ষণাৎ ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

www.pathagar.com

সার্গেই রোলডুগিন[৩]

ভভকা আমার ভাইয়ের সাথে স্কুলে যেত। আমি যখন লেনিনগ্রাদে আসি তখন আমার ভাই আমাকে ভভকার কথা জানাল। ও একবার ভভকাকে আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাল। আমাদের কথা হলো এবং আলোচনা জমে গেল। এরপর থেকে আমিও ওকে নিজের ভাইয়ের মতোই মনে করি। এটা সম্ভবত ১৯৭৭ সালের কথা। আমার যখন যাওয়ার কোন জায়গা থাকত না, আমি ওদের বাড়ি যেতাম। সেখানেই খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পরতাম।

আমি আর্মিতে যোগ দেই এবং লেনিনগ্রাদেই আমার ডিউটি ছিল। একবার ভভকা আমাকে দেখতে এসেছিল, আমি যে কি খুশি হয়েছিলাম তা বলার বাইরে। আমরা সেই রাতে দৌড়ে, হইহুল্লোর করে, গান গেয়ে পার করি। আমার এখনও সেই রাতটিতে আমাদের গাওয়া গানগুলোর কথা মনে আছে। গানের নামগুলো ছিলঃ

"উই হ্যাঁড জাস্ট ওয়ান নাইট"

"সামওয়ানস ট্রেইন লেফট দিস মর্নিং"

"সামওয়ানস প্লেন ইস লিটেল লেটার"

আমরা গলা ছেড়ে গান গেয়েছিলাম। পরে আমার গলা ভেঙে যায়।

---

[৩] তিনি মেরিনস্কি থিয়েটার সিম্ফোনি অর্কেস্ট্রার একজন বাদক, পুতিনের একজন পারিবারিক বন্ধু, এবং পুতিনের বড় মেয়ে মাশার গডফাদার

www.pathagar.com

একবার ক্যাফেটেরিয়াতে খাবার সময় আমার মা একটি স্টেট লটারি টিকিট পায়। আমরা পরে একটি জ্যাপরজেটস গাড়ি পাই। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষে ছিলাম। প্রথমে আমরা বুঝতে পারছিলাম না আমরা গাড়ি দিয়ে কি করব। আমরা সাধারণ জীবনযাপন করতাম। আমি, আমার জীবনের প্রথম কোট কিনি গ্যাগ্রি থেকে বন্ধুদের সাথে ফিরে এসে। কন্সট্রাকশন সাইটে কাজ করার এক বছর পর। এর আগে আমি কোনদিন ভালো কোন কোট পরতে পারিনি। আমাদের পরিবারে আর্থিক সমস্যা ছিল। আর সেই সময় গাড়ি থাকা অনেকটা পাগলামির সামিল। আমরা সেই গাড়িটা বিক্রি করে কমপক্ষে ৩,৫০০ রুবলের মতো পেতাম। এতে করে আমাদের পরিবারের আর্থিক সমস্যা কিছুটা হলেও দূর হতো। তবে আমার বাবা-মা তা না করে গাড়িটা আমাকে দিয়ে দিলেন। এই গাড়িতে করে আমি শত কষ্টের মাঝেও একটু বিলাসিতা পেয়েছিলাম। আমি প্রায় সব জায়গাতেই এই গাড়িতে করে যেতাম। এমনকি আমার ম্যাচের সময়ও।

আমি বেশ বেপরোয়া ড্রাইভার ছিলাম। তবে আমি সবসময় ভয়ে থাকতাম যে, যদি আমি গাড়িটা নষ্ট করে ফেলি তাহলে ঠিক করব কি করে?

www.pathagar.com

একবার আপনি একটি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন। আপনি একজন লোককে চাপা দিয়েছিলেন।

ওটা আমার দোষ ছিল না। লোকটা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছিল। আর সে আমার গাড়িটাকেই বেছে নিয়েছিল এ কাজের জন্য। আমি প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না সে কি করতে চাইছিল। লোকটা একটা অপদার্থ ছিল। আমার গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগার পরই সে দৌড়ে পালায়।

গুজব আছে যে আপনি নাকি লোকটাকে তাড়া করেছিলেন?

কি? আপনি কি মনে করেন আমার গাড়ির সাথে কারো ধাক্কা লাগার পর আমি তাকে তারা করে বেড়াব। আমি কোন পশু নই! আমি শুধু গাড়ি থেকে নেমে এসেছিলাম।

আপনি এ ধরনের পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেন?

হ্যাঁ, আমি ঠাণ্ডা থাকতে পারি। অনেক সময় বেশি ঠাণ্ডা রাখতে পারি। পরে যখন আমি ইন্টেলিজেন্স স্কুলে ছিলাম তারা আমার এই মাথা ঠাণ্ডা রাখার বিষয়টাকে নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন– "বিপদ নিয়ে দুশ্চিন্তার ঘাটতি।"

এটা একটা ভালো ধরনের খুঁত। আপনাকে দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য এ ধরনের পরিস্থিতিতে উত্তেজিত থাকতে হবে। ভয় হলো অনেকটা ব্যথার মতো। এক ধরনের নির্দেশক। যদি আপনি ব্যথা পান তাহলে

www.pathagar.com

অবশ্যই আপনার শরীরের কোথাও না কোথাও সমস্যা হয়েছে। এটা এক ধরনের চিহ্ন। তাই বিপদে আমার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আমাকে ভালো সময় দিতে হয়েছে।

আপনি জুয়া খেলেন না?

না, আমি জুয়ারি নই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষের দিকে আমরা একটি মিলিটারি ট্রেইনিং ক্যাম্পে যাই। আমার গ্যাগ্রির দুই বন্ধুর এক বন্ধু সেখানে আমার সাথে ছিল। আমরা সেখানে মাস দুয়েকের মতো কাটাই। এখানকার প্রশিক্ষণ অ্যাথলেটিক ক্যাম্পের প্রশিক্ষণের চেয়ে অধিক সহজ ছিল। তাই অতি শীঘ্রই আমাদের একঘেঁয়ে লাগতে শুরু করে। আমাদের বিনোদনের মূল মাধ্যম ছিল সেখানে তাস। খেলার নিয়ম ছিল, যে হারবে তাকে গ্রামে গিয়ে এক বৃদ্ধ মহিলার কাছ থেকে দুধ কিনে আনতে হবে। আমি খেলতাম না। তবে আমার বন্ধুরা খেলত। অতি দ্রুত ওরা ওদের সবকিছু হারালো।

ওদের যখন আর কিছুই ছিল না ওরা আমার কাছে এসে টাকা চাইত। ওরা ছিল যাকে বলে একবারে প্রকৃতঅর্থেই জুয়ারি। আমি নিজেকে প্রশ্ন করতাম "ওদেরকে কি টাকা দেয়া ঠিক হবে? ওরা তো আবারও সব কিছু হেরে বসবে।" ওরা এসে বলত, "দেখ, তোমার এই কয়েকটা টাকা তোমার কোন কাজেই লাগবে না। তার চেয়ে বরং আমাদের দিয়ে দাও।" তবে আমি বিপদ-আপদ নিয়ে বেশি ভাবতাম না এবং ওদেরকে দিয়ে দিতাম টাকা।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় রোমান্সের জন্যও উপযুক্ত জায়গা এবং সময়। আপনার কোন গার্লফ্রেন্ড ছিল না তখন?
কার থাকে না! তবে সেই রকম সিরিয়াস কিছু নয়।

প্রথম প্রেম?
হ্যাঁ। আমি এবং ও, আমাদের হাতে নট বাঁধার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়েছিলাম।

এ ঘটনা কবেকার?
আমার বিয়ের বছর চারেক আগে।

তাহলে বেশিদিন টেকেনি?
নাহ।

কেন? কী সমস্যা হয়েছিল?
কিছু একটা হয়েছিল।

সে কি অন্য কাউকে বিয়ে করেছিল?

অন্য কাউকে? হ্যাঁ, পরে করেছিল।

www.pathagar.com

কে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আপনারা বিয়ে করছেন না?

আমি। আমি নিজেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমরা ম্যারেজ লাইসেন্স-এর জন্য আবেদন করেছিলাম। সব কিছুই তৈরি ছিল। আমাদের উভয়ের বাবা-মা'ই বিয়ের আংটি পর্যন্ত কিনেছিল, বিয়ের স্যুট এবং গাউন সব তৈরি ছিল। বিয়ে না করবার সিদ্ধান্তটা ছিল আমার জীবনের সবচাইতে কঠিন সিদ্ধান্তগুলোর একটি। খুবই কষ্টদায়ক ছিল আমার জন্য। তবে আমি মনে করেছিলাম, পরবর্তীতে উভয়ই কষ্ট পাওয়ার চেয়ে এখন আমার একার কষ্ট পাওয়াই বেশি ভালো।

আপনি কি তাকে বিয়ের অনুষ্ঠানে একা রেখে পালিয়ে গিয়েছিলেন?

অনেকটা সেরকমই। তবে আমি পালিয়ে যাইনি। আমি ওকে যতটা প্রয়োজন ততটুকু সত্য বলার চেষ্টা করেছিলাম।

আপনি কি এ নিয়ে কথা বলতে চান?

না। আমি চাই না। এ এক জটিল গল্প। তবে যাই হোক কষ্টদায়ক ছিল ব্যাপারটা আমার জন্য।

আপনার কি বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন অনুশোচনা আছে?

না, নেই।

www.pathagar.com

সার্যেই রোলডুগিন

ওর গার্লফ্রেন্ড ভীষণ ভালো ছিল। বেশ সুন্দর দেখতে। ও ছিল একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট। ওর চরিত্রও ছিল প্রশংসনীয়। ও ভভকার ভালো একজন বন্ধু ছিল, যে কিনা সারাজীবন ধরে ওর যত্ন নিতে চেয়েছিল। আমি জানি না ওদের মধ্যে ঠিক কি হয়েছিল। ভভকা আমাকে কিছু বলেনি। ও শুধু বলেছিল সব শেষ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় ওদের মধ্যে কি হয়েছিল বা হয়নি তা শুধু ওরাই জানে। দ্বিতীয় আর কেউ জানে না।

ভভকা অনেক কষ্ট পেয়েছিল। আমরা দুজনেই তুলো রাশির মানুষ। আমরা যারা তুলা রাশির, তারা সবকিছুই মন দিয়ে বিচার বিবেচনা করি। আমি সে সময় যা দেখেছিলাম তা হলো, ভভকা খুবই আবেগপ্রবণ একজন মানুষ কিন্তু কি করে আবেগ প্রকাশ করতে হয় তা ওর জানা ছিল না। আমি প্রায়ই ওকে বলতাম যে কি করে কথা শুরু করতে হয় তা ওর জানা নেই।

www.pathagar.com

তার কথা বলতে এ ধরনের সমস্যা কেন হতো?

ও এখন অনেক বদলে গেছে বিশেষ করে আগের তুলনায়। আমি ওর কাছে এভাবে ব্যাখ্যা দিতাম যে, "তুমি অনেক দ্রুত কথা বল। তোমার এত দ্রুত কথা বলা উচিত নয়।" আমি ভেবেছিলাম একজন স্টেজ পারফর্মার হিসেবে আমি হয়ত ওকে সাহায্য করতে পারব। ও খুবই আবেগপ্রবণ একজন মানুষ। তবে আবেগ কীভাবে প্রকাশ করতে হয় তা আর ওর জানা নেই। আমার মনে হয় ওর পেশা ওর কথা বলার ধরনের ওপর গভীর প্রভাব রেখে গেছে। তবে এখন ও খুবই সুন্দর করে কথা বলতে পারে। ভেঙে ভেঙে, সুন্দরভাবে এবং আবেগ দিয়ে। আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই, ও এত সুন্দর কথা বলা কোথায় শিখল!

আপনি যখন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছিলেন তখন কে.জি.বি-তে কাজ শুরু করেননি?

সে সময় আন্ডারগ্র্যাজুয়েট থেকেই এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ পাবার চল ছিল। তবে আমাকে তারা তখনই এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়ার কথা চিন্তাও করেনি। তখন অনেকেই বিভিন্ন সিকিউরিটি এজেন্সিতে কাজ করত। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজের জন্য জনগণের সহায়তা ছিল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই সহায়তা প্রতিষ্ঠিত হবে কীসের ভিত্তিতে।

www.pathagar.com

'Seksot' মানে কি আপনার জানা আছে?

এর মানে হলো, গোপন সহকর্মী বা সহায়তাকারী।

ঠিক। তবে আপনি কি বলতে পারেন এই বিষয়টা নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে কেন দেখা হয়?

মতাদর্শের কারণে। কারণ, তারা রাজনৈতিক অনুসন্ধান করে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে থাকে। সবারই ধারণা ইন্টেলিজেন্সদের কাজ অনেক মজার হয়ে থাকে। তবে আপনি জানেন কি, একজন ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট তার ৯০ শতাংশ তথ্য সংগ্রহ করে তার নেটওয়ার্কিং দ্বারা, যার ৯০ শতাংশই সাধারণ জনগণ দিয়ে গঠিত। এজেন্টরা রাষ্ট্রের স্বার্থে কাজ করে। এই কাজকে কি বলে তা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা বলেছিলাম, এই সহায়তা কীসের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। যদি এটি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতারণা এবং বস্তুগত স্বার্থ অর্জনের ওপর তাহলে তা ভিন্ন জিনিস আর তা যদি কোন ধরনের মতাদর্শগত নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তা ভিন্ন মানে রাখবে।

তো আপনি কেজিবিতে যোগ দেন কবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের এতগুলো বছর ধরে আমি অপেক্ষা করছিলাম যে কে.জি.বি.'র সেই লোকটা আমাকে মনে রাখুক। তবে দেখা গেল যে সে আমার কথা ভুলে গেছে। অবশ্য আমি প্রথমবার যাই যখন, তখন আমি

www.pathagar.com

স্কুলে পড়ি। কেউ কি ভেবেছিল আমি এতদূর আসতে পারব? তবে আমার লোকটার কথা মনে ছিল যে, কেউ নিজে থেকে গেলে তাকে কে.জি.বি-তে গ্রহণ করা হয় না। তাই আমি কিছু করলাম না। আমি নীরবে অপেক্ষা করছিলাম।

চার বছর পার হয়ে গিয়েছিল। তাবে এর মাঝে কিছুই হয়নি। আমি তখন অন্যান্য জায়গায় কাজের ব্যাপারে মনোনিবেশ করছিলাম। হয় কোন প্রসিকিউটরের অফিসে অথবা একজন অ্যাটর্নি হিসেবে। দুটোই সম্মানজনক পেশা ছিল।

তবে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষে এসে একজন লোক আমাকে এসে বলল, তার সাথে দেখা করবার জন্য। লোকটা আমাকে নিজের পরিচয় দেয়নি। তবে আমি তৎক্ষণাৎ বুঝে গিয়েছিলাম লোকটা আসলে কে। কারণ সে বলেছিল, "তোমার ক্যারিয়ার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে তোমার সাথে কথা বলতে চাই।" আমি তখনও সিদ্ধান্ত নেইনি যে তা ঠিক কি হবে।

আমরা দেখা করলাম। সে দেরিতে এসেছিল। আমি প্রায় ২০ মিনিট ধরে তার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, গাধা কোথাকার! আমার সাথে হয়ত মজা করছে। যখনি আমি ফেরার পথ ধরছিলাম লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পড়ল।

"আমি দুঃখিত", সে বলেছিল।

আমার তাকে ভালো লেগেছিল।

"সব কিছু তৈরি। ভলদয়া এখনও অনেকটা সময় আছে তোমার জন্য। তবে তোমাকে যদি কোন এজেন্সিতে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় তোমার কেমন লাগবে?"

আমি তাকে আমার শৈশবের স্বপ্ন, কে.জি.বি-তে নিজেই যাবার অভিজ্ঞতা এসবের কোন কিছুই বললাম না।

www.pathagar.com

আপনি যখন এজেন্সিতে কাজ করার জন্য রাজি হয়েছিলেন তখন আপনার মাথায় কি ১৯৩৭ সালের ঘটনার কথা স্মরণে ছিল?

সত্যি বলতে কি, আমি একবারের জন্যও এসব কিছু ভাবিনি। সম্প্রতি কিছু ডিরেক্টরেটের সাথে আমার দেখা হয়, যাদের সাথে আমি শুরুর দিকে কাজ করেছিলাম। আমরাও ঠিক এ বিষয়টা নিয়েই কথা বলেছিলাম। তাদেরকে আমি যা বলেছিলাম আপনাকেও তাই বলছি– আমি যখন কে.জি.বি.'র প্রস্তাব গ্রহণে সম্মতি জানাই তখন আমার মাথায় স্ট্যালিনের যুগের কোন কথাই মনে ছিল না। আমি ডিটেক্টিভ গল্পে অনুপ্রাণিত হয়ে কে.জি.বি-তে কাজ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থার এবং দেশপ্রেমের নির্ভেজাল অনুসারী।

আপনি রাশিয়ার রাজনৈতিক অপব্যবহারে সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না?

জানতাম, তবে খুবই সামান্য। হ্যাঁ, আমি স্ট্যালিনের অপরাধী ব্যক্তিত্বের কথা জানতাম। লোকজন অমানবিক কষ্টের শিকার হয়। তবে আমি সবকিছু জানতাম না। মনে করে দেখুন, আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই তখন আমার বয়স ১৮ আর আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ হয় ২৩ বছর বয়সে।

তবে যারা জানত তারা নিজদের উদ্যোগেই সবকিছু জেনেছিল। আমরা একটি টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করতাম। সবকিছুই গোপন রাখা হতো। তাই কাল্ট কতটা গভীর ছিল? কতটা সিরিয়াস ছিল? আমি আর আমার বন্ধুরা এসব নিয়ে বেশি ভাবতাম না। আমি তাই খুব ভালো মনোভাব নিয়েই এজেন্সিতে কাজ করতে যাই। আর সেই লোকটার সাথে

www.pathagar.com

কথোপকথনের পর সেও হারিয়ে গেল। এরপর আমার কাছে একটা ফোন কল এসেছিল। সেই ফোন কল ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পারসোনেল ডিপার্টমেন্টে আমন্ত্রণ। আমার এখনও লোকটার নাম মনে আছে যে আমার সাথে ফোনে কথা বলেছিলেন। তার নাম দেমিত্রি গান্টসেরভল।

তবে এমপ্লয়মেন্ট কমিশনে প্রায় একটা স্লিপআপ ছিল। তারা যখন আমার নাম নিল তখন আইন বিভাগের একজন বলল, "হ্যাঁ, আমার ওকে কাজে নিয়ে নিচ্ছি।" তখন যে এজেন্ট ছাত্রদের পর্যবেক্ষণ করত, সে ঘুম থেকে জেগে উঠল। সে কোন এক কর্ণারে ঘুমিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি জেগে বলে উঠল, "না, না! আমরা কেজিবির এজেন্সিতে কাজ করার জন্য পুতিনকে নিচ্ছি।" এই কথা সে সবার সামনেই এভাবেই জোরে বলে ফেলেছিল।

এর এক সপ্তাহ পর আমি সকল ফর্ম এবং কাগজপত্র পূরণ করেছিলাম।

তারা আপনাকে বলেছিল যে আপনাকে তারা ইন্টেলিজেন্সে কাজ করার জন্য নিয়েছে?

অবশ্যই না। সবকিছুই ছিল পদ্ধতিগত। তারা এভাবে বলেছিল,"আমরা তোমাকে ফিল্ডে কাজ করার জন্য পাঠাচ্ছি। তুমি কি তৈরি?"

যদি আবেদনকারী দ্বিধা করত কিংবা বলত তার ভাবার জন্য কিছুটা সময় দরকার তাকে সেখানেই বাতিল করে দেয়া হতো। তাকে আর কোন সুযোগ দেয়া হতো না। আপনি আগ বাড়িয়ে বলতে পারবেন না যে "আমার এটা চাই, ওটা চাই।" এ ধরনের লোক দিয়ে কাজ হয় না।

www.pathagar.com

আপনি কি বলেছিলেন যে আপনাকে যেখানে পাঠানো হোক আপনি তার জন্য তৈরি?

অবশ্যই। আর তখন তাদেরও জানা ছিল না যে আমাকে কোথায় কাজ করতে দেয়া হবে। তারা কেবল নিয়োগ দিচ্ছিল। এটা একটি রুটিন পর্যবেক্ষণ। নতুনদের নিয়োগ এবং তাদের কার্যক্ষেত্র নির্ধারণ। আমাকে রুটিন অফিসার বানানো হলো।

www.pathagar.com

সার্যেই রোলডুগিন

ভভকা আমাকে সরাসরি বলেছিল যে ও কে.জি.বি-তে কাজ করছে। হয়ত ওর আমাকে এ কথা বলা উচিত ছিল না। ও আমাকে বলেছিল যে ও কিছু পুলিশের লোককে নিয়ে কাজ করছিল। আমি আবার এদেরকে নিয়ে সতর্ক ছিলাম। এদের সামনে সবসময়ই নিজের মুখ বন্ধ রাখতে হয়। আমি একবার আমার এক সহকর্মীকে বলেছিলাম যে, "ওরাও স্বাভাবিক মানুষ, এবং ওরা বেশ ভালো।" আমার সহকর্মীর উত্তর ছিল, "তুমি যতই এদের সাথে কথা বলবে তোমার ফাইল ততই নোংরা হবে।"

আমি কখনও ভভকাকে ওর কাজ নিয়ে কোন প্রশ্ন করিনি। হ্যাঁ, আমি ভীষণ কৌতুহলি ছিলাম। আমার মনে পরে একবার আমি ওর বিশেষ অপারেশন নিয়ে ওর কাছে জানতে চেয়েছিলাম। তবে আমি কিছুই জানতে পারিনি ওর কাছ থেকে।

পরবর্তীতে আমি ওকে বলি, আমি একজন চেলিস্ট। আমি চেলো বাজাই। আমি হয়ত কখনই সারজেন হতে পারব না। তারপরও আমি একজন ভালো চেলিস্ট। কিন্তু তোমার পেশা কি? আমি জানি তুমি

www.pathagar.com

একজন স্পাই। তবে আমি জানি না এর মানে কি। তুমি কে? তুমি কি কর?

ও বলেছিল, "আমি একজন হিউম্যান রিলেশনস স্পেশালিস্ট।" আমাদের আলোচনার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। আর ও মনে করত, ও মানুষের ব্যক্তিত্ব বিচার করতে পারে। আমার প্রথম স্ত্রী ইরিনার সাথে যখন আমার ডিভোর্স হয়েছিল ও বলেছিল, "আমি ধারণা করেছিলাম তোমাদের সম্পর্ক এভাবেই শেষ হবে।" আমি ওর কথার সাথে একমত পোষণ করিনি। আমি বলেছিলাম যে, কোনভাবেই তোমার জানার সুযোগ ছিল না যে ইরিনা আর আমার মধ্যে শেষ পর্যন্ত কি হবে।

তবে ওর কথার প্রতি ওর দৃঢ়তা আমার ওপর বড় রকমের প্রভাব ফেলে। আমি বিশ্বাস করি যে ও একজন হিউম্যান রিলেশন স্পেশালিস্ট।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

দ্য ইয়াং স্পেশালিস্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথমে আমাকে নিয়োগ দেয়া হয় ডিরেক্টরেটের সেক্রেটারিয়েট হিসেবে। পরবর্তীতে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ডিভিশনে। সেখানে আমি পাঁচ মাসের মতো কাজ করেছিলাম।

আপনার কাজ কি যেমনটা আপনি ভেবেছিলেন তেমনই ছিল? আপনি কি প্রত্যাশা করছিলেন?

না। আমি যেরকম ভাবতাম সেরকম ছিল না। আমি তখন সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করেছি। আমার চারপাশে সেই সকল লোকেরা কাজ করত, যারা সেই না ভোলা সময়গুলো থেকে এখানে কাজ করে আসছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অতি শীঘ্রই অবসর নিতে যাচ্ছিল।

একবার এক গ্রুপ একটা কাজ করছিল। আমাকেও তাদের মিটিং-এ আমন্ত্রণ জানানো হলো। আমার বিস্তারিত মনে নেই। তবে একজন এজেন্ট বলে যাচ্ছিল কীভাবে পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। আমি হুট করে বলে বসেছিলাম, 'নাহ এভাবে ঠিক হচ্ছে না।'

সে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি কী বলতে চাও?'

'এটা আইনের বাইরে। মানে, এভাবে করলে আইন লঙ্ঘন করা হবে', আমি উত্তর দিয়েছিলাম।

'কী ধরনের আইন?'

আমি তাকে বললাম আমি কোন আইনের কথা বলছি।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, 'কিন্তু আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

আমি আবারও তাকে আইনটার কথা বললাম।

রুমে উপস্থিত লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারছিল না। কোন ধরনের হতাশা ছাড়াই সেই লোকটা উত্তর দিয়েছিল, 'আমাদের জন্য নির্দেশনাই হলো প্রধান আইন'–আর এভাবেই সেখানে সব হতো। তাদেরকে এভাবেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং তারা এভাবেই কাজ করত। তবে আমি বাস্তবিকভাবে এরকম করে কাজ করতে পারতাম না। শুধুমাত্র আমি না, আমার বন্ধুবান্ধবরাও পারত না।

আমাকে বহুবার তাই ফর্মালিটিসের মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছে এবং অনেক কেসই হাতছাড়া করে দিতে হয়েছে। আমাকে ছয় মাসের এজেন্ট ট্রেনিংয়ে পাঠানো হয়েছিল। আমাদের লেনিনগ্রাদের স্কুলও এর ব্যতিক্রম ছিল না। আমার ওপরের লোকেরা মনে করেছিল যে আমি মৌলিক কাজ শিখে গেছি, এখন আমার দরকার ফিল্ডে কাজ করার প্রস্তুতি। তাই আমি মস্কোতে পড়াশুনা করতে যাই এবং মাস ছয়েক কাটিয়ে আবারও পিটারসবার্গে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ডিভিশনে ফিরে আসি।

এটা কবেকার কথা?

কবেকার কথা? এটা ছিল ৭০-এর শেষের দিকের কথা। এখন লোকজন বলে থাকে, এই সময়েই লিওনিড ব্রেঝনেভ স্ক্রু লাগাতে শুরু করে। তবে এটা তখন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

www.pathagar.com

আপনি কেজিবিতে থাকতেই কি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন?

ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে যোগদান করার জন্যই আপনাকে পার্টির একজন সদস্য হতে হবে। এই নিয়ম অদ্ভুত কিছু অধ্যায়ের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি সিকিউরিটি ইউনিটে এক বছর কাজ করার পর অন্য কোন ইউনিটে বদলি হয়ে যায় তবে ধারণা করা হয় যে সে এই মধ্যবর্তী সময়ে কোমসমল এজের বাইরে চলে গেছে। তাকে আর পার্টিতে নেয়া যাবে না কেননা তার জন্য আর কেউ কোন ধরনের সুপারিশ করবে না। সুপারিশ পাবার জন্য কাউকে কমপক্ষে এক বছর কোন না কোন ইউনিটে স্থায়ীভাবে কাজ করতে হবে। এক বছরের কম সময় কাজ না করলে কেউই সেই ব্যক্তিকে চিনবে না ফলে তার পার্টি পদের জন্য কেউ সুপারিশ করবে না। আর একজন ইন্টেলিজেন্সকে অবশ্যই পার্টির সদস্য হতে হবে। অন্যথায় তার সার্ভিসের সমাপ্তি ঘটবে। আমি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা হাস্যকর লাগছে, তবে হাস্যকর হলেও এ কথা সত্য।

বলা হয়ে থাকে যে সিকিউরিটির লোকজন পার্টির নতুন আপয়েন্টিসদের পছন্দ করে না।

হ্যাঁ, এই কথা সত্য। যারা ফুলটাইম পার্টি অফিশিয়াল হিসেবে ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে যোগ দিয়েছে তাদের অধিকাংশই হয় অকর্মা নয়তো লোফার প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাদের প্রধান সমস্যা হলো তাদের ইগো সমস্যা। তাদের অধিকাংশকেই মধ্যম কোন পদ থেকে কেজিবির শীর্ষস্থানীয় পদগুলোতে নেয়া হয়। তারা নিজেদেরকে তখন স্বৈরাচারী ভাবতে থাকে

www.pathagar.com

এবং তারা অপারেটিভস হতে চায় না আর। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা পেশাদারদের কাজে তিক্ততা তৈরি করে।

আর কি কি কারণে পেশাদারদের মনে তিক্ততা আসত?

আমি এটা জানি যে, তারা তিক্ত অনুভব করত যখন অপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের অপমান করা হতো। মস্কোতে পেইন্টিং নষ্ট করার জন্য বুলডোজার ব্যবহার করা হতো। এই বুদ্ধি ঠিক কে দিয়েছিল আমার তা জানা নেই। কোন ডিপার্টমেন্টের কেউ নাকি পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির কেউ।

কেজিবি এই কাজে বাধা দিয়েছিল। কেজিবি বলেছিল যে, এটা আহাম্মকের মতো একটা কাজ। তবে মস্কোর কেন্দ্রিয় কমিটির কিছু লোক এই কাজ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন। ঠিক কি কারণে আমি তা আজ অবধি বুঝতে পারিনি। আমার মনে হয় যে এ কাজ করেছে রক্ষণশীল কেউ। আর যেহেতু কেজিবি পার্টির খুব প্রশংশনীয় একটি সংস্থা তাই পার্টি যা বলত কেজিবি তাই করতে হতো।

আপনি কী সব সময়ই এভাবে ভাবতেন?

ভালো হোক কিংবা খারাপ আমি কখনও ডিসিডেন্ট[৪] ছিলাম না। আমার ক্যারিয়ার বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়েছিল। তবে আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ৯০-এর দশকে এমন অনেক কাজে জড়ায় যেগুলো

[৪] ভিন্ন মতের

www.pathagar.com

এককথায় অসম্ভব ধরনের ছিল। সবকিছুই তখন কঠোর ছিল। আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ধরা যাক, একদল মুক্তমনা লোক লেনিনগ্রাদে কোন ধরনের আন্দোলনের জন্য জড় হবে। পিটারসের আন্দোলনকারীরা সাধারণত বিশেষ দিনগুলোকে আন্দোলনের জন্য বেছে নেয়। তারা কোন বার্ষিকীর দিনগুলোকে বিশেষ কোন কারণে বেছে নেবে। তারা তাদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিভিন্ন কূটনীতিক, সাংবাদিক লোকজনদেরকে নিয়ে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের আর কী-ই বা করার ছিল? আমাদের কাছে কোন নির্দেশও নেই যার ভিত্তিতে আমরা তাদের আন্দোলনে বাধা দিতে পারব। তাই আমাদেরকে সেই একই দিনক্ষণে একই স্থানে বিশেষ করে সাংবাদিকরা যেখানে জড় হতো সেখানে নিজেদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হতো। আমরা সেখানকার আঞ্চলিক পার্টির নেতাদের এবং ট্রেড ইউনিয়নের লোকদের আমন্ত্রণ জানাতাম।

অবশেষে পুলিশ এসে সবাইকেই উঠিয়ে দিত। এরপর আমাদেরকে নিজেদের প্রতীক রেখে চলে যেতে হতো। উপস্থিত সাংবাদিক এবং কূটনীতিকরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করত, বিরক্তিতে কিছুক্ষণ গো গো করে অবশেষে বাড়ি ফিরে যেত। তারা যখন চলে যেত পুলিশও চলে যেত। এরপর কারো আন্দোলনের ইচ্ছা থাকলে তারা শান্তিতে করতে পারে। তবে তারা তখন আর কার মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পারত না।

আপনি কখনও এধরনের কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন?

আমার গ্রুপ কখনই এ ধরনের কিছুতে অংশ নেয়নি।

www.pathagar.com

তাহলে আপনি এত বিস্তারিত তথ্য জানলেন কীভাবে?

এই কার্যক্রমের কথা কেউই গোপন রাখত না। আমরা ক্যাফেটেরিয়ায় বসলে এ নিয়ে খোলাখুলিভাবেই আলোচনা করতাম। আর আমি এগুলো বলছি কেন? কারণ এজেন্টরা যা করত তা সঠিক ছিল না। এটা কেবল টোটালিটেরিয়ান[৫] রাষ্ট্রের একটি প্রদর্শন। তবে তারা যাই করত গোপনে করত। তবে আবার অনেক কিছু আগে থেকেই খারাপ বিবেচনা করা হতো। সবকিছুই আবার এতটা খারাপ ছিল না।

[৫] সর্বগ্রাসী

www.pathagar.com

সার্যেই রোলডুগিন

মাঝে মাঝে আমি এবং ভভকা কাজ শেষে ফিলহারমোনিকে যেতাম। ভভকা আমাকে জিজ্ঞাসা করত, কীভাবে কোন সিম্ফোনি শুনতে হয়। আমি ওর কাছে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতাম। আপনি যদি ওকে সস্তোভিচের এর ফিফথ সিম্ফোনি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন ও আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে। ও এই ফিফথ সিম্ফনি ভালোবাসত। এরপর মাশা আর কাটিয়ার এই সিম্ফনি ভালো লেগে যায়। আর এর জন্য যদি কাউকে দোষ দিতেই হয় সেই ব্যক্তি হলাম আমি।

আমি জানি সংগীত বিষয়ে আমাদের এই সমস্ত লেকচার দেওয়া মোটেও উচিত নয়। ক্লাসিক সংগীত শোনবার মূল বিষয়টাই হলো, এ নিয়ে কোন সমালোচনা করতে হয় না। আমি ভলদয়াকে ব্যাখ্যা করতাম একজন সাধারণ মানুষের কি দেখা এবং শোনা উচিত। আমি ওকে বলতাম, 'দেখো, বাজনা শুরু হয়েছে। এই সুর নির্দেশ করছে কমিউনিজম কি করে সুন্দর জীবনব্যবস্থা গড়ে দেয়। কর্ডটা খেয়াল করেছ? টা-টি পা-পা? এখন অসাধারণ একটা থিম আসছে। দেখো, ওই যন্ত্রগুলোও বাজানো হচ্ছে। এবার থিমটা বিস্তৃত হতে থাকবে। আর এই হলো সেই শান্তির থিম। এখন এই দুটো থিমের মিলন হবে।' ভলদয়া আমার এ বর্ণনা পাগলের মতো ভালোবাসত।

www.pathagar.com

ভলদয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো খুবই শক্তিশালী। আমি ওর চেয়ে ভালো ফুটবল খেলি, তবে আমি ওর কাছে সবসময় হেরে যাই, শুধুমাত্র ওর ধৈর্যশীলতার কারণে। ভলদয়া আমাকে খাটিয়ে ক্লান্ত করে ফেলবে। ভলদয়ার কাছ থেকে আমি তিনবার বল নিয়ে গেলে ও ঠিক তিনবারই বল ফেরত নিয়ে নেবে। এর কারণ ও যখন কিছুর ওপর কাজ করে তখন তাতে তীব্র মনযোগ দেয়। আর ওর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আক্ষরিক অর্থেই ওর সকল কার্যক্রমে ফুটে ওঠে। আর আপনি হয়তো জানেন, ও ১৯৭৬ সালে লেনিনগ্রাদের জুডো চ্যাম্পিয়ন হয়।

ভলদয়ার জার্মানি যাওয়ার ঠিক আগে আমরা আমাদের বন্ধু ভাসিয়া সেন্তাকোভের সাথে দেখা করতে একটা স্পোর্টস ক্যাম্পে যাই। ভাসিয়া সেখানে বাচ্চাদের কোচ ছিল। আমরা সেখানে রাতে পৌছাই। ভাসিয়া ক্যাম্পেই আমাদের রাতে থাকার ব্যবস্থা করে। পরদিন সকালে ক্যাম্পের বাচ্চারা ঘুম ভেঙে সর্বপ্রথম আমাদের আবিষ্কার করে। ওদের একজন বলেছিল, 'দেখো, আমরা এদের দুজনকেই হারাতে পারব।' এই বলে বাচ্চাগুলো নিজেদের ম্যাটে ব্যায়াম শুরু করল। ওরা জুডো অনুশীলন করছিল। ভাসিয়া ভলদয়াকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি লড়তে চাও?' ভলদয়া উত্তর দিল, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? আমি কয়েক বছর ধরে জুডো অনুশীলন করি না।'

এমন সময় আমি খোঁচা মারলাম, 'আরে একটা ম্যাচ হলেও খেলো। ওই বাচ্চারা বলেছে ওরা আমাদের দুজনকেই নাকি এক ফোটা ঘাম না ঝরিয়েই হারিয়ে দিতে পারবে।' অপর দিকে থেকে ভাসিয়া ভলদয়াকে খোঁচাতে থাকল।

www.pathagar.com

'আচ্ছা আচ্ছা। তবে মনে রেখো, শুধুমাত্র তোমাদের কথার কারণেই লড়ছি আজ।'

তবে লড়াইয়ের জন্য ভলদয়ার পোশাকের দরকার ছিল। ভলদয়া একটা ছেলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি তোমার রোবটা আমাকে কিছুক্ষণের জন্য ধার দেবে?'

ছেলেটা ওর মুখের ওপর বলল, 'অন্য কারোটা নিন। আমারটা দেয়া যাবে না।'

তো ভলদয়াও অন্য আরেকজনের রোব ধার নিল। ওর মুখের ওপর না করে দেয়া বাচ্চাটাই ছিল ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। ভলদয়া এত দ্রুত ছেলেটাকে ম্যাট্রেসে ফেলে দিল যে সাথে সাথেই ওকে বিজয়ী ঘোষণা করা হলো।

ভাসিয়া মাইক্রোফোন হাতে ঘোষণা করল, 'বিজয়ী হয়েছেন ভ্লাদিমার পুতিন, ১৯৭৬ সালের লেনিনগ্রাদ চ্যাম্পিয়ন।'

ভলদয়া শান্তভাবে রোবটা ফেরত দিল এবং হেঁটে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি মেঝেতে পরে থাকা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি অনেক ভাগ্যবান যে তোমাকে আমার সাথে লড়তে হয়নি, হা হা হা!'

একবার ইস্টারের সময় ভলদয়া আমাকে ফোন করল। ও আমাকে ওর সাথে একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেতে বলল। ওর কাজ ছিল সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা আর ও জানতে চাইল, আমি যেতে চাই কি না। অবশ্যই আমি রাজি হয়েছিলাম।

আমরা অনুষ্ঠান শেষ করে বাড়ির পথ ধরেছিলাম। আমরা প্রথমে বাসস্টপে এসে থামলাম। সেখানে কিছু লোক এসে আমাদের ঘিরে ধরল। এরা কোন গুণ্ডা ছিল না, এরা ছিল মাতাল ছাত্র।

www.pathagar.com

'আমি কি তোমার কাছ থেকে একটা সিগারেট পেতে পারি?' ওদের একজন প্রশ্ন করল।

আমি চুপচাপ ছিলাম তবে ভলদয়া উত্তর দিয়েছিল, 'না, পারো না।'

সেই লোকটা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?'

'কোন কারণ নেই,' ভলদয়া উত্তর দিল।

এরপর যা ঘটল তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমার মনে হয় ওদের কেউ একজন ভলদয়াকে ঘুষি মেরেছিল। তবে তৎক্ষণাৎ মানে মুহূর্তের মধ্যেই আরেকজন মাটিতে আছড়ে পড়ল।

'চলো এখানে থেকে কেটে পড়ি', ভলদয়া শান্তভাবে আমাকে বলল। আমরা সেখান থেকে কেটে পড়লাম। ভলদয়া কীভাবে এক সেকেন্ডের মধ্যে লোকটাকে চিতপটাং করে দিয়েছিল, তা দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এক মুহূর্ত আগেও কথা বলছিল লোকটা, আর ঠিক পরবর্তী মুহূর্তেই মাটিতে!

আমার কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স প্রশিক্ষণকালে বিভিন্ন বৈদেশিক ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তারা আমাকে লক্ষ্য করত, আমার কাজের তদারকি করত। আমার সাথে কথা বলতে চাইত তাদের অনেকেই। বহু আলোচনা হতো আমাদের মাঝে। ইন্টেলিজেন্সরা সবসময়ই নিজেদের এজেন্সিতে লোক ভেড়াতে চায়। এ কথা সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সদের ক্ষেত্রেও সত্য। তারা তরুণ এবং গুনী এজেন্টদের সন্ধানে থাকত।

আমার ফরেইন ইন্টেলিজেন্সে কাজ করার ভীষণ আগ্রহ ছিল। সে সময়কার সকল এজেন্টদেরই স্বপ্ন ছিল, ফরেইন ইন্টেলিজেন্সে কাজ করা। আমরা সবাই সোভিয়েত ইউনিয়নের হয়ে বাইরে কাজ করার

www.pathagar.com

গুরুত্ব বুঝতাম। আর তখন এস্পিওনাজকে 'হোয়াইট কলার জব' হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অনেকেই এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আবার বৈদেশিক পণ্য পাচারের কাজ করত। এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ছিল।

আমি কেবলমাত্র আমার উৎসাহের কারণে ইন্টেলিজেন্সে কাজ করছিলাম। আমাকে মস্কোতে বিশেষ প্রশিক্ষণে পাঠানোও হয়। সেখানে আমাকে প্রায় এক বছরের মতো কাটাতে হয়েছে। তারপর আমি লেনিনগ্রাদে ফিরে এসে বেশ কিছুটা সময় 'ফার্স্ট ডিপার্টমেন্টে' কাজ করি। আমরা এ-নামেই ডাকতাম আমাদের ডিপার্টমেন্টকে। আমি সেখানে প্রায় সাড়ে চার বছরের মতো কাজ করে মস্কোর অ্যানড্রোপোভ রেড ব্যানার ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণের জন্য যাই। বর্তমানে এর নাম 'একাডেমি অব ফরেইন ইন্টেলিজেন্স।'

www.pathagar.com

মিখাইল ফ্লোলভ[৬]

আমি প্রায় ১৩ বছর যাবত এই ইন্সটিটিউটে কাজ করেছি। ভ্লাদিমার পুতিন লেনিনগ্রাদ থেকে মেজর র‍্যাংক নিয়ে এখানে প্রশিক্ষণে আসে। আমি ওকে একজন ডিভিশন লিডার হিসেবে গড়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের ইন্সটিটিউটে এটা কেবল নিছক কোন পদবী নয়। একজন ডিভিশন লিডারের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। আপনার সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকতে হবে, নিজস্ব কৌশল থাকতে হবে তবেই আপনি একজন ডিভিশন লিডার হতে পারবেন।

আমি বুঝেছিলাম পুতিনের এ সবকিছুই আছে। ও খুবই স্থির একজন ছাত্র। ও ভেবেচিন্তে সকল কাজ করে। ওর নামে কোন খারাপ রেকর্ডও নেই। আর ওর সততা বা দেশপ্রেম নিয়েও কেউ কোন প্রশ্ন তুলতে পারবে না।

আমার মনে আছে ও একবার আমার লেকচার শুনতে পুরো স্যুট-টাই পরে এসেছিল। সেদিন তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। আমি গরমে কেবল একটা হাফহাতা শার্ট গায়ে লেকচার দিচ্ছিলাম। পুতিনের মনে হয়েছিল এ রকম ফর্মাল কাজে ফর্মাল হয়েই আসা উচিত। আমি বহুবার পুতিনকে দিয়ে সবাইকে উদাহারণ দিয়েছি, 'কমরেড প্লাটোভকে দেখে শেখো সবাই।'

---

[৬] অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এবং রেড ব্যানার ইন্সটিটিউটের একজন নির্দেশক

www.pathagar.com

ইন্সটিটিউটে আমরা কারোই প্রকৃত নাম ব্যবহার করতাম না। এই রেড ব্যানার ইন্সটিটিউটে আমরা কেবল ইন্টেলিজেন্স এবং কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কায়দা-কানুন শেখাতাম না। আমরা একই সাথে ট্রেইনিদের পেশাগত যোগ্যতা, তাদের মূল্যবোধ এ সব বিশ্লেষণ করে যাচাই বাছাই করে দেখতাম যে তারা আসলেই এ পেশার জন্য উপযুক্ত কিনা।

আমাদের ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণ হলো অনেকটা পরীক্ষার মতো। আমি আর্ট অব ইন্টেলিজেন্স শেখাতাম। উদাহারণ দিচ্ছি। ইন্টেলিজেন্স জিনিসটা আসলে কী? ইন্টেলিজেন্স হলো, লোকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা, তাদের মধ্য থেকে আপনার দরকারের লোকটাকে বাছাই করতে পারা এবং তাদের কাছে প্রশ্ন তোলা, যে প্রশ্নের উত্তর আপনার দেশের স্বার্থে এবং আপনার নেতার স্বার্থে কাজ লাগবে। এক একজন ইন্টেলিজেন্সকে এক একজন মনোবিজ্ঞানী হতে হয়। তাই এজেন্টদের ব্যাপারে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হতো। তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হতো যেন তাদের আমরা নিজেদের চাইতেও অধিক বিশ্বাস করতে পারি। আর প্রতি কোর্স শেষে আমরা সবার সম্পর্কেই মূল্যায়ন করতাম, যার ভিত্তিতে তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হতো।

আমরা কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সকল শিক্ষকদেরই, ট্রেইনিদের নিয়ে তাদের মতামত ফাইলে উল্লেখ করতে বলি। এই সকল কাগজপত্র ট্রেইনিং ডিপার্টমেন্টের প্রধানের কাছে পাঠানো হয়। সেখানে এই সকল ট্রেইনিদের ব্যাপারে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলে।

www.pathagar.com

এটা কঠিন একটা কাজ। সকল ট্রেইনিদের নিয়েই চার পৃষ্ঠার রিপোর্ট পেশ করতে হয়। তাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাদার, উভয় ধরনের গুণেরই উল্লেখ থাকতে হয় এতে। আমরা এক কি দু সপ্তাহের জন্য ট্রেইনিং কাজে অব্যাহতি দিয়ে এ রিপোর্টগুলো তৈরি করতাম। আর প্রতিটি রিপোর্টের শেষেই সকল ট্রেইনিদের ব্যাপারে, কাজে তাদের যোগ্যতা নিয়ে আমাদের উপসংহার প্রদান করতে হতো।

একবার আমরা এমন একজন ট্রেইনি পেয়েছিলাম যে সকল কাজই নিমিষের মাঝে করে ফেলার যোগ্যতা রাখত। তার মস্তিষ্ক এতটাই প্রখর ছিল যে ও যেকোন সমস্যার সবচেয়ে ভালো সমাধান মুহূর্তের মধ্যেই বের করে আনতে পারত। অনেক সময় আমার মনে হতো ওকে কোন প্রশ্ন করাটাই বৃথা। কারণ ও বোধহয় প্রশ্ন করবার আগেই তার উত্তরটা জেনে যায়। তবে এখানে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে খুব বেশি প্রাধান্য দেয়া হয় না। এই অসাধারণ ট্রেইনির মূল্যায়ন শেষে আমার ওর ফাইলে এমন কথা লিখতে হয়েছিল, যার কারণে ও আর ইন্টেলিজেন্সে কাজ করতে পারেনি। দুর্ভাগ্যবশত ওর ব্যক্তিগত কিছু দোষ, ক্যারিয়ার নিয়ে অত্যাধিক চিন্তাভাবনা এবং নিজের কমরেডদের প্রতি অবহেলা থাকার কারণে ও সাথে সাথেই বাদ পরে যায়।

এই বিশেষ ট্রেইনির জন্য মূল্যায়ন একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মূল্যায়নে সবকিছুই ইতিবাচক ছিল, তবে এতে করে ইন্টেলিজেন্সে তার ক্যারিয়ারে ইতি ঘটে। এই ট্রেইনি কখনই এজেন্ট হিসেবে কোন রেসিডেন্সি পেত না। আমি নিজেই রেসিডেন্সিতে বেশ কিছুকাল কাজ করেছি। তাই আমার ভালো মতোই জানা আছে এ রকম কেউ যদি

www.pathagar.com

রেসিডেন্সিতে গিয়ে পরে তাহলে এর ফলাফল কি হতে পারে। ও সেখানে গিয়ে ঝগড়া বাঁধাবে, এতে করে সেখানকার পরিবেশ নষ্ট হবে এবং এতে ফলপ্রসু কোন কাজ হবে না। তাই আমাকে ওর ফাইলে নেতিবাচক মন্তব্য করতে হয়েছে।

ভ্লাদিমির পুতিন নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত ছিল না। তবে আমার মনে আছে আমি ওর রিপোর্টেও বেশ কিছু নেতিবাচক মন্তব্য করেছিলাম। কিছু কিছু জায়গায় আমার ওকে খাপছাড়া মনে হয়েছিল এবং ওর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতেও সমস্যা হচ্ছিল। তবে এগুলোকে নেতিবাচক কিংবা ইতিবাচক যেকোনভাবেই নেয়া যায়। তবে পুতিনের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের মাঝে আমি ভালো কিছু একডেমিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছিলাম। ও তুখোর বুদ্ধির অধিকারী এবং যেকোন পরিস্থিতি মোকবেলায়ই সদা প্রস্তুত।

মূল্যায়ন শেষে হাই র‍্যাংকিং গ্রাজুয়েটদের একটি কমিশন নির্ধারণ করে যে, কাকে কোথায় পাঠানো হবে। প্রতিটি এজেন্টের রিপোর্টের মূল্যায়নের পর তাকে কমিশনে ডেকে পাঠানো হতো। আবারও তাকে যাচাই বাছাই করে বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ দেয়া হতো। আর এই ট্রেইনিংয়ের পর ভ্লাদিমির পুতিনকে কেজিবির প্রতিনিধি হিসেবে জার্মান ডেমোক্রেট রিপাবলিকে পাঠানো হয়।

www.pathagar.com

আমি যখন রেড ব্যানারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাকে জার্মানিতে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। আমি জানতাম, কারণ সেখানে জার্মান ভাষা শেখার জন্য আমাকে প্ররোচণা দেয়া হয়। তখন শুধুমাত্র একটাই প্রশ্ন ছিল যে, আমাকে কোথায় পাঠানো হবে জিডিআরে নাকি এফআরজিতে (ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি), অর্থাৎ পূর্বে নাকি পশ্চিমে।

এফআরজিতে যাবার জন্য আপনার কেজিবির সেন্ট্রাল অফিসের নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্টে দুই কি তিন বছর কাজ করতে হবে। এটা সম্পূর্ণ আপনার ওপর নির্ভর করবে। এটা ছিল একটা উপায়। আমি কি এফআরজিতে যেতে পারতাম। হ্যাঁ, পারতাম। তবে তা কেবল তাত্ত্বীয়ভাবে। আর এর বিকল্প ছিল সরাসরি জিডিআর-এ যাওয়া। আর আমি সেখানে যাবার সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম।

আপনি কি তখন বিবাহিত ছিলেন?

হ্যাঁ। পিটারে যখন আমি ফার্স্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করছিলাম তখন আমার এক বন্ধু আমাকে আর্কাডি রাইনকিনের পারফর্মেন্স দেখবার জন্য থিয়েটারে আমন্ত্রণ জানায়। ওর কাছে টিকিট ছিল। ও আমাকে বলেছিল ওখানে অনেক মেয়েও থাকবে। আমরা সেখানে গেলাম। সেখানে সত্যিই অনেক

www.pathagar.com

মেয়ে ছিল। পরবর্তী দিন আমরা আবার সেই থিয়েটারে গেলাম। অবশ্য সেবার আমি টিকিট নিয়েছিলাম। আমরা তৃতীয়বারের মতো সেই থিয়েটারে গিয়েছিলাম। সেখানেই একজনের সাথে আমার পরিচয়। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হলো। আর সেই নারীই ছিল আমার ভবিষ্যৎ স্ত্রী লুডা।

আপনাদের মধ্যে বিয়ের আগে কতদিনের সম্পর্ক ছিল?

অনেক দিনের। বছর তিনেক তো হবেই। আমার বয়স তখন ছিল ২৯। আমি বিয়ের কথা ভাবছিলাম। আমরা বন্ধুরা আমাকে বারবার বারণ করছিল বিয়ে করতে। ওদের সম্ভবত হিংসা হচ্ছিল। আমি যদি পরবর্তী এক বছর কি দু বছরের মাথায় বিয়ে না করতাম তবে আর আমার বিয়ে করা হতো না। আমি ব্যাচেলর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তবে লুডামিলা সবকিছু বদলে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

লুডামিলা পুতিন[৭]

আমার আদি নিবাস কেলিনিনগ্রাদে। আমি ডমেস্টিক ফ্লাইটে স্টিউড্রেস হিসেবে কাজ করতাম। আর কেলিনিনগ্রদে কোন আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ছিল না। কারণ এই শহরে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত ছিল। আমাদের ফ্লাইট ক্রু ছিল তরুণ এবং ছোটখাট একজন মানুষ। আমি আর আমার এক বান্ধবী মিলে লেনিনগ্রাদে তিনদিনের ভ্রমণে এসেছিলাম। আমার বান্ধবীও আমাদের ফ্লাইটের স্টিউড্রেস ছিল। ও আমাকে থিয়েটারে যাবার আমন্ত্রণ জানায়। ডুমা বিল্ডিংয়ের কাছেই ছিল থিয়েটারের টিকিটের অফিস। ভলদয়া দাঁড়িয়ে ছিল টিকিট অফিসের সামনে। ভলদয়া ভালো পোশাক পরে ছিল। তবে আমার কাছে ওর পোশাকটা খুব একটা ভালো লাগেনি। আমি ওর দিকে তেমন একটা খেয়াল করছিলাম না।

আমরা প্রথম ঘণ্টার শো নীরবে দেখলাম। বিরতির সময় আমরা বাফেটে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করেছিলাম। শো শেষে আমরা আবারও দেখা করব বলে ঠিক করলাম। আমি আর আমার সেই বান্ধবী মাত্র তিনদিনের জন্য শহরে এসেছি। তাই আমরা এখানকার সাংস্কৃতিক জিনিসগুলো দেখতে চাইছিলাম। আর আমরা বুঝেছিলাম ভলদয়া

---

[৭] ভ্লাদিমার পুতিনের স্ত্রী

www.pathagar.com

এমন একজন লোক যে, যেকোন থিয়েটারের টিকিটের বন্দোবস্ত করতে পারবে।

পরবর্তী দিন আমাদের আবারও দেখা হলো। তবে যে বন্ধুর মাধ্যমে আমাদের পরিচয় হয়েছিল সে আর এলো না।

www.pathagar.com

সার্যেই রোলডুগিন

আমার প্রথম গাড়ি ছিল একটা ঝিগুলি। আমি মাত্র কনজারভেটোরির কাজ শেষ করেছি। আমি জাপান ঘুরে বেড়াই। তখন আমার কাছে ভভকার চেয়ে বেশি টাকা ছিল। আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে ভভকার জন্য বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আসতাম। যেমন, টিশার্ট এরকম জিনিসপত্র।

আমরা একবার নেভস্কিতে দেখা করব বলে ঠিক করেছিলাম। ও বলেছিল, 'তোমার সাথে দুজন মেয়ে দেখা করবে। ওরা বলবে যে ওরা আমাকে চেনে। আমি ১৫ মিনিটের মাঝেই এসে পড়ব। তারপর আমরা থিয়েটারে যাব।'

মেয়ে দুজন সময়মতোই এসে পড়েছিল। ওদের একজন ছিল লুডা। আমরা গাড়িতে ভভকার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। প্রথমে আমার ভয়ানক অস্বস্তি লাগছিল। আমার কিছু বন্ধুবান্ধব পাশ কাটানোর সময় আমাকে দেখে ফেলে। এটাও ছিল এক দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। আমরা সেখানে এক ঘণ্টা যাবত অপেক্ষা করেছিলাম। আর এই এক ঘন্টায় পরবর্তীতে, আমি ওদের সাথে কথাবার্তা বলে কাটাই। আমার কাছে কথা বলাটাই যথাযথ মনে হচ্ছিল।

অবশেষে ভভকা এসেছিল। ভভকা সবসময়ই দেরি করত। আমরা এরপর থিয়েটারে গিয়েছিলাম। সেখানে কি দেখেছিলাম তা আর আমার মনে নেই। আমার কেবল ওই সকল বন্ধুদের কথা মনে আছে যারা আমাকে গাড়িতে একা দুজন মেয়ের সাথে দেখেছিল।

www.pathagar.com

লুডামিলা

দ্বিতীয়দিনে আমরা লেনিনগ্রদ মিউজিক হলে গিয়েছিলাম। তৃতীয় দিনে গিয়েছিলাম লেনসোভিয়েত থিয়েটারে। মোট তিনদিনে তিনটি থিয়েটার। তৃতীয়দিন ছিল আমাদের বিদায় নেবার পালা। আমরা মেট্রোতে ছিলাম। ভলদয়ার পাশে ওর বন্ধু দাঁড়িয়ে ছিল। ওর বন্ধু খুব ভালোভাবেই জানে যে, ভলদয়া নিজের সম্পর্কে আগ বাড়িয়ে কাউকে কিছু বলতে যাবে না বা নিজের কোন তথ্য কাউকে দিতে যাবে না। তবে সে খেয়াল করেছিল ভলদয়া নিজের টেলিফোন নম্বরটা আমাকে দিয়েছে। আমি চলে যাবার পর সেই বন্ধু নাকি ওকে বলেছিল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? নিজের ফোন নম্বর এভাবে দিয়ে দিলে!'

এ ঘটনা কি আপনার স্বামী আপনাকে বলেছে?

হ্যাঁ, ভলদয়া বলেছে।

www.pathagar.com

সে কি আপনাকে কখনও বলেছিল সে কোথায় কাজ করে?

হ্যাঁ, বলেছিল। ও বলেছিল, ও পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। পরবর্তীতে আমি জানতে পারি ও কেজিবির একজন ফরেইন ইন্টেলিজেন্স। তখন আমি পুলিশ এবং কেজিবির পার্থক্য বুঝতাম না। এখন যদিও তা বুঝতে পারি।

আমি ওকে বলেছিলাম আমি পুলিশে কাজ করি। কেজিবির সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সরা সাধারণত পরিচয় হিসেবে এই কভার ব্যবহার করে। আপনি যদি আপনার কাজের ব্যাপারে সবাইকে বলে বেড়াতে থাকেন তাহলে আর আপনাকে বাইরে পাঠানো হবে না। আর আমাদের সবাইকেই ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে পরিচয় দেয়া হয়েছিল। আমারও এই রকম একটি আইডি ছিল। আর আমি ওকে সেই পরিচয়ই দিয়েছিলাম। আর তখন কে জানত যে আমাদের সম্পর্ক শেষমেষ এরকম হবে?

প্রথম দেখাতেই আমি লেনিনগ্রাদের প্রেমে পড়ে যাই। কারণ আমি এখানে অসাধারণ কিছু সময় কাটাবার সুযোগ পেয়েছি। আপনি যখন কোন শহরে গিয়ে কিছু অসাধারণ লোকের দেখা পাবেন তখন আপনার কাছে সেই শহরটা অসাধারণ মনে হবে।

তবে আপনি কি সেখানে গিয়ে আপনার স্বামীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন?

আমি পরে ওকে ভালোবেসে ফেলি। তবে আমার সময় লেগেছিল। প্রথম দেখাতেই ভালোবাসা ধরনের কিছু ছিল না। তবে আমি ওকে সময় অসময়ে ফোন করতাম।

www.pathagar.com

আপনি কি নিজের ফোন নম্বর আপনার স্বামীকে দেননি?

কেলিনিনগ্রাদে আমার কাছে কোন ফোন ছিল না। আমি ওকে ফোন করে লেনিনগ্রাদের পথে বেরিয়ে পড়ি।

সাধারণত মানুষজন কীভাবে তখন লেনিনগ্রাদে আসত?

বাস, ট্রাম বা ট্যাক্সিতে করে। তবে আমি প্লেনে যেতেই বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করতাম। কেলিনিনগ্রাদ থেকে লেনিনগ্রাদে সরাসরি কোন ফ্লাইট ছিল না। তাই আমাকে একটা যাত্রীবাহী বিমানে করেই আসতে হয়। ভলদয়ার মাঝে এমন কিছু ছিল যা আমাকে ওর কাছে টেনে নিয়ে আসত।

কেন?

তিন থেকে চার মাস পার হবার পর আমি বুঝতে পারি সেই আমার স্বপ্নের রাজপুত্র।

কেন? আপনি না বললেন তাকে আপনার খুব সহজসরল এবং একঘেয়ে মনে হতো?

মূলত ওর সুপ্ত শক্তি আমাকে ওর প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলে। ঠিক যে কারণে এখন ওর ওপর সবাই আকৃষ্ট।

www.pathagar.com

আপনি কি কেবল দায়িত্বের কারণেই বিয়ে করেছিলেন?

নাহ, কখনই না।

তবে আপনি প্রায় সাড়ে তিন বছরের মাথয় বিয়ে করেছেন! এতটা সময় অপেক্ষা করেছিলেন কেন?

আমি এই সাড়ে তিন বছর বিভিন্নভাবে ওকে খতিয়ে দেখেছি।

তিনি কীভাবে আপনাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

একদিন রাতে আমরা ওর বাড়িতে বসে কথা বলছিলাম। ও তখন বলল, "তুমি কি বুঝতে পেরেছ আমি কোন ধরনের মানুষ। আমার জীবন সাধারণত এতটা সহজ নয়" ও আত্মসমালোচনা করছিল। ও আমাকে বোঝাতে চাইছিল যে ও তেমন মিশুক স্বভাবের নয় ও কাউকে কখনই বুঝে শুনে কষ্ট দিতে পারে না এসব। ও আমাকে বলেছিল ও জীবন সঙ্গী হিসেবে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ও আরও বলেছিল, " এই সাড়ে তিন বছরে, তুমি কি করবে তা হয়ত ঠিক করে ফেলেছ।"

ওর কথা শুনে প্রথমে আমার মনে হচ্ছিল আমাদের সম্পর্কের ইতি ঘটতে চলেছে। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "হ্যাঁ, আমি কি করব তা ঠিক করে ফেলেছি।" ও সন্দিহান হয়ে প্রশ্ন করল, "হ্যাঁ?" আমি তখন নিশ্চিত ছিলাম ও আমাদের সম্পর্কের ইতি টানতে চলেছে। তবে ও আমাকে তাজ্জব করে

www.pathagar.com

দিয়ে বলল, "তাই যদি হয়, আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।" আমি বিস্ময়ের মাঝে ছিলাম।

আমি রাজি হয়েছিলাম। এর মাস তিনেক পর আমাদের বিয়ে হয়। আমাদের বিয়ে হয় নদীর তীরের একটি ভাসমান রেস্টুরেন্টে। আমরা আমাদের বিয়েটাকে খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলাম। আপনি আমাদের বিয়ের ছবি দেখেই বুঝতে পারবেন এই ঘটনা আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার জন্য বিয়ে কোন সহজ কিছু নয়। আর পুতিনের এই বিষয়ে একই মতো। আমাদের মতো আরও অনেকেই আছে যারা বিয়েকে খুবই গুরুত্বের সাথে নেয়।

উনি কি ঠিক করেছিলেন বিয়ের পর আপনারা কোথায় থাকবেন?

এখানে পরিকল্পনা বা ঠিক করার কিছু নেই। আমরা ওর বাবা-মা'র সাথে থাকতাম।

ওনার বাবা-মা'র সাথে আপনার বনিবনা হতো?

অবশ্যই, ওর বাবা-মা আমাকে নিজের মেয়ের মতো দেখত। আমাকে তাদের সন্তান পছন্দ করে বিয়ে করেছে। আর তাদের কাছে তাদের ছেলেই ছিল তাদের সমস্ত দুনিয়া। তাদের পক্ষে যতটা করা সম্ভব হয়েছিল তারা আমার জন্য করেছেন। এর চেয়ে বেশি কেউ কারও জন্য কখনই করতে পারে না। তারা নিজেদের সন্তানের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে

www.pathagar.com

দিয়েছেন। ভ্লাদিমার স্পিরিন্দোনোভিচ এবং মারিয়া ইভানোভার চাইতে ভালো বাবা-মা হতে পারে না।

নিজের মা-বাবার সাথে ভ্লাদিমার পুতিনের আচরন কেমন ছিল?

ঈর্ষনীয় রকমের। ও কখনই নিজের মা-বাবার মুখের ওপর কথা বলত না। মাঝে মাঝে হয়ত তাদের সাথে ওর মতের মিল হতো না। তবে ও এ ধরনের পরিস্থিতিতে সামান্য টু শব্দটিও করত না, যার জন্য ওর বাবা-মা কষ্ট পেতে পারে।

আপনাদের বিয়ের প্রথম দিককার সময়গুলো কেমন ছিল?

আমাদের বিয়ের প্রথম বছর কাটে স্বপ্নের মতো করে। এরপর আমি গর্ভধারণ করি। আমাদের প্রথম কন্যা মাশা তখন আমার পেটে। আমি যখন আমার স্কুলের চতুর্থ বর্ষে ছিলাম এবং ভলদয়া মস্কোতে ট্রেইনিং-এর জন্য যায় তখন মাশার জন্ম।

আপনাদের কি প্রায়ই দেখা হতো না?

আমি প্রতি মাসেই ওর সাথে দেখা করতে একবার মস্কো যেতাম। আর ও মাসে দুই কি তিনবার করে আসত। এর বেশি আসা ওর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

www.pathagar.com

সার্যেই রোলডুগিন

একদিন ও মস্কোতে থেকে কয়েক দিনের জন্য বাড়ি আসল। ওর হাত কোন কারণে ভেঙে গিয়েছিল। পরে জানতে পারি, ওকে কেউ একজন ম্যাট্রোতে ত্যক্ত করেছিল। আর পুতিন তার প্রাপ্যটা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। আর তার ফলাফল ছিল এই ভাঙা হাত। ভলদয়া এ ঘটনা নিয়ে খুবই বিমর্ষ ছিল। "মস্কোর ওরা কিছু বুঝতে চাবে না। আমার ভয় হচ্ছে যে এর পরিণতি খুব একটা ভালো হবে না।" আসলেই এর পরিণতি ভালো হয়নি । তবে ভভকা এ নিয়ে কিছু বলেনি আর। শেষমেষ সবকিছুই আবার আগের মতো হয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

ট্রেইনিং শেষ করে ও সোজা জার্মানিতে যায়। ভলদয়ার বার্লিনে যাবার কথা ছিল। তবে ওরই এক বন্ধু ওকে ড্রেসডেনে পাঠানোর জন্য সুপারিশ করেছিল। ওর সেই বন্ধুও ছিল লেনিনগ্রাদের বাসিন্দা এবং সেও ড্রেসডেনে কাজ করত। ওর সেই বন্ধুর সময় ফুরিয়ে আসছিল তাই সে কাজ ছাড়ার আগে ভলদয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করে। তবে বার্লিনে কাজ করা অপেক্ষাকৃত বেশি সম্মানজনক ছিল। এতে করে পশ্চিম জার্মানিতেও ভ্রমণের সুযোগ পাওয়া যেত। আমি এসব ব্যাপার তখন কিছুই জানতাম না। আর ভলদয়াও নিজে থেকে আমাকে কিছু বলত না। আমাদের এই বিষয় নিয়ে কখনও কোন কথাই হয়নি।

www.pathagar.com

সার্যেই রোলডুগিন

ওরা একে অপরের জন্য পারফেক্ট ছিল। লুডামিলা কিছুটা রাগী ছিল। তবে লুডামিলা কখনও সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেনি। আর ওর নিজেকে নিয়ে কথা বলতেও কোন সংকোচ ছিল না। একবার আমি একটা রকিং চেয়ার আমার গাড়ির ট্রাংকে ঢোকানোর চেষ্টা করছিলাম। তবে আমি যত চেষ্টাই করলাম না কেন কোন লাভই হচ্ছিল না। লুডামিলা এই কাণ্ড দেখে আমাকে উপদেশ দেওয়া শুরু করল, "প্রথমে ওটা ঘোরাও। না, এভাবে না....." ওর উপদেশেও কোন কাজ হচ্ছিল না। আর ওটা ধরে রাখতেও আমার কষ্ট হচ্ছিল কারণ ওটা ছিল মারাত্মক রকমের ভারী। আমি ওকে বললাম, "লুডামিলা, চুপ কর তো!" এ কথা শুনে ও চিৎকার করে উঠল, "তোমরা পুরুষেরা এত বোকা কেন?"

লুডার অতিথিপরায়ণতা অসাধারণ। আমি যতবারই ওদের বাড়ি গিয়েছি ও চট করে কিছু না কিছু খাবার বানিয়ে দিয়েছে আমাকে।

লুডা বয়সে আমার থেকে বছর পাচেকের মতো ছোট। ও স্টিউয়ার্ডেসের কাজ করবার আগে একটা টেকনিক্যাল কলেজে পড়ত। সেখানে তৃতীয় বর্ষে ও ড্রপ আউট হয়। আমার সাথে যখন ওর পরিচয় হয় ও সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করছিল এরপর কি করবে। ও স্কুলে যাবে, না বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে–সে বিষয়ে আমার উপদেশ চাচ্ছিল। আমি ওকে বলেছিলাম, ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা

www.pathagar.com

উচিত। ও প্রথমে ফিলোলজি অনুষদে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথমে ও ছিল প্রিপারেটরি ডিপার্টমেন্টে। পরবর্তীতে ও স্প্যানিশ ডিপার্টমেন্টে পড়ালেখা করে ভাষা শিখতে শুরু করে। ও দুটো ভাষা জানে, স্প্যানিশ এবং ফ্রেঞ্চ। ওখানে পর্তুগিজও শেখানো হতো। তবে ও এর বেশি পড়ালেখা করেনি। আমরা যখন জার্মানি যাই ও পরিষ্কারভাবে জার্মান ভাষা আয়ত্তে এনে ফেলে।

জার্মানি যাবার আগেই মাশার জন্ম হয়। ভায়বর্গের কাছেই আমার প্রাক্তন শ্বশুরের সুন্দর একটা বাড়ি ছিল। অসাধারণ একটা বাড়ি। লুডাকে ক্লিনিক থেকে নিয়ে এসে আমরা সেখানে গিয়ে একসাথে কিছুটা সময় কাটাই। আমি ভলদয়া, লুডা এবং আমার স্ত্রী ছিল সেখানে। আমরা সেখানে মাশার জন্ম উদযাপন করি। সেদিন সন্ধ্যায় নাচের আয়োজন করা হয়। ভলদয়া খুব ভালো নাচে। যদিও ওর বলরুমের নাচ এতটা ভালো নয়।

আমাদের জার্মানি যাবার আগে লুডামিলাকে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের কাজ করতে হয়েছে। আমি মস্কোতে থাকাকালীন এই পদ্ধতি চালু হয়। আমি তখন জানতাম না কোথায় আমার পোস্টিং হতে চলেছে। তবে এতে করে আমার পরিবারের লোকজনদের কিছুটা অসুবিধা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমার স্ত্রীকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে এবং গরম আবহাওয়ার মাঝে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। একবার ভেবে দেখুন দীর্ঘ পাঁচ বছর ট্রেইনিং শেষে যখন আপনি বাইরে গিয়ে ফিল্ডে কাজ করার সুযোগ পাবেন তবে আপনার স্ত্রী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হবার কারণে আপনার সাথে যেতে পারবে না। এ এক ভয়ংকর পরিস্থিতি!

www.pathagar.com

ওরা লুডামিলাকে ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখে। যদিও ওরা এই সবের ব্যাপারে ওকে কিছু বলেনি। ওর পরীক্ষা শেষ হবার পর ওকে ইউনিভার্সিটি পারসোনেল ডিপার্টমেন্টে ডেকে পাঠানো হয় এবং রিপোর্ট পেশ করে যে, লুডা সিকিউরিটি পরীক্ষায় পাশ করেছে। অবশেষে আমরা জার্মানি পাড়ি জমালাম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫

দ্য স্পাই

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আপনি ১৯৭৫ সালে কেজিবিতে যোগদান করেছেন এবং ১৯৯১ সালে পদত্যাগ করেছেন। মোট ১৬ বছর। এর মধ্যে কতদিন আপনাকে বাইরে থাকতে হয়েছে?

পুরোপুরি ৫ বছরও না। আমি শুধুমাত্র ড্রেসডেন-এর জি.ডি.আর-এ কাজ করেছি। আমরা ১৯৮৫ সালে সেখানে যাই এবং বার্লিন প্রাচীরের পতনের পর, ১৯৯০ সালে ফিরে আসি।

আপনি কি বাইরে যেতে চেয়েছিলেন?

আমি চেয়েছিলাম। তবে কেজিবি, জিডিআর এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সরাসরি কাজ করছিল। আমার এক প্রাক্তন সহকর্মী একবার মন্তব্য করেছিল যে, "দেশবিদেশের ইন্টেলিজেন্সদের জড়ো হওয়ায় দিক থেকে, জিডিআর হলো একটি প্রদেশ।"

আর একই দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করলে লেনিনগ্রাদকেও একটি প্রদেশ বলা যায়। আর আমি বরাবরই এই সকল প্রদেশে বেশ সফল ছিলাম। তবে এ কাজ তলোয়ার-বল্লমের কাজ নয়।

ইন্টেলিজেন্সদের রোমান্সের কি হয়?

আমি এর আগে ১০ বছর এজেন্সির কাজ করেছি। আপনার কাছে এই কাজকে কতটা রোমান্টিক মনে হয়? কেজিবির সবচাইতে আকর্ষণীয় সংস্থা ছিল ইন্টেলিজেন্স। অনেক এজেন্টরাই বছরের পর বছর দেশের বাইরে

www.pathagar.com

কাটিয়েছে। আপনি কোন পুঁজিবাদী দেশে তিন বছর বা তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ক্যাম্পে চার কি পাঁচ বছর কাটাতে পারবেন। তারপর আপনাকে আবার ৯ মাসের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের জন্য মস্কো ফেরত আসতে হবে। তারপর আবার আপনি বাইরে যেতে পারবেন।

আমার এক বন্ধু আছে যে ২০ বছর ধরে জার্মানিতে কাজ করেছিল। আরেক বন্ধু ২৫ বছর। এই দীর্ঘ সময় পর যখন আপনি যখন ৯ মাসের জন্য বাড়ি ফেরত আসবেন আপনি আপনার প্রাক্তন জীবনধারার সাথে সহজেই মানিয়ে নিতে পারবেন না।

আপনি যখন বাইরে কাজ করে দেশে ফিরে আসবেন তখন বাস্তবতার সাথে মানিয়ে নেয়া আপনার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আপনি আপনার চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে বেশি সতর্ক থাকবেন। আর বিশেষ করে আমাদের মতো যুবকরা ফিরে এসে আমাদের বয়স্ক সহকর্মীদের বারবার প্রশ্ন করে থাকি যে, 'সবকিছু কেমন চলছে?' বয়স্ক বলতে আমি এমন কারো কথা বলছি না যাদের দেখলে স্ট্যালিনের সময়ের কথা মনে পড়ে। যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে বোঝাতে চাইছি আমি। আর সকল ব্যাপারে এ সকল সহকর্মীদের মতামত, আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি সবই ভিন্ন। তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রজন্ম।

আমার এক বন্ধু আফগানিস্তানে একটি নিরাপত্তা গ্রুপের প্রধান হিসেবে কাজ করত। সে যখন ফিরে আসল আমরা ওকে জেকে ধরতাম। আমরা প্রশ্ন করতাম যে, ওখানে সবকিছু কেমন চলছিল? তোমার নিজের কাজ কেমন লাগত? একবার ওর সাথে আমরা সবাই একসাথে বসেছিলাম। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আফগানিস্তানে কেমন কাজ করেছ তুমি?

আফগানিস্তানে প্রতিটি মিসাইল লঞ্চিং-এর জন্য ওর স্বাক্ষর দরকার হতো। ওর স্বাক্ষর ছাড়া কোন ধরনের বম্বিং-এর সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন উপায় ছিল না।

www.pathagar.com

আমার প্রশ্নে ওর যা উত্তর ছিল তা আমাকে ভীষণ নাড়া দিয়েছিল। সে বলেছিল, "আমি আমার কাজের প্রশংসা করি স্বাক্ষর না করা ডকুমেন্টস-এর মাধ্যমে।"

আমি ওর উত্তরে ভাষা হারিয়ে ফেলি। এ ধরনের আলাপের পর আপনি চিন্তা করবেন এবং বারাবার চিন্তা করবেন। একজন সম্মানীয় লোক এ কথা বলছেন। এদেরকে সকল দিক দিয়েই বিশ্ব-অভিভাবকের কাতারে ফেলা যায়। আর তার মতামত কেমন যেন খটকায় ফেলে দিচ্ছে। ইন্টেলিজেন্সে আমাদের তখন মুক্তভাবে চিন্তার অধিকার এবং এখতিয়ার দুটোই ছিল। ক্ষেত্রবিশেষে আমরা সাধারণ নাগরিকদের জন্য যা নিশ্চিন্তে বলা বারণ তাও বলতে পারতাম ।

www.pathagar.com

লুডামিলা পুতিন

আমরা ১৯৮৬ সালে ড্রেসডেনে চলে আসি। ততদিনে আমার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ। মাশার বয়স তখন মাত্র এক। আর আমরা দ্বিতীয় সন্তান প্রত্যাশা করছিলাম। কাটিয়ার জন্ম ড্রেসডেনেই। আমি কেবল কাজ চালানর মতো জার্মান জানতাম। এর বেশি জানতাম না।

ড্রেসডেনে আসার আগে আমি তেমন কোন নির্দেশনা পাইনি। আমাকে কেবল একটি মেডিকাল চেকআপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। আমাদের লোকেরা এখানে বৈধভাবেই কাজ করত। আমরা জার্মান স্টেট সিকিউরিটির বিল্ডিং-এ থাকতাম। আমাদের প্রতিবেশীরা জানত আমরা কে ছিলাম এবং কোথায় কাজ করতাম। এবং আমাদেরও তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা ছিল। তখন সমাজতন্ত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাসী ছিল সবাই।

www.pathagar.com

জার্মানিতে আপনার কাজ কি ছিল?

আমার কাজ ছিল রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরিকল্পনা বের করার চেষ্টা করা।

যদি বলা হয় আপনি দেশের সীমান্তের বাইরের তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছিলেন তাহলে কি ভুল বলা হবে?

ক্ষেত্রবিশেষে আমার কাজই ছিল তাই। যদিও এই টার্মটা ব্যবহার করা হয় দেশের বাইরের সকল তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে। আমরা ইউ.এস.এস.আর-এর সীমান্তের বাইরে কাজ করছিলাম এবং আমরা কাজ করছিলাম জার্মানির হয়ে। আমরা আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর যেকোন তথ্যের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম। আর তখন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করা হতো ন্যাটোকে।

আপনি কি পশ্চিম জার্মানিতে গিয়েছিলেন?

নাহ, যতদিন আমি জি.ডি.এর-এ কাজ করছিলাম ততদিনে যাইনি।

তাহলে আপনার কাজটা মূলত কি ছিল সেখানে?

গতানুগতিক ইন্টেলিজেন্সদের কাজ যা হয়ে থাকে আমার কাজও তাই ছিল। বিভিন্ন লোক লাগিয়ে তথ্য সংগ্রহ। সে সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে মস্কোতে

www.pathagar.com

পাঠানো। আমি রাজনৈতিক দলগুলোর তথ্য খুঁজে বেড়াতাম। তাদের পার্টির ভেতরের অবস্থা এবং তাদের নেতাদের প্রবণতা বের করার চেষ্টা করতাম। আমি তখনকার নেতাদের এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নেতাদের এবং সরকারের কিছু নির্দিষ্ট পদে পদোন্নতি পাওয়া লোকদের পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখতাম। 'কে', 'কীভাবে', এবং 'কেন' করছে তা জানা খুবই দরকারি ছিল। একটি বিশেষ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কি চলছিল, তারা কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে এবং দুনিয়ার কিছু বিশেষ অঞ্চলের জন্য কি ধরনের পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করছে এবং ডিসআর্মামেন্ট বিষয়ক আলোচনায় আমাদের পার্টনাররা কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে, সে খবর জানাটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এ ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্য আপনার অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য উৎসের প্রয়োজন। তাই এ ধরনের উৎসের নিয়োগ, তাদের তথ্যের বিবরণ এবং তার বিশ্লেষণই ছিল আমার কাজের বড় একটা অংশ। মূলত এটাই ছিল আমার রুটিন কাজ।

www.pathagar.com

লুডামিলা পুতিন

আমরা কখনও ওর কাজ নিয়ে ঘরে আলোচনা করতাম না। আমার স্বামীর কাজের ধরনের কারণেই হয়ত বা করতাম না। কেজিবির একটি মূলনীতি সবসময়ই অক্ষুন্ন ছিল। তা হলো–'নিজের কাজের কথা নিজের স্ত্রীর সাথেও আলোচনা করো না। অতীতে খোলাখুলি আলোচনার কারণে অনেক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। তাই বাইরের লোকজন তোমাদের কাজ সম্পর্কে যত কম জানবে তারা তত নিরাপদ থাকবে।' আমি জার্মান লোকদের সাথে মেলামেশা করেছি। আমার ওপর যদি নজরদারি করা হতো ভলদয়া আমাকে জানাত।

www.pathagar.com

জার্মানির জীবনযাত্রার মান নিশ্চই পিটারের চেয়ে ভালো ছিল তখন?

হ্যাঁ। আমরা যখন রাশিয়া থেকে এসেছিলাম তখন সেখানে বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি লেগেই থাকত। আর জার্মানিতে কোন কিছুরই ঘাটতি ছিল না। ওখানে গিয়ে আমার ওজন ২৫ পাউন্ডের মতো বেড়ে গিয়ে ১৬৫ পাউন্ডে এসে দাঁড়ায়।

এখন আপনার ওজন কত?

১৬৫ পাউন্ড।

কেন?

ওখানে বিয়ারের কারণে ওজন বেড়ে গিয়েছিল। আমরা সেখানে থাকাকালীন প্রায়ই রেডবার্গে যেতাম। রেডবার্গ ছোট্ট একটা শহর এবং পূর্ব-জার্মানির সেরা বিয়ার উৎপাদনকারী শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম। ওখানে গেলে আমি ৩ লিটারের মতো বিয়ার পান করতাম। আর আমার অফিস ছিল আমার বাসা থেকে মাত্র দুই মিনিটের পথ। তাই এই অতিরিক্ত ওজন কমানোর আর কোন সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

সেখানে খেলাধুলা করতেন না?

সেখানে খেলাধুলা করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আর আমাকে অধিকাংশ সময়ই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো।

www.pathagar.com

লুডামিলা পুতিন

আমরা জার্মানির একটা সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম। অ্যাপার্টমেন্ট দালানটা ছিল সুপ্রশস্ত যার ১২টি এন্ট্রিওয়ে ছিল। আমাদের গ্রুপ মোট ৫টা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকত। ভলদয়ার ড্রাইভার এবং তার স্ত্রী থাকত কাছের একটা অ্যাপার্টমেন্টে। আর আমাদের পাশেই থাকত মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের লোকেরা। তাদের জন্য চারটি অ্যাপার্টমেন্ট ছিল। আর বাদ বাকি সবাই জার্মান। তারা জার্মান স্টেট সিকিউরিটির হয়ে কাজ করত।

আমাদের গ্রুপের সবাই ভিন্ন ভিন্ন দালানে কাজ করত। আর সবগুলো দালানই ছিল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি জার্মান ম্যানশনে। ওটা তিনতলা কি চারতলা হবে। ঠিক কয়তলা ছিল আমার খেয়াল নেই। তবে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে অফিসের দূরত্ব ছিল মাত্র পাঁচ মিনিট। ভলদয়া ওর অফিসের জানালা দিয়ে ছোট্ট কাটিয়ার ডে-কেয়ার দেখতে পেত। সকালবেলা ভলদয়া প্রথমে মাশাকে ডে-কেয়ারে দিয়ে আসত। মাশার ডে-কেয়ার ছিল ঠিক আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট দালানের নিচে। তারপর ভলদয়া কাটিয়াকে নার্সারিতে দিয়ে আসত।

ভলদয়া দুপুরে বাড়িতেই খেত। মূলত ওখানে পুরুষেরা বাড়িতেই দুপুরের খাবার খেত। অনেক সময় ভলদয়া সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসত। ওর বন্ধুদের মধ্যে অনেক জার্মান ছিল। আমাদের সাথে অনেকেরই পারিবারিক বন্ধুত্ব ছিল।

www.pathagar.com

আমরা নানান জিনিস নিয়ে গল্পগুজব করতাম। একে অপরকে কৌতুক বলতাম। ভলদয়া খুব ভালো করে কৌতুক বলতে পারে।

বন্ধের দিনগুলোতে আমরা বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়াতাম। আমাদেরকে একটা সার্ভিস গাড়ি দেয়া হয়েছিল। তখনকার লোকাল গাড়িগুলোর তুলনায় বেশ ভালো ছিল গাড়িটা। আর তখন জিডিআর-এ গাড়ি বহন করা রাশিয়ার মতোই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। আমরা বন্ধের দিনগুলোতে তাই গাড়ি নিয়ে সপরিবারে ভ্রমণ করতাম। ড্রেসডেনের বাইরে সুন্দর সুন্দর অনেক জায়গা ছিল। স্যাক্সন ড্রেসডেন থেকে মাত্র ৩০ মিনিট দূরত্বে, আমরা সেখানে হেঁটেই যেতাম। খাবার দাবার খেয়ে ঘোরাঘুরি করে আবার ফিরে আসতাম।

www.pathagar.com

ড্রেসডেনে তো আপনি ব্যাপক সফলতা পেয়েছিলেন।

হ্যাঁ। ড্রেসডেনে আমার কাজ ভালো ছিল। আর ফরেইন ডিপার্টমেন্টে প্রোমোশন খুবই সাধারণ ব্যাপার।

আপনি যখন জিডিআরে ছিলেন তখন আপনার পদবী কি ছিল?

আমি ছিলাম সিনিয়র কেস অফিসার। আমার পরবর্তী কাজ ছিল ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্টেন্ট হেড হিসেবে। তখন এই পদবী অর্জনকে ভালো অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এরপর আমি প্রমোশন পেয়ে সিনিয়র অ্যাসিস্টেন্ট হই। আমার আর প্রমোশনের সুযোগ ছিল না। কেন আমার ওপরের পদবী ছিল ম্যানেজারিয়াল লেভেলের। আর আমাদের বস ছিল মাত্র একজন। আর তারই ফলস্বরূপ আমাকে কেজিবির পার্টি কমিটির জিডিআর প্রতিনিধির দায়িত্ব দেয়া হয়।

রিপোর্ট আছে যে, আপনি নাকি 'লাইটবিম' নামক একটি অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন?

রিপোর্ট আছে কি নেই তা আমার জানা নেই। আমি এই অপারেশনের সাথে জড়িত ছিলাম না। আমি জানিও না এই অপারেশন চালান হয়েছিল কি হয়নি। আমার যতদূর মনে পড়ে এই অপারেশন জিডিআর-এর রাজনৈতিক নেতাদের সাথে কাজ করা নিয়ে কিছু একটা ছিল। আর এ ধরনের কাজ আমার কাজের অংশ ছিল না।

www.pathagar.com

তবে লোকে বলে এসইডি-এর ড্রেসডেন রিজিওনাল কমিটির প্রাক্তন সেক্রেটারি হ্যাঁন্স মড্রওকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতেন।

আমি বিভিন্ন অফিসিয়াল কাজে মড্রও-র সাথে কয়েকবার দেখা করেছি। আমাদের পরিচয় কেবল এটুকুর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার মেলামেশা ছিল অন্য লোকজনের সাথে। যেমন বিভিন্ন আর্মি এবং কমান্ডারদের সাথে। আর আমরা সাধারণত কোন পার্টির লোকদের সাথে কাজ করতাম না। এমনকি আমাদের পার্টিরও না। কারণ এদের সাথে মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল।

ইউরোফাইটার বম্বারের ব্যাপারে আপনিই তো সকল তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন?

আমি টেকনিক্যাল ইন্টেলিজেন্সের সাথে জড়িত ছিলাম না। আর আমার কাজের এখতিয়ারের মধ্যেও টেকনিকালিটি ছিল না। আমার সম্পর্কে এত গুজব কেন ছড়ানো হয়েছে? হাস্যকর সব!

আসলে আপনাকে একজন সুপার স্পাই হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আপনি সব কিছুই অস্বীকার করছেন। তাহলে আপনার প্রমোশন হলো কি করে?

খুব কম সময়ে কাজে অধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করে ফলাফল এনে দেবার জন্য। সাফল্য বিবেচনা করা হতো আপনি কি পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন তার ওপর। আপনি যদি আপনার সোর্সদের কাছ থকে নির্ভুল তথ্য পেয়ে থাকেন এবং সে তথ্য বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট অফিসে পাঠিয়ে দেন, আপনার কাজের ব্যাপক প্রশংসা করা হবে।

www.pathagar.com

আপনি একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসারের মতোই উত্তর দিচ্ছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে আপনি কোন উত্তরই দিচ্ছেন না। মার্কাস উল্ফের কথাই ধরুন। সাবেক ইস্ট জার্মানির ইন্টেলিজেন্সের প্রধান। তিনি আপনাকে অপমান করেছেন। তিনি বলেছেন, আপনি যে ব্রোঞ্জ মেডেলটা পেয়েছেন, যাতে খোদাই করা আছে "ন্যাশনাল পিপল'স আর্মি অব জিডিআর-এ অবদানের জন্য", সেই মেডেলটা প্রায় সকল সেক্রেটারিকেই প্রদান করা হয় যদি না কেউ নিয়মের অমান্য করে থাকে তার কাজে।

মার্কাস উল্ফ সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলেছেন। আর তিনি যা বলেছেন তাতে আমি মোটেই অপমানবোধ করছি না। উল্টো গর্ববোধ করছি। তিনি নিশ্চিত করলেন যে আমার কোন নিয়ম ভঙ্গের রেকর্ড নেই। শুধু একটামাত্র বিষয়। আমার মেডেলে এ-কথা খোদাই করা নেই যে, "সার্ভিসের জন্য", আমার মেডেলে খোদাই করা আছে "ন্যাশনাল পিপল'স আর্মি অব জিডিআর-এ অসামান্য অবদানের জন্য।"

আপনি কি নিজেকে নিয়ে আহামরি কোন লেখা প্রকাশের পত্যাশা করেন না?

সত্যি বলতে কি, মোটেও না। আমি মোটেই এ ধরনের কিছু প্রত্যাশা করি না। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে যা লেখা হয় তা সত্যিকার অর্থেই হাস্যকর। পশ্চিমা দেশগুলো আমার নিয়োগ করা এজেন্ট খুঁজে বেরাচ্ছে, এই খবরটা পড়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের বন্ধুরা,

www.pathagar.com

যাদেরকে আমরা জিডিআর সিকিউরিটি এজেন্টস বলতাম তাদের কাছে আমাদের সকল কাজের রেকর্ড আছে। এগুলো সব আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে। তাই আমার পক্ষে জিডিআর-এর সরকারের নজর এড়িয়ে কোন ধরনের অপারেশনে জড়িত থাকা এক কথায় অসম্ভব ছিল। আমাদের কাজের একটা বড় অংশ সম্পন্ন হয়েছে জিডিআর-এর সাধারণ নাগরিকদের দ্বারা। আমাদের সকল কাজই স্বচ্ছ এবং বোধগম্য ছিল। আর জার্মান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সরা সব কিছুর ব্যাপারেই জানে।

আমি জার্মানির স্বার্থ বিরুদ্ধ কোন কাজ করিনি। এ কথা বিশ্বাস না করার কোন কারণ আছে কি? আমি যদি এর বিপরীত কিছু করতাম তবে আর আমাকে কোন পশ্চিমা দেশ ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হতো না। আমি তখন কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলাম না। তবে আমি তখন অনেক দেশ ঘুরেছি। আমি যখন সেন্ট পিটারসবার্গে ভাইস মেয়র হিসেবে কাজ করছিলাম তখন অনেক জার্মান সিকিউরিটি অফিসাররা আমাকে চিঠি লিখত। আমি একবার জার্মান কনস্যুলকে একটা রিসিপশনে বলেছিলাম, "আমি জার্মানি থেকে চিঠি পাই। তবে এরা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু এবং চিঠিগুলোও ব্যক্তিগত। আমি বুঝতে পারছি আপনারা এখন প্রাক্তন সিকিউরিটি এজেন্টদের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। তাদেরকে রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার করে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে এরা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। আমি কখনই এদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করতে পারব না।"

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমরা বুঝতে পারছি মি. পুতিন। এখন সব কিছুই পরিষ্কার আপনি কোন চিন্তা করবেন না।"

তাদের খুব ভালোভাবেই জানা ছিল আমি কে এবং কোথা থেকে এসেছি। আমিও কখনও আমার পরিচয় গোপন করবার চেষ্টা পর্যন্ত করিনি।

www.pathagar.com

লুডামিলা পুতিন

জিডিআ-এর জীবনযাপন রাশিয়া থেকে ভিন্ন ছিল। এখানকার রাস্তাগুলো ছিল অনেক বেশি পরিষ্কার। জার্মানরা সপ্তাহে একবার নিজেদের বাড়ি পরিষ্কার করবে। যদিও পশ্চিম জার্মানির মতো এখানে ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য ছিল না। তবে তা রাশিয়ার থেকে অনেক ভালো ছিল। জার্মানির একটা বিষয়ে আমি বেশ অবাক হই। আমি বুঝতে পারছি না এটা বলব কিনা। জার্মান নারীরা সকালবেলা কাজকর্ম শুরু হবার আগেই, প্রায় সকাল ৭টার প্রত্যেক জার্মান গৃহিণী সকালবেলা দুটো ধাতব দণ্ডের মাঝে দড়ি টাঙিয়ে নিজের কাপড় শুকাতে দিত। সবাই ঠিক একইভাবে করত।

জার্মানরা বেশ শৃঙ্খল জীবনযাপন করত। তাদের জীবনযাত্রার মান আমাদের থেকে উন্নত ছিল। আমার মনে হয় জার্মান সিকিউরিটি এজেন্টরা আমাদের এজেন্টদের তুলনায় বেশি বেতন পেত। আমাদের জার্মান প্রতিবেশীদের দেখেই ব্যাপারটা আঁচ করা যায়। আমরা আমাদের খরচ কমিয়ে একটা গাড়ি কেনার চেষ্টা করছিলাম। আমরা পরে দেশে ফিরে একটা ভলগা কিনি। ভলদয়ার বেতন কখনও কখনও জার্মান মার্কসে আবার কখনও কখনও ডলারে দেয়া হতো। আর আমরা খাবার খরচ ছাড়া খুব একটা খরচ করতাম না। কারণ

www.pathagar.com

আমাদের এর বেশি খরচ করার প্রয়োজন ছিল না। আমরা সরকারি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতাম।

প্রথম দিকে আমরা খুবই হোমসিক থাকতাম। তবে সেখানে আমাদের জীবনধারা বেশ ভালো ছিল। একটি বাইরের দেশে চার বছর কেটে গেল। আর এতটা সময় পর জিডিআরকেই নিজের দেশ বলে মনে হতে লাগল। তাই যখন বার্লিন প্রাচীরের পতন ঘটল আমাদের আতংক হলো যে এতদিন যে দেশকে নিজেদের দেশের মতো মনে করে এসেছি, তার আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

www.pathagar.com

আপনি যেমনটা বললেন যে, জার্মান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সরা আপনাদের সকল কার্যক্রমের ব্যাপারেই জানত, তাহলে তো তারা এও জানত যে আপনাদের এজেন্টরা কাদের সাথে কাজ করেছে। এর মানে আপনাদের পুরো নেটওয়ার্কটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল?

আমরা আমাদের সকল যোগাযোগ কন্ট্যাক্ট এবং এজেন্ট নেটওয়ার্কস নষ্ট করে ফেলি। আমি নিজেই অনেক কিছু পুড়িয়ে ফেলেছি। আর আমরা এত বেশি জিনিসপত্র পুড়িয়েছিলাম যে আমাদের ফার্নেসই বাস্ট হয়ে গিয়েছিল।

আমরা সারা দিন-রাত ধরে কাগজ পোড়াতাম। আর আমাদের সকল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মস্কোতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। তবে সে সকল জিনিসপত্র আর ব্যবহার করা হয়নি। আমাদের সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হলো। নিরাপত্তার কারণে আমরা সোর্সদের কাছ থেকে তথ্য নেয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আর বাদবাকি যা কিছু ছিল তা হয় পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে নয়ত আর্কাইভে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমেন!

এটা কবেকার ঘটনা?

১৯৮৯ সালের। যখন লোকজন নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টরেট ভেঙে দিয়েছিল। আমরা ভয়ে ছিলাম যে তারা আমাদের জন্যও আসবে।

www.pathagar.com

যারা এই কাজ করেছিল তাদের কারণটা নিশ্চই আপনাদের কাছে বোধগম্য ছিল?

হ্যাঁ ছিল। তবে তারা যেভাবে আন্দোলন করেছিল, তা ছিল হতাশাজনক। আমি ভিড়ে দাঁড়িয়ে নিজের চোখের সামনে এ ঘটনা ঘটতে দেখেছি। লোকজন এমজিবি ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেছিল। একজন মহিলা চিৎকার করে বলছিল "এলবার প্যাসেজের নিচে দেখ! ওখানে বন্দিদের রাখা হয়েছে।"

কোন বন্দি? আর এলবার নিচে কেন?

এ ঘটনা সত্য। ওখানে ইন্টারোগেশনের জন্য একটা টর্চার সেল ছিল। তবে তা এলবার নিচে ছিল না।

আমি সেই আন্দোলনকারীদের আন্দোলনের কারণ বুঝতে পারি। তারা ২৪ ঘণ্টা কড়া নজরদারীর ওপর থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা এমজিবিকে দানব মনে করত।

তবে এমজিবি ছিল তৎকালীন সমাজেরই একটি অংশ। এমজিবি সংক্রমিত হয়ে পড়েছিল জীবাণু দ্বারা। সেখানে প্রায় সব ধরনের লোকরাই কাজ করত। তবে আমার সাথে যাদের পরিচয় ছিল তারা প্রত্যেকেই ভালো এবং ভদ্র ছিল। এদের অনেকের সাথেই আমার বন্ধুত্ব ছিল। আর এদের অনেকেই এখন অত্যাচারের শিকার যা ঠিক নয়। সম্ভবত কিছু এমজিবি এজেন্ট ছিল যারা সাধারণ মানুষজনের ওপর জুলুম করত। আমি নিজ চোখে দেখিনি। তবে আমি এ কথা অস্বীকার করতে চাই না।

www.pathagar.com

জিডিআর তখন একটি টোটালিটেরিয়ান স্টেট ছিল। ঠিক বছর ত্রিশেক আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমনটা ছিল। আর দুঃখের বিষয় হলো লোকজন মনে করে এ সবই কম্যুনিজমের ফল। আমি তখন ভেবে অবাক হচ্ছিলাম যদি ইউএসএসআর-এ পরিবর্তন আসে তবে তা সাধারণ মানুষজনকে কীভাবে প্রভাবিত করবে? তবে জিডিআর-এ যা হয়েছিল তা কখনও কেউ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি।

লোকজন যখন সবকিছু ভেঙে ফেলে, আপনাদের কোন ক্ষতি করেনি তো?

আমরা আমাদের দালানের বাইরে জড় হয়েছিলাম। আর আন্দোলনকারীরা তাদের নিজেদের অর্থাৎ, এমজিবি-এর দালান আক্রমণ করে বসে। আমরা জার্মানির কোন অঙ্গ সংস্থা ছিলাম না। আন্দোলনাকরীরা বড় ধরনের হুমকি ছিল। তবে আমাদের বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসেনি।

আপনাদের সাথে বডিগার্ড ছিল না?

বেশ কয়েকজন ছিল।

কীভাবে আপনারা বেরিয়ে এসেছিলেন?

প্রথমে আমরা বিক্ষুব্ধ জনতাকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে, এটা জার্মানির নয় ইউএসএসআর-এর একটি ক্যাম্প। তারা কিছুতেই মানতে চাইছিল না। পরে আমাদের মিলিটারির লোকেরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছিল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ৬

দ্য ডেমোক্রেট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আপনি কি মনে করেন কেজিবি অকেজো হয়ে গেছে?

আমাকে মস্কোর প্রধান কার্যালয়ে একটা কাজের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। তবে আমি মানা করে দিয়েছি।

কেন?

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই সিস্টেমের কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই এই সিস্টেমের মধ্যে থেকে চোখের সামনে একে ভেঙে পড়তে দেখা আমার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াত।

www.pathagar.com

সার্যেই রোলডুগিন

আমার এখনও মনে আছে জার্মানিতে পুরো ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কের ভাঙনের কারণে ভলদয়া কতটা ভেফু পড়েছিল। ও প্রায়ই বলত 'এভাবে কিছুই হতে পারে না। ওরা কীভাবে এটা করতে পারল? আমি জানি আমি ভুল করতে পারি তবে সবচেয়ে যোগ্য এবং পেশাদার লোকেরা কীভাবে ভুল করতে পারে?"

আমি ওকে বলতাম, "ভলদয়া এ নিয়ে কথা থাক।" তখন ও বলত, "আমি কেজিবি ছেড়ে দিচ্ছি।" আমি ওকে বলতাম, "প্রাক্তন ইন্টেলিজেন্স বলতে আসলে কিছু নেই।"

ভলদয়া নিজের মন থেকে কথাগুলো বলত এবং আমি ওকে বিশ্বাস করতাম। আপনি কোন নির্দিষ্ট সংস্থার হয়ে কাজ করা বন্ধ করতে পারেন কিন্তু আপনার মাথায় যে তথ্য জমা আছে তা আপনার কাছেই থেকে যাবে।

www.pathagar.com

আমরা কি তাদেরকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করিনি? এই রকম পরিস্থিতিতে কীভাবে কি করতে হবে আমরা কি তাদের সেই পরামর্শ দেইনি? তবে এ নিয়ে তাদের কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। কোন মূল্য ছাড়া কে কাজ করতে চায়? কিসের জন্য জীবনের এতটা বছর কাজ করা হবে? শুধুমাত্র বেতনের জন্য কি?

সংক্ষেপে বলতে গেলে ১৯৯০-এর দিকে জার্মানি থেকে ফিরে আসার পরও আমি এজেন্সিতে কাজ করছিলাম তবে সাথে সাথে আমি এর বিকল্প কিছুর খোঁজ করছিলাম। আমার দুটো বাচ্চা আছে। আমি তাদেরকে তো ফেলে দিতে পারব না। আমার আর কী-ই বা করার ছিল?

www.pathagar.com

সার্যেই রোলডুগিন

ভলদয়া জার্মানি থেকে ফেরত আসার পর বলল ওকে মস্কো বা পিটারে কোথায় যেন প্রমোশন দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। ওর জন্য কি ভালো হবে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, "মস্কোতে সবাই বস প্রকৃতির লোক। কারো আংকেল আছে সেখানে, কারো আছে ভাই, আবারে কারো শ্যালক আছে। কিন্তু ওখানে তোমার কেউই নেই। তুমি ওখানে কিভাবে টিকবে?" ভলদয়া বলেছিল "তবে...মস্কোতে সুযোগ আছে।" আমি বুঝতে পারছিলাম ও পিটারে থাকার ব্যাপারেই আগ্রহ প্রকাশ করছিল।

আমি লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সটিতে 'আন্ডারকভারে' থাকতে পেরে খুশিই ছিলাম। আমি ওখান থেকে আমার ডক্টোরাল শেষ করে ওখানেই কোন কাজ করতে চাইছিলাম। তাই আমি ১৯৯০ সালে, ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্টের সহকারী হিসেবে যোগ দিলাম। আমি ছিলাম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের দায়িত্বে 'এক্টিভ রিজার্ভে।"

www.pathagar.com

লুডামিলা পুতিন

আমরা ঠিকই দেশের খবরাখবর রাখতাম। দেশে ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮-এর মাঝে কি কি ঘটেছে আমরা সবকিছু সম্পর্কেই ওয়াকেবহাল ছিলাম। তবে আমাদের তথ্যের উৎস ছিল কেবলমাত্র টেলিভিশন। আমরা এই বছরগুলোতে লোকজনের সুখ-দুঃখের গল্প ঠিকই জানতাম।

তবে দেশে ফিরে এসে আমি আগের অবস্থার কোন পরিবর্তনই দেখতে পেলাম না। তখনও ঠিক আগের মত র‍্যাশন কার্ড, কুপন, লম্বা লাইন এবং খালি সেলফ, এক কথায় সবকিছু ঠিক আগের মতই ছিল। কিছু লোক যেভাবে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে দর কষাকষি করে কেনাকাটা করে আমি ওভাবে করতে পারতাম না। তাই আমি সবচেয়ে কাছের দোকানে গিয়ে যেটা না হলেই চলছে না তা কিনে ফিরে আসতাম।

আমরা জার্মানিতে থাকাকালীন টাকা সঞ্চয়ের কথা ভাবিনি। আর টাকা যা ছিল সব গাড়ির পেছনেই খরচ হয়েছিল। আমাদের জার্মান প্রতিবেশী আমাদের একটা ওয়াশিং মেশিন দিয়েছিল। ওটা ছিল ২০ বছর আগের মডেল। দেশে আসার সময় আমরা ওটা নিয়েই এসেছিলাম এবং আরও ৫ বছরের মত ওটা ব্যবহার করেছিলাম।

আমার স্বামীর কর্মক্ষেত্রেও সবকিছু বদলে গেল। এত কিছু হবার পরও আমি বলতে পারি যে, জার্মানিতে ওর কাজ সফল, আর ও তখন

www.pathagar.com

চিন্তা করে দেখছিল এরপরে ওর কি করা উচিত। আমার মনে হয় একটা নির্দিষ্ট সময় পর ও নিজের প্রকৃত লক্ষ্যের বাইরে বেরিয়ে আসছিল। আর এ কোন সহজ পরিস্থিতি নয়।

সে সময় ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্ট্যানিস্লাভ পেট্রোভিচ মারকুরিয়েভ। তিনি একজন ভালো মানুষ এবং অসাধারণ শিক্ষাবিদ।

www.pathagar.com

আমি আমার ডক্টোরেট শুরু করলাম এবং ভ্যালেরি আব্রাম অভিচ মুসিন'কে[৮] আমার উপদেশদাতা হিসেবে বেছে নিলাম। আমি প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল 'ল-এর একটি বিষয় ঠিক করে আমার কাজ শুরু করেছিলাম। ইউনিভার্সিটির আইন অনুষদে থাকা বন্ধুদের সাথে আমি আবারও যোগাযোগ করলাম। ওদের অনেকেই ইউনিভার্সিটিতেই থেকে গেছে। নিজেদের ডক্টোরেট শেষ করে কেউ কেউ নির্দেশক আবার কেউ কেউ প্রফেসর হিসেবে ওখানেই পড়াচ্ছিল।

ওদেরই কেউ একজন আমাকে বলল অ্যানাটলি সাবচ্যাককে সাহায্য করবার জন্য। অ্যানাটলি সাবচ্যাক ছিলেন লেনিনগ্রাদ সিটি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। আনাটলির দক্ষ কাউকে তার দলে প্রয়োজন ছিল। আমি বলেছিলাম, "আমার ভেবে দেখতে হবে। তুমি জানো আমি একজন কেজিবি পারসোনেল অফিসার। আর তিনি এই ব্যাপারটা জানেন না।"

"তুমি তার সাথে আগে কথা বলে দেখ।" আমার বন্ধু বলেছিল।

আগেই বলে রাখি যে সাবচ্যাক তখন জনপ্রিয় এবং পরিচিত এক মুখ ছিলেন। তিনি যা বলেছেন এবং করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে আমি তাকে অনুসরণ করতাম। সত্য বলতে কি আমি যা দেখেছিলাম

[৮] একজন বড় মাপের আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ

www.pathagar.com

তার সবটুকুই আমার পছন্দ ছিল না। তবে তিনি আমার সম্মান অর্জন করতে পেরেছিলেন।

আমার জন্য আরও ভালো হলো যে তিনি আমার ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছিলেন। ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালীন তার সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না। তবে অনেকেই বলত যে আমি নাকি তার প্রিয়ছাত্র ছিলাম। এ কথাও সত্য না। তিনি এক কি দু সেমিস্টারের জন্য আমাদের প্রভাষক ছিলেন।

আমি সাবচ্যাকের সাথে তার অফিসে দেখা করলাম। আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে সেদিনকার কথা। আমি ভেতরে গেলাম, তাকে আমার পরিচয় দিলাম এবং সবকিছুই খুলে বলেছিলাম। তিনি খুবই সুবিবেচক একজন লোক। তিনি আমাকে বললেন, "আমি স্ট্যানিস্লাভের সাথে কথা বলব। তুমি সোমবার থেকেই কাজে যোগ দাও। এই তো। আমরা চুক্তি করব। তোমাকে এখানে ট্রান্সফার করা হবে।" আমি বললাম, "সাবচ্যাক, সবকিছুই ঠিক আছে। আমিও এখানে কাজ করতে আগ্রহী। তবে একটা কারণে হয়ত ট্রান্সফার সম্ভব হবে না।" তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি কারণ। আমি বলেছিলাম, "আমি শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টের সহকারী না। আমি একজন কেজিবি কর্মকর্তা।" তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমার কথা শুনে হয়ত তিনি অবাক হয়েছিলেন। তিনি ভাবলেন, তারপর হুট করে বললেন, 'ভুলে যাও ওসব।"

এই রকম কোন উত্তর আমার নিজেরও প্রত্যাশার বাইরে ছিল। কারণ তার সাথে এটাই ছিল আমার প্রথম ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ। তিনি

www.pathagar.com

একজন প্রফেসর এবং 'ল-এর ডক্টোরেট। প্রথম আলাপেই এতটা খোলাখুলি আলোচনা আমি আশা করিনি।

তিনি বললেন, "সত্যি বলতে কি আমার একজন সহকারী দরকার। আমি রিসিপশন এরিয়াতে ভয়ে যাই না। আমি জানি না ওরা কারা।"

আমি সাবচ্যাকের অবস্থাটাও বুঝতে পারছিলাম। আমি তাকে বললাম, আমি তার হয়ে কাজ করার জন্য প্রস্তুত তবে প্রথমে আমাকে কেজিবির বসদেরকে ইউনিভার্সিটির পদ থেকে রিজাইন করার কথা জানাতে হবে। আর আমার জন্য এ ছিল খুবই কঠিন একটা সময়। বিশেষ করে, যখন আমাকে আমার ওপরের কর্মকর্তাদেরকে বলতে হবে যে আমি নিজের কাজ বদলাতে চাই।

আমি আমার বসের কাছে গিয়েছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম, "অ্যানাটলি সাবচ্যাক আমাকে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে তার হয়ে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। যদি তা অসম্ভব হয় তবে আমি এই কাজ ছেড়ে দিতে চাই।"

তারা বলেছিলেন, "না, অসম্ভব হবে কেন! তুমি সেখানে গিয়ে কাজ কর, এ নিয়ে আমাদের কোন আপত্তি নেই।"

আমার ওপরের কর্মকর্তারা সবাই সুস্থির মানুষ। তারা ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু চিন্তা করতে পারতেন। তারা পরিস্থিতি বুঝতে পারছিলেন এবং আমার ওপর কোন শর্ত আরোপ করলেন না। তাই আমি সিকিউরিটি এজেন্সিতে নিবন্ধিত থাকলেও আমি ডিরেক্টরেটের বিল্ডিং-এ আর পা রাখতাম না বললেই চলে।

www.pathagar.com

তার চেয়েও মজার বিষয় হলো আমাকে এরপর আর কোন অপারেশনেই নিয়োগ দেয়া হয়নি। তারা হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন আমাকে ওখানে নিয়োগ দেয়ার কোন মানেই নেই। সকল আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাই তখন প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছিল।

www.pathagar.com

ভ্লাদিমির চোরোভ[৯]

১৯৯১-এর আগে স্মনলির অফিসগুলোর মাঝে অনেক বিভাজন ছিল। বিগ বস যারা ছিল তাদের অফিসে দুটো ছবি ঝোলানো দেখা যেত। একটি ছবি ছিল লেনিনের অপরটি কিরাভন্দের। যারা একটু নিচু পদে ছিল তার কবল লেনিনের ছবি ঝুলিয়ে রাখত। সেই ছবিগুলো নামিয়ে ফেলার পর ছবি টানানোর হুক ফাঁকাই ছিল। তাই সবাই নিজের ইচ্ছামত ছবি পছন্দ করে লাগাতে পারত। সবাই সাধারণত ইয়েলৎসিনের ছবিকেই বেছে নিত। তবে পুতিন বেছে নিয়েছিল পিটার দ্য গ্রেটের ছবি। ওর সামনে পিটার দ্য গ্রেটের দুটো ছবি আনা হলো। একটা ছিল তার যৌবনকালের ছবি। অপরটা ছিল খোদাই করা ছবি যখন পিটার দ্য গ্রেটে সবকিছুর পুনর্গঠন করছিলেন। ব্যর্থ প্রুশিয়ান ক্যাম্পেইন এবং নর্দান ওয়ার এর পরপর আঁকা হয়েছিল ছবিটা যখন তিনি রাশিয়ার ভিত গড়ছিলেন। আমার মনে হয় ভ্লাদিমির ইচ্ছে করেই ঐ ছবিটা বেছে নিয়েছিল, ওটা ছিল একটা বিরল ছবি। ছবিতে পিটারকে শোকাচ্ছন্ন এবং চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

---

[৯] সেইন্ট পিটারসবার্গ মেয়র অফিসের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ডেপুটি চেয়ারম্যান

www.pathagar.com

একবার আমার এজেন্সির সহকর্মীরা সাবচ্যাকের সাথে আমার সম্পর্কের সুযোগ নিতে চেয়েছিল। সাবচ্যাক বিভিন্ন কাজে ঘন ঘন শহরের বাইরে যেতেন, তার অবর্তমানে অফিস চালানোর দায়িত্ব থাকত আমার ওপর। একবার একটা বড় ট্রিপের আগে তিনি অনেক তাড়াহুড়ার ওপর ছিলেন। একটা ডকুমেন্টে তার স্বাক্ষর প্রয়োজন ছিল তবে তখনও ডকুমেন্ট সম্পূর্ণ হয়নি। তিনি তিনটি ফাঁকা কাগজে নিয়ে তাতে স্বাক্ষর করে আমাকে দিয়ে বললেন "কাজ শেষ করে চলে যেও।"

সেদিন সন্ধ্যায় আমার কেজিবির সহকর্মীরা আমার সাথে দেখা করতে এল। আমার এটা ওটা নিয়ে কথা বলার পর ওরা হঠাৎ বলল কোন নির্দিষ্ট একটি কাগজে সাবচ্যাকের স্বাক্ষর থাকলে কতই না ভালো হতো। আমরা এ নিয়ে কি কথা বলেছিলাম তবে আমি একজন নিষ্ঠাবান লোক। আমি দীর্ঘবছর নিষ্ঠা এবং মানুষের বিশ্বাস অর্জনের সাথে কাজ করে গেছি। তাই আমি ওদেরকে ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য সেই ফাইলের ফোলডারটা হাতে নিয়ে ওদেরকে সাবচ্যাকের স্বাক্ষরসহ খালিপাতাগুলো দেখিয়েছিলাম। ওরা বুঝতে পারছিল যে সাবচ্যাক আমাকে ঠিক কতটা বিশ্বাস করেন।

www.pathagar.com

আমি বললাম, "তোমরা দেখতে পারছ না, এই লোক আমাকে কতটা বিশ্বাস করে? তোমরা আমার কাছে ঠিক কি চাও বল তো? ওরা ক্ষমা চেয়ে দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করল না এবং ঘটনার এখানেই সমাপ্তি।

তাও পরিস্থিতি ঠিক যাকে বলে স্বাভাবিক ছিল না। আমি তখনও সিকিউরিটি এজেন্সি থেকে বেতন নিচ্ছিলাম এবং সেই বেতনের পরিমাণ সিটি কাউন্সিলের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তবে শীঘ্রই পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করল চাকরির অবসান ঘটাতে। কারণ মেয়রের অফিসের ডেপুটিদের সাথে সম্পর্ক সবসময়ই সাবলীলভাবে রক্ষা করা যেত না। তারা নিজেদের এবং অন্যদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করত। একবার এক ডেপুটি আমার কাছে এসে বলল, "আমাদের নিজদের দিকটাও চিন্তা করতে হবে। তুমি কি এইসব করতে পারবে?" এর আগেও আমি বহুবার এই লোককে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আরেকদিন সে আমার কাছে এসে বলল, "এখানে অনেক খারাপ লোক আছে। দেখতে গেলে সব ধরনের লোকই আছে। তাদের একজন বের করে ফেলেছে যে তুমি একজন কেজিবি এজেন্ট। তোমার ওদেরকে চুপ করাতে হবে। আমি তোমাকে সাহায্য করতে রাজি আছি তবে তোমার আমার একটা উপকার করে দিতে হবে।"

আমি বুঝতে পারছিলাম এরা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। সহজভাষায় এরা আমাকে ব্লাকমেইল করতে থাকবে। আমি এসবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই আমি শেষ পর্যন্ত আমার রেজিগনেশন লেটার দিয়ে কাজ ছেড়ে দেই।

www.pathagar.com

তাও আমার জন্য একটা কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। আমি আক্ষরিকভাবেই এক বছর যাবত এজেন্সির কোন কাজেই জড়িত ছিলাম না তাও আমাকে বারবার সেই এজেন্সির সাথেই গুলিয়ে ফেলা হচ্ছিল। আর তখন ছিল ১৯৯০ সাল। তখনও ইউএসএআর-এর ভাঙন ঘটেনি। কেউই ঠাহর করতে পারছিল না দেশ কোন দিকে যাচ্ছে। সাবচ্যাক ছিলেন একজন ভালো মানের রাজনীতিবিদ। তাই তার সাথে জড়িয়ে গেলে তা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ত। সবকিছুই মুহূর্তের নোটিশে বদলে যেতে পারে। আর মেয়রের অফিসের চাকরি চলে গেলে আমি কি করব এ নিয়ে চিন্তা করেও আমাকে কঠিন সময় পার করতে হয়েছে। আমি ভেবে দেখলাম সবকিছুই যদি প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায় তবে আমি ইউনিভার্সিটিতে চলে যাব আমার ডক্টরেট শেষ করব তারপর কোথাও পার্টটাইম কাজ নেব।

এজেন্সিতে আমার অবস্থান ছিল স্থিতিশীল। লোকজন আমার সাথে খুবই ভালো ব্যবহার করত। আর এই সিস্টেমে আমার সাফল্য ছিল অফুরন্ত। কিন্তু তারপরও আমি এই সিস্টেম ত্যাগ করতে চাইছিলাম।

www.pathagar.com

কেন?

আমি ঠিক নিজেকে ওখানে ভাবতে পারছিলাম না। তাও এটা ছিল আমার জীবনের সবচাইতে কঠিন সিদ্ধান্ত। আমি দীর্ঘসময় ধরে চিন্তা করলাম। নিজেকে সামলে নিয়ে আমার রেজিগনেশন লেটার লিখে ফেললাম। আমি রেজিগনেশন লেটার লেখার পর জনসম্মুখে জানাতে চাইছিলাম যে আমি সিকিউরিটি এজেন্সিতে কাজ করেছি। আমি আমার বন্ধু ইগোর আব্রামভিচের কাছে সাহায্য চাইলাম। ও একজন জনপ্রিয় চিত্র পরিচালক । ও মেধাবি একজন মানুষ। ও তখন লেনিনগ্রাদেরই একটা টিভি স্টুডিওতে কাজ করছিল। আমি ওকে সরাসরি বললাম, 'ইগোর আমি আমার অতীত কাজ নিয়ে কথা বলতে চাই যাতে এটা আর গোপন কোন বিষয় না থাকে এবং আমাকে কেউ ব্লাকমেইল করতে না পারে।"

ও আমার একটা সাক্ষাৎকার রেকর্ড করল যেখানে ও আমাকে কেজিবি নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল। আমি কি করেছি সেখানে, কতদিন ধরে করেছি এ সব কিছু। এই সাক্ষাৎকার লেনিনগ্রাদ টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছিল। এরপর থেকে কেউ আমার অতীত নিয়ে কথা বলতে এলেই আমি বলতাম, "অনেক হয়েছে। এখন আর এটা কোন মজার কিছু না। সবাই এ ব্যাপারে জানে।"

তবে আমার রেজিগনেশন লেটার আটকে ছিল। কোথাও কেউ হয়ত ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তাই যখন আগস্ট কপ ঘটল আমি তখনও একজন এক্টিভ কেজিবি অফিসার ছিলাম।

www.pathagar.com

১৯৯১ সালের ১৮ এবং ১৯ আগস্ট রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?

আমি অবকাশযাপন করছিলাম। যখন সবকিছু শুরু হলো আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। আমি ২০ আগস্ট লেনিনগ্রাদে ফিরে আসি। সাবচ্যাক এবং আমি সিটি কাউন্সিলে আসি। কেবল আমরা ছিলাম না সেখানে রাজ্যের লোকজন ছিল। তখন সিটি কাউন্সিলের কম্পাউন্ড থেকে বের হওয়ায় বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে আমরা কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে চাইছিলাম।

আমরা কিরভ ফ্যাক্টরি এবং আরও কিছু জায়গার শ্রমিকদের সাথে কথা বলতে গেলাম। তবে আমরা নার্ভাস ছিলাম। সকল জায়গায়ই লোকজন আমাদের সমর্থনে ছিল। এই বিষয়টা পরিষ্কার ছিল যে যদি কেউ এর মাঝে নাক গলাবার চেষ্টা করে তবে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। তবে ততক্ষণে কপ শেষ হয়েছে। এবং লোকজন কপ ষড়যন্ত্রকারীদের তাড়িয়ে দিয়েছিল।

আপনি তাদের কোন চোখে দেখতেন?

এটা পরিষ্কার যে তারা দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। নীতিগত দিক দিয়ে হয়ত তাদের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা। আর এটা নিঃসন্দেহে মহৎ একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু তাদের পদ্ধতি এবং কার্যকলাপ উল্টো এই ভাঙনকে তরান্বিত করছিল। আমি যখন টিভিতে কপ ষড়যন্ত্রকারীদের চেহারা দেখলাম আমি বুঝতে পারছিলাম সব শেষ হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

তবে বলা যায় যে, ষড়যন্ত্রকারীরা যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন সেভাবেই কপের সমাপ্তি ঘটেছে। আপনি তখন একজন কেজিবি এজেন্ট ছিলেন। আপনি এবং সাবচ্যাক সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে পড়তেন।

নাহ্, আমি তখন কেজিবির এজেন্ট ছিলাম না। কপ শুরু হওয়া মাত্রই আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম আমি ঠিক কোন পক্ষে। আমি কখনই কপ ষড়যন্ত্রকারীদের অনুসরণ করতাম না বা তাদের দলেও ভিড়তাম না। আমি ভালোমতই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম আমার কার্যকলাপকে হয়ত অপরাধমূলক কার্যকলাপ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তাই আমি ২০ আগস্ট দ্বিতীয় একটি বিবৃতি লিখে পাঠাই যে আমি কেজিবি থেকে পদত্যাগ করেছি।

কিন্তু আপনার প্রথম পদত্যাগ পত্রের মত এই বিবৃতি যদি কেউ আটাকে দিত?

আমি এই সম্ভাবনা নিয়ে সাথে সাথে সাবচ্যাকের সাথে কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম, 'আমি আগেই একবার পদত্যাগ পত্র দিয়েছি। তবে ওটা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছায়নি, আবারও আমাকে পদত্যাগ পত্র লিখতে হবে।"

সাবচ্যাক তখন কেজিবি প্রধান ভ্লাদিমির ক্রিউচিভকে ফোন করে এবং পরে কেজিবি ডিভিশান হেডকে ফোন করে। পরবর্তী দিন তারা ফোন করে জানায় যে আমার পদত্যাগপত্র স্বাক্ষর করা হয়ে গেছে। ক্রিউচিভ ছিলেন কমিউনিজমের একজন সত্যিকার পৃষ্ঠপোষক। তাই তিনি কপ ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষ নিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। আজ অবধি তার জন্য আমার মনে সম্মান রয়েছে।

www.pathagar.com

আপনাকে কি ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছিল?

হ্যাঁ, ভয়ংকরভাবে। আমার জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল এই ভোগান্তি। তখন পর্যন্ত রাশিয়ার পরিবর্তন আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। আমি যখন জিডিআর থেকে ফিরে এলাম আমি এটা বুঝতে পারছিলাম যে কিছু একটা ঘটছে। তবে কপের দিনগুলোতে কেজিবিতে কাজ করার সময় আমার যত আদর্শ এবং উদ্দেশ্য ছিল তা সব চুরমার হয়ে গেল। আর এই সময়টা পার করা সত্যিই কষ্টকর ছিল। কারণ এতদিন আমি নিষ্ঠার সাথে এজেন্সির জন্য কাজ করেছি। তবে আমি ততদিনে আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম।

সেইন্ট পিটারসবার্গের 'ফুড-ডেলিভারি স্ক্যান্ডাল' নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। আসল ঘটনা কি ছিল?

১৯৯২ সালে আমাদের দেশে খাদ্যের অভাব দেখা যায় এবং লেনিনগ্রাদ বড় ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়। আমাদের ব্যবসায়ীরা তখন আমাদেরকে একটা স্কিম দেয়। স্কিমটা ছিল আমরা যদি আমাদের পণ্য, মূলত কাঁচামাল বাইরে রপ্তানি করি তবে আমাদেরকে খাদ্যের ডেলিভারি দেয়া হবে। আমাদের হাতে এর কোন বিকল্প ছিল না। তাই বৈদেশিক যোগাযোগ কমিটি যার প্রধান ছিলাম আমি তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম।

আমরা সরকার প্রধানের কাছ থেকে অনুমতি নিলাম এবং তাদের সাথে চুক্তি করলাম। ফার্মগুলো সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, এক্সপোর্ট

www.pathagar.com

লাইসেন্স তৈরি করল এবং আমরা কাঁচামাল রপ্তানি করা শুরু করলাম। আর আমাদের কাস্টমস এজেন্সি সঠিক কাগজপত্র ছাড়া কোন পণ্যই দেশের বাইরে বের হতে দেবে না। তখন অনেকেই বলাবলি করছিল তারা নাকি মূল্যবান এবং বিরল সব ধাতু বাইরে পাচাড় করছিল। মোটেও এরকম কিছু ছিল না। যদি কোন ধরনের রপ্তানির জন্য বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন পড়ত তবে তা কাস্টমস অতিক্রম করে কোথাও বের হতে পারত না।

স্কিম ভালোমতই কাজ করতে লাগল। তবে কিছু কিছু ফার্ম চুক্তি অনুযায়ী কাজ করছিল না। তারা বাইরে থেকে খাবার আনছিল না অথবা বলা যায় তারা চুক্তি মোতাবেক খাদ্য সরবরাহ করছিল না। তারা নিজেদের শহরের মানুষের কাছে করা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছিল।

তারপর ডেপুটিদের একটি কমিশন তৈরি করা হয় যার প্রধান ছিলেন মারিয়ানা স্যালি। তিনি এর তদন্ত করেছিলেন।

নাহ, এখানে কোন তদন্তই হয়নি। তদন্ত কীভাবে হবে? তারা কোন অপরাধমূলক কাজই করেনি।

তাহলে এই দুর্নীতির গল্প রটল কীভাবে?

আমার ধারণা কেউ কেউ এই গুজব কাজে লাগিয়ে সাবচ্যাককে চাপের ওপর রাখতে চেয়েছিল যাতে তিনি আমাকে বহিষ্কার করেন।

কেন?

কারণ আমি একজন প্রাক্তন কেজিবি এজেন্ট ছিলাম। যদিও তাদের অন্য কোন কারণ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অনেকেই এই ধরনের চুক্তির মাধ্যমে

www.pathagar.com

টাকা উপার্জন করতে চাইত। তবে তাদের পথের কাটা ছিল একজন প্রাক্তন কেজিবি এজেন্ট যার কারণে কোন বাড়তি উপার্জন সম্ভব হতো না। সবাই এধরনের কাজে নিজেদের লোক বসাতে চায়।

আমি মনে করি সিটি কাউন্সিল পর্যাপ্ত দায়িত্ব পালন করেনি। তাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা উচিত ছিল।

কিন্তু এদের আদালতে নিয়ে গেলে কোন লাভই হতো না এরা সহজেই ছাড়া পেয়ে যেত এবং খাদ্য আমদানি বন্ধ করে দিত। আর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার মত কিছুই ছিল না। আপনার কি ওই দিনগুলোর কথা মনে আছে? সব জায়গায়ই ফ্রন্ট অফিসের আবির্ভাব হয়েছিল। তখন পিরামিড স্কিম ছিল। এম এম এম কোম্পানির কথা মনে আছে? আমার আশা করছিলাম যে অবস্থা যেন আমাদের হাতের নাগালের বাইরে চলে না যায়।

আপনাকে বুঝতে হবে যে আমরা বাণিজ্যে জড়িত ছিলাম না। বৈদেশিক যোগাযোগ কমিটির বাণিজ্যের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এই কমিটি কোন কেনা বেচা করেনি। এটা কোন বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থা ছিল না।

তাহলে ট্রেড লাইসেন্সের অনুমোদন?

ট্রেড লাইসেন্সের অনুমোদন দেবার কোন ক্ষমতাই আমাদের হাতে ছিল না। বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক মন্ত্রণালয়ের একটি ডিভিশন লাইসেন্সের অনুমোদন প্রদান করেছিল। আবার ঐ ডিভিশান ছিল একটি ফেডারেল কাঠামো যাদের মিউনিসিপ্যাল প্রশাসনের সাথে কোন কাজ নেই।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৭

দ্য ব্যুরোক্রেট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইয়াকোভলেভের (প্রাক্তন গভ) অফিস ছাড়ার পর যখন কোন অ্যাম্বাসাডেরিয়াল পোস্ট বাস্তবায়ন করা হলো না তখন আপনি কি করতেন?

পিটারে নির্বাচনে হারার পর কয়েক মাস কেটে গেল। আমি তখন বেকার ছিলাম। আমার জীবিকা নির্ধারণের জন্য কোন পেশা ছিল না। আমার জন্য এই অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। কারণ আমার একটা পরিবার ছিল। কোন না কোনভাবে অবস্থা কাটিয়ে ওঠার দরকার ছিল। তবে মস্কোর এ ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। তারা একবার বলছিল আমাকে এসে কাজ করার জন্য, পরমুহূর্তেই তারা তাদের মত বদলে ফেলেছিল।

তবে আপনাকে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল কে?

বোরোডিন। চিফ অফ স্টাফ পাভেল বোরোডিন আমাকে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রশাসনে নিয়ে আসলেন। আমার জানা ছিল না কেন আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের এর আগে মাত্র কয়েকবার সাক্ষাত হয়েছিল। আমাদের পরিচয় কেবল এতটুকের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বোরোডিন আমার ব্যাপারে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রশাসনের প্রধান নিকোলাই ইয়োগ্রভের সাথে আলোচনা করেছিলেন। নিকোলাই আমাকে মস্কো ডেকে পাঠালেন এবং তার ডেপুটি হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দিলেন। তিনি আমাকে একটি প্রেসিডেনশিয়াল ড্রাফট দেখিয়ে বলেছিলেন তিনি এটা ইয়েলৎসিনের অফিসে নিয়ে যাবেন এবং সেখান স্বাক্ষর করা হলেই আমি কাজ শুরু করতে পারব। আমি বলেছিলাম, "ভালো। তবে আমি এখন কি করব?" তিনি বলেছিলেন, "পিটারে চলে যাও। তোমার কাজ শুরু হলেই আমি তোমাকে ফোন করব।"

www.pathagar.com

তবে এ ঘটনার দুই কি তিনদিনের মাথায় নিকোলাইকে তার পদ থেকে অপসারন করা হয় এবং তার পদে অ্যানাটোলিকে নিয়োগ দেয়া হয়। আর অ্যানাটোলি আর আমাকে কাজে রাখেননি। তাই আমার আর সেবার মস্কো যাওয়া হয়নি।

এরপর আরও কিছুটা সময় কেটে গেল। আবারও প্রশাসনে পরিবর্তন এল। অ্যালেক্সেই অ্যালেক্সিয়েভ এবার প্রথম ডেপুটি পদে নিয়োগ পেলেন। একটি রিসিপশনের অনুষ্ঠানে বলশাকোভ বোরোডিনের কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি কি করছ? তুমি একজনকে নিয়োগ দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছ এবং পরবর্তীতে তাকে বাদ দিয়ে দিলে। এখন সে বেকার বসে আছে।" বোরোডিন এ কথায় অপমানিত বোধ করলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি তাকে বাদ দেইনি। আমাদের ছোট্ট বন্ধু অ্যানাটোলি তাকে বাদ দিয়েছে।" "তাহলে তাকে আমাদের অফিসে নিয়ে এসো"–বললেন, বোরোডিন। ভাবছিলেন আমি হয়ত জেনারেল ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে পারব না কারণ আমি অন্য ডিপার্টমেন্টে কাজ করে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। "আচ্ছা, তাহলে অন্য কোন কাজ দেখ।" এই বলে তিনি চলে গিয়েছিলেন। বোরোডিন অন্য কোন কাজ ঠিক করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এবং তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। আমি পরবর্তীতে তা জানতে পারি।

অ্যালেক্সেই কুরডিন আমাকে ফোন করলেন। তখন তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্টের মেইন কন্ট্রোল ডিরক্টরেটের চীফ। তিনি আমাকে তার ওখানে যেতে বললেন। একটা পদ বাতিল হয়েছিল তবে আরও অনেক নতুন সম্ভাবনাও এর সাথে তৈরি হয়েছিল। আমি মস্কোতে এলাম এবং কুরডিনের সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি ছুটিতে যাবার আগে অ্যানাটোলির সাথে কথা বললেন এবং আমাকে গণযোগাযোগ ডিরেক্টরেটের প্রধান হিসেবে কাজ করবার প্রস্তাব দেয়া হলো। আমি এই কাজে ঠিক অভিজ্ঞ ছিলাম না। তবে আমার আর কী-ই বা করার ছিল? আমাকে যদি পাবলিকের সাথে কাজ

www.pathagar.com

করতে হয় তবে তাই করব। আর এই পদটি ছিল প্রেসিডেন্টের প্রশাসনের অধীনে। তাই আমি পদে যোগ দিতে রাজি হয়েছিলাম।

কুরডিনের সাথে আমি তার গাড়িতে উঠেছিলাম। পথে তিনি বললেন, "বোরোডিন ফোন করে অভিনন্দন জানাই, সে ফার্স্ট ডেপুটি পদে প্রমোশন পেয়েছে। সেও আমাদের মত পিটারের বাসিন্দা। তুমি কি বল?" "অবশ্যই।"

কুরডিন তার ফোন থেকেই নম্বর ডায়াল করলেন। অ্যালেক্সেই বোরোডিনকে অভিনন্দন জানালেন। তারপর তিনি বললেন, "আমার সাথে ভলদয়া পুতিন আছে। সেও তোমাকে অভিনন্দন জানাতে চায়।" বোরোডিন আমাকে ফোন দিতে বললেন। তিনি আমার হাতে ফোন দিয়েছিলেন।

আমি ফোন কানে দেয়ার পর বোরোডিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি এখন কোথায়?"

"আমি এখন গাড়িতে। অ্যালেক্সেয়ের সাথে এয়ারপোর্টে যাচ্ছি। তুমি কোথায়?" তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

"আমি ক্রিমলিনে, ওরা ঠিক করছে আমি কোন পদে যোগ দেব। আমি সম্ভবত গণযোগাযোগ ডিরেক্টরেটের প্রধান হিসেবে যোগ দিতে যাচ্ছি।"

"আচ্ছা ৩০ মিনিটের মধ্যে আমাকে একটা ফোন করো।" তবে গাড়ি তখন এয়ারপোর্টের কাছাকাছি চলে এসেছিল।

আমি প্লেনে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। শেষ মুহূর্তে বলশাকোভ ফোন করলেন, "শোন, তুমি কি কিছুদিন মস্কোতে থাকতে পারবে? আমি কাল বোরোডিনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।"

আমি বুঝতে পারছিলাম না তিনি ঠিক কি বলতে চাইছিলেন। তবে আমি থেকে গেলাম। আমি কখনই বুঝতে পারিনি যে বলশাকোভ আমার

www.pathagar.com

কথা মনে রেখেছিলেন। আমি তাই জানতাম না তিনি কেন আমার জন্য এভাবে এতটা করছিলেন। আর তাকে এ ব্যাপারে কখনও জিজ্ঞাসাও করা হয়নি।

পরবর্তী দিন আমি বোরোডিনের সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে তার ডেপুটি হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দিলেন। ঠিক এভাবেই ১৯৯৬ সালের আগস্টের একটি দিনে আমি মস্কোর ওল্ড স্কয়ারের একটি সরকারি বিল্ডিং-এ প্রেসিডেন্টের জেনারেল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি এবং প্রধান হিসেবে কাজে যোগদান করলাম। আমি লিগ্যাল ডিভিশন এবং বহিরাগত রাশিয়ান প্রোপার্টির দায়িত্বে ছিলাম।

www.pathagar.com

লুডামিলা পুতিন

আমাদের হাতে কোন অপশন ছিল না যে আমরা মস্কোতে যাব কি যাব না। আমরা বুঝতে পারছিলাম আমাদের মস্কোতে যেতেই হবে। ভলদয়ার নতুন পেশা নিয়ে আমাদের মাঝে তেমন আলোচনা হয়নি। ভলদয়া আমাকে বলেছিল প্রথমে তাকে যে কাজ দেয়া হয়েছিল তা তার জন্য যথাযথ ছিল না তবে এর কোন বিকল্পও ছিল না। তবে পরে সে আরেকটি প্রস্তাব পায়।

আমি সেন্ট পিটারসবার্গ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইছিলাম না। আমরা কেবল পিটারসবার্গে নিজেদের এপার্টমেন্টে নিজেদের মত করে জীবনযাপন শুরু করেছিলাম। তবে আবার আমাদের জীবন সরকারি ইস্যুতে পরিণত হতে চলেছিল। তবে কাউকে দোষ দেয়ার নেই এ ব্যাপারে।

আমি মস্কোতে গিয়ে তৎক্ষণাৎ শহরটির প্রেমে পড়ে যাই। সকল দিক দিয়েই আমার মনের মত একটা শহর মস্কো। হয়ত শহরের পরিবেশের এবং ব্যস্ততার কারণে এরকম মনে হচ্ছিল আমার। আমি পিটারসবার্গ বলতে পাগল ছিলাম। তবে মস্কোতে আসার পর আমার এ পাগলামি কেটে যায়। আমার স্বামীর মস্কোতে মানিয়ে নিতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। পরবর্তীতে ভলদয়াও অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। এখানে আপনি জীবন সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ ধারণা পাবেন।

www.pathagar.com

আমি কখনই বলতে পারব না যে মস্কো আমার ভালো লাগেনি। ব্যাপারটা ছিল অনেকটা এরকম যে, তখন পিটার আমার অধিক পছন্দের একটা শহর ছিল। তবে মস্কো সকল দিক দিয়েই সত্যিকার একটি ইউরোপিয়ান শহর। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে পিটার অনেকটা প্রদেশের মত, বিশেষ করে রাজনৈতিক দিক দিয়ে।

মস্কোতে আপনি অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছেন। প্রায় প্রতি বছরই আপনি প্রমোশন পান। ১৯৯৭ সালে আপনি মেইন কন্ট্রোল ডিরেক্টরেটের প্রধান হন। ১৯৯৮ সালে আপনি প্রেসিডেনসিয়াল প্রশাসনের প্রধান হিসেবে মর্যাদা পেলেন এবং অঞ্চলগুলোর দায়িত্ব পেলেন, এফ.এস.বি'র ডিরেক্টর হলেন। পরবর্তীতে সিকিউরিটি কাউন্সিলের সেক্রেটারি হলেন। ১৯৯৯ সালে ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী এবং ডিসেম্বরের ৩১ থেকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পান। এ সকল পদমর্যাদাই কি আপনার কাছে সমান বলে মনে হয়?

নাহ। এক সময় আমি প্রেসিডেন্সিয়াল প্রশাসন ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছিলাম।

কখন ভাবছিলেন?

যখন আমি কন্ট্রোল ডিরেক্টরেটে কাজ করছিলাম। সেখানে কোন সৃজনশীলতার জায়গা ছিল না। তবে এটা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারি পদ আমি এ সবই মেনে নিচ্ছি। তবে আমার খুব একটা আগ্রহ

www.pathagar.com

ছিল না এই কাজে। তখন কাজ ছেড়ে দিলে আমার পরবর্তী পেশা কি হতো আমি তাও জানি না। আমি সম্ভবত একটা ল' ফার্ম খুলতাম। তবে সে ল' ফার্ম নিয়েই পড়ে থাকতাম কিনা তাও জানি না। তবে আমার উৎসাহ ছিল এ ব্যাপারে। আমার অনেক বন্ধুই প্রাইভেটভাবে আইন চর্চা করছে। তারা সবাই তাদের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট।

তাহলে আপনি কাজ ছেড়ে দেননি কেন?

যখন আমি ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছিলাম, তখন আমাকে ফার্স্ট ডেপুটি হিসেবে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রশাসনে নিয়োগ দেয়া হলো। আমার হাতে সকল অঞ্চলের এবং গভর্নরদের দায়িত্ব এল। আমার কাছে এই কাজটা ছিল খুবই আকর্ষণীয়। তখন অনেক গভর্নরের সাথেই আমার ভালো সম্পর্ক হয়। আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি দেশের অঞ্চল প্রধানদের সাথে কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব। তখন আবার সবাই বলাবলি করছিল সরকারের ভার্টিকাল চেইন অফ কমান্ড ভেঙে গেছে আর এর পুনরুদ্ধার দরকার।

তবে গভর্নরদেরও কি এই ভার্টিকাল লাইনের অধীনে অন্তর্ভক্ত হওয়া দরকারি ছিল? তারা কি প্রস্তুত ছিল?

দেখুন, গভর্নররা এ দেশেরই একটা অংশ। আর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো তাদেরও পোহাতে হয়। আপনি কোন কিছুই মনমত করতে পারবেন না। তবে সব কিছু করারই কিছু সাধারণ প্রচেষ্টা রয়েছে। আমি

www.pathagar.com

আগ্রহী ছিলাম দেশ সম্পর্কে আরও অনেক কিছু শিখতে পারব বলে। আমার বাইরে থাকার সময়কালটা বাদ দিলে আমি কেবল পিটারেই কাজ করেছি। পিটারে কাজ করার অভিজ্ঞতা ব্যবস্থাপকীয় এবং প্রশাসন সংক্রান্ত উভয়দিক থেকেই ভালো ছিল। তবে পিটার নিয়েই কেবল আমাদের দেশটা নয়। আমি নতুনত্ব খুঁজে পাবার আশা করছিলাম।

তাহলে আপনি এই কাজটি ছেড়ে এফএসবি'র ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছিলেন কেন? আপনার কি এজেন্সিগুলোর প্রতি কোন ধরনের ঘনিষ্ঠতা আছে?

আমি সেখানে কাজ করতে চাই কি চাই না একথা আমাকে একবারও জিজ্ঞেসও করা হয়নি। আর নিয়োগদানের আগে আমাকে জানানো পর্যন্ত হয়নি। প্রেসিডেন্ট কেবল স্বাক্ষর করেছিলেন এই নির্দেশে...

তবে তখন প্রাশাসনিক প্রধান তো ছিলেন ভ্যালেন্টিন ইউমাশেভ?

হ্যাঁ। আমি আমার অফিসে ছিলাম। এমন সময় ফোন বেজে উঠেছিল। "তুমি কি এয়ারপোর্টে গিয়ে কিরিয়েঙ্কোর সাথে দেখা করতে পারবে?"

কিরিয়েঙ্কো ছিল তখন প্রধানমন্ত্রী। কিরিয়েঙ্কো তখন প্রেসিডেন্টের সাথে সফর শেষ করে দেশে ফিরছিলেন। আর প্রেসিডেন্ট গিয়েছিলেন কারেলিয়াতে অবকাশযাপনে। আমি বলেছিলাম, "ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। আমি বুঝতে পারছিলাম না কি ঘটতে চলেছে। আমি কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। আমি ভাবছিলাম খারাপ কিছু হয়ত ঘটতে চলেছে। আমি

www.pathagar.com

এয়ারপোর্টে যাবার পর কিরিয়েঙ্কোকে দেখতে পেলাম। তিনি বলেছিলেন, "হাই, ভলদয়া! তোমাকে অভিনন্দন!"

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "কিসের জন্য?"

তিনি বলেছিলেন, "নির্দেশনামা স্বাক্ষর হয়ে গেছে, তোমাকে এফ.এসবি'র ডিরেক্টর-এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমি যে বেজায় খুশি হয়েছিলাম তা কিন্তু নয়। একই নদীতে দ্বিতীয়বার সাতরাবার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না।

মিলিটারি ধাচের কোন সংস্থাতে কাজ করা খুবই পীড়াদায়ক ব্যাপার। আমার মনে পড়ে গেল কেজিবি বিল্ডিং-এ কাজ করার সময়টার কথা। বিল্ডিং-এ প্রবেশ করার পর আমার মনে হতো আমাকে কোন ইলেক্ট্রিক্যাল কানেকশনের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র আমারই এমন অনুভূতি হতো কিনা আমি বলতে পারব না। তবে আমার মনে হয় অধিকাংশ লোক যারা সেখানে কাজ করত তাদেরও আমার মতনই মনে হতো। এ ধরনের কাজে আপনাকে সবসময়ই চিন্তায় থাকতে হবে। সকল ধরনের কাগজপত্র একান্ত গোপনীয়। এই কাজ করার অনুমতি নেই, ওই কাজ করবার অনুমতি নেই।

ওখানে কাজ করাকালীন আপনি কোন রেস্টুরেন্টেও খেতে যেতে পারবেন না। কারণ মনে করা হতো কেবলমাত্র পতিতারা এবং কালবাজারিরাই রেস্টুরেন্টে আড্ডা জমায়। নিরাপত্তা সংস্থার একজন সম্মানিত অফিসারের তাই রেস্টুরেন্টে কি কাজই বা থাকতে পারে?

আর আপনি যদি ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে কাজ করেন তবে আপনাকে করা নজরদারীর ওপর থাকতে হবে। হয়ত সবসময় আপনার ওপর নজর রাখা হবে না তবে এটি কোন সুখকর অভিজ্ঞতা নয়।

www.pathagar.com

তার ওপর প্রতিদিনের মিটিং এবং কার্য পরিকল্পনা নির্ধারণ তো আছেই। আপনার ডেস্কে একটা নোটবুক রাখা থাকবে। তার ওপর লেখা 'ক্লাসিফাইড'। প্রতি শুক্রবার এসে সেই নোটবুকে আপনার পরবর্তী সপ্তাহের প্রতিদিনকার পরিকল্পনা লিখে রাখতে হবে।

তবে ক্রিমলিনে আমার অবস্থান ছিল ভিন্ন। আমাকে নিয়ন্ত্রণের কেউ ছিল না বরং আমি সকলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম। তবে এফ এস বি তে আমাকে ডিভিশন হেড এবং ডিপার্টমেন্টের হেডের কাছে রিপোর্ট প্রদান করতে হতো। তিনি সাপ্তাহিক পরিকল্পনার ফাইল খুলে চোখ বোলাতেন আর আমাকে সকল কিছুর রিপোর্ট পেশ করতে হতো। কোন কিছু বাকি থাকলে তা কেন বাকি আছে সে ব্যাখ্যাও প্রদান করতে হতো। কোন বড় মাত্রার প্রোজেক্ট হলে আমি বলতাম, ওটা এখনও শেষ করতে পারিনি আরও কিছুটা সময় লাগবে। তারা বলত, তাহলে এখানে কেন লিখে রেখেছ। ঠিক যতটুকু করতে পারছ ততটুকুই লিখবে!

ওখানে কাজের কতটা চাপ ছিল সেটা বোঝানোর জন্যই আমি এত কিছু বলছি। আমি যখন এফ এস বি'র ডিরেক্টরের অফিসে গিয়েছিলাম তখন নিকোলাই কোভালভের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। আমার পূর্বে তিনি ডিরেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সেলফ খুলে বললেন, "এই হলো আমার গোপন নোটবুক আর এই আমার আমিউনিশন।"

www.pathagar.com

লুডামিলা পুতিন

আমার যতদূর মনে পড়ে পুতিন কেবল প্রাইম মিনিস্টার হবার আগে, তা নিয়ে বাড়িতে আমার সাথে আলোচনা করেছিল এছাড়া আর কোনদিনই ওর কাজ নিয়ে আমাদের মধ্যে তেমন কোন আলোচনা হয়নি। তবে এফ এস বি তে যোগ দেবার মাস তিনেক আগে এ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। ও বলেছিল যে, ও এই কাজ আর করবে না। আমরা আরখাংলেস্কে ডকের সামনে হাঁটছিলাম। তখন ও আমাকে বলেছিল যে, ও এই কাজ করবে না। আমি বুঝতে পারছিলাম ও কেন আর সেখানে যোগ দিতে চাইছে না। ওখানে কাজ করার মানে হলো আবারও সেই প্রাণ গোপন জীবনযাপনে ফিরে যাওয়া। ভলদয়া যখন কেজিবিতে কাজ করত তখন ঠিক একই ধরনের পরিস্থিতি ছিল। এখানে যেও না, এটা করো না। এর সাথে কথা বলবে, এর সাথে কথা বলবে না। তাই কেজিবি ত্যাগ করার সময় ও ভেবেছিল ও চিরতরে ত্যাগ করছে।

আমি তখন বাল্টিক সাগরে অবকাশযাপন করছিলাম। এমন সময় ও ফোন করে বলল, "তুমি সতর্ক থেক। আমি যেখানে থেকে কাজ শুরু করেছিলাম আবার সেখানেই ফিরে এসেছি।"

আমি ভেবেছিলাম ওকে ডিমোশোন দিয়ে আবারও বোরোডিনে'র ডেপুটি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে ও কি বলতে চাইছে। আমি ভেবেছিলাম আমার বাইরে থাকাকালীন দেশে হয়ত বিশেষ কিছু হয়েছে যার কারণে পরিস্থিতি বদলে গেছে। তবে তখন আবারও ও একই কথা বলল, "আমি যেখানে থেকে কাজ শুরু করেছিলাম আবার সেখানেই ফিরে এসেছি।" তৃতীয়বার একই কথা বলবার পর আমি

www.pathagar.com

বুঝতে পারি যে ও কি বলতে চাইছে। আমি ফিরে এসে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি হয়েছে। ও বলেছিল, "ওরা আমাকে আবারও ওখানে নিয়োগ দিয়েছে, এছাড়া আর কিছু হয়নি। আমি আর কোন প্রশ্ন করলাম না।

ভলদয়া যখন এফ এস বি তে ফিরে গেল তখন ওকে জেনারেল হিসেবে যোগদান দেবার প্রস্তাব দেয়া হলো। ও তখনও সিভিল সার্ভিসে ছিল। তবে একজন কর্নেল কখনই জেনারেলদের নির্দেশ প্রদান করতে পারে না। তার আরও কর্তৃত্ব থাকতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো ওর এই নতুন পদমর্যাদা কি আমাদের জীবনে কোন বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল?

না, ফেলেনি। তবে জার্মান এক দম্পতির সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তাদের সাথে আমাকে তখন সকল যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম হয়ত কিছুদিনের জন্য যোগাযোগ বন্ধ থাকবে। তবে আজ অবধি তাদের সাথে আমার আর কোন যোগাযোগ হয়নি।

এফ এস বি তে কীভাবে আপনাকে স্বাগতম জানানো হয়। কারণ আপনি ছিলেন কেজিবির একজন প্রাক্তন কর্নেল...

আমাকে সতর্কতার সাথে স্বাগতম জানানো হয়। তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আর কর্নেলের কথা যেহেতু বললেন, তাহলে ভালো করে ভেবে দেখুন...প্রথমত আমি ছিলাম রিজার্ভের একজন কর্নেল, বছর

www.pathagar.com

দশেক আগে আমি লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে নিজের সার্ভিস শেষ করি। সেই সময়ে আমার জীবনটা এরকম ছিল না। তাই এফ এস বি'তে আমি কর্নেল হিসেবে না একজন সিভিলিয়ান হিসেবে ফিরে আসি যে কিনা প্রেসিডেন্সিয়াল প্রশাসনের চীফের ফার্স্ট ডেপুটির মর্যাদা বহন করে।

তার মানে, আপনিই সর্বপ্রথম একজন সিভিলিয়ান হয়েও সিকিউরিটি এজেন্সির নের্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন?

অবশ্যই। তবে এত কিছু কেউ আমলে আনেনি। হয় তারা বোকা অথবা তারা এত কিছু ভেবে দেখার প্রয়োজনই মনে করেনি অথবা তাদের ইচ্ছাই ছিল না।

আপনার অধীনেই কি টপ লিডারশীপের পরিবর্তন আসে?

হ্যাঁ, পরিবর্তন হয়েছিল, তবে তার মাত্রা খুব বেশি নয়। আমি কোন ভুল পদক্ষেপ নেইনি। আমি পরিস্থিতি ভালোমত বিশ্লেষণ করে দেখি এবং আমার কাছে যে সকল পরিবর্তন দরকারি বলে মনে হয়েছিল কেবল সেগুলোরই পরিবর্তন এনেছিলাম।

তাহলে ইয়েভগেনি প্রিমাকোভ কেন বলে বেড়ান যে আপনি সব জায়গায় কেবল লেনিনগ্রাদবাসীদের নিয়োগ দিয়েছিলেন?

www.pathagar.com

অন্যরা বলে যে আমি সকল লেনিনগ্রাদবাসীদের তাড়িয়ে অপরিচিত লোকজনদেরকে নিয়োগ দিয়েছি। তবে আমি সকল নেতৃত্ব নিয়েই প্রিমাকভের সাথে মিটিং করেছিলাম। এবং শেষমেশ দেখা যায় যে, কাউকেই কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। প্রিমাকোভ পরবর্তীতে এর জন্য আমার কাছে ক্ষমা চায় এবং বলে যে তাকে ভুল পথে পরিচালিত করা হচ্ছিল।

এ কথা কি সত্য যে আপনি কাজ করবার সময় ভ্লাদিমার ক্রিয়োচকভের সাথে দ্বন্দে জড়িয়ে পড়েন?

হ্যাঁ, সত্য।

দুর্ঘটনাবশত কি?

না, দুর্ঘটনাবশত নয়। আমি অভিজ্ঞ লোকদের সাথে সক্রিয়ভাবেই কাজ করতে পেরেছিলাম।

লোকজন বিশেষ করে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের লোকজন এফ এস বি এবং এম ভি ডি কে এক করে ফেলার কথা বলছে। আপনি কি মনে করেন?

www.pathagar.com

আমি এর বিরুদ্ধে। বহু বছর পর আমাদের স্পেশাল সার্ভিসগুলোর বিভাজন আনা সম্ভব হয়েছে। এখন এতে ভাঙন ঘটালে তা ভালো হবে না। মন্ত্রণালয়ের প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করলে এরূপ করা বা না করা তেমন কোন প্রভাব ফেলবে না তবে আমি যদি একজন নীতি নির্ধারকের প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করি তবে আমাকে বলতে হবে, একটি মাত্র উৎস থেকে তথ্য পাবার চেয়ে একাধিক উৎস থেকে তথ্য প্রাপ্তি অধিক সুবিধাজনক।

স্টেপাশিনের প্রধানমন্ত্রী'র দায়িত্ব পাওয়া নিয়ে কি আপনি খুশি ছিলেন?

হ্যাঁ।

তখন আপনার কোন ধারণা ছিল যে আপনাকেও এই পদটির জন্য একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করা হচ্ছে?

নাহ। আমার মাথায় একবারের জন্যও এধরনের কিছু কাজ করেনি।

স্টেপাশিন মাত্র কয়েক মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আর তাকে এই পদ থেকে অপসারিত হবার কারণে সৃষ্ট হতাশা তিনি কখনও লুকাবার চেষ্টা করেননি। আপনি কি সামনাসামনি এ নিয়ে তার সাথে কথা বলেছিলেন?

www.pathagar.com

হ্যাঁ। তিনি ভালো করেই জানেন তার অপসারণের পেছনে আমার কোন ভূমিকাই ছিল না। তাই আমি বলব যে এই ঘটনার প্রাক্কালে আমাকে ফোন করে পরদিন সকালে ইয়েলৎসিনের সাথে দেখা করতে বলার ব্যাপারটা বিব্রতকর ছিল।

আমরা চারজন ইয়েলৎসিন, স্টেপাশিন, নিকোলাই আকজেনেঙ্কো এবং আমি একসাথে বসলাম। যখন ইয়েলৎসিন তাকে পদত্যাগ করতে বলেন তখন তার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল তা নিশ্চই ধারণা করতে পারছেন। আমি ছিলাম তার সহকর্মী। আমি তাকে কি বলব! তাকে কি এই বলব যে, তোমার সময় শেষ! আমি এরকম কিছু বলতে পারিনি। খুবই বিব্রতকর একটি মুহূর্ত ছিল এটি।

ইয়েলৎসিনের বাড়ি থেকে বের হবার পর আপনাদের আর কোন কথা হয়নি?

আমরা একে অন্যকে বিদায় জানিয়েছিলাম। এছাড়া আর কোন কথা হয়নি।

আপনারা এ নিয়ে আর কথা বলেননি?

আমরা এ নিয়ে কথা বলেছিলাম। তিনি খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। সময়ের সাথে সাথে হয়ত তিনি এ ব্যাপারটা ভুলে যাবেন। তবে পদত্যাগ করার মত কোন কাজই তিনি করেননি। তবে প্রেসিডেন্ট বিপরীত কিছু ভেবেছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর সম্ভবত তিনি স্টেপাশিনের দুই কি তিন মাসের প্রধানমন্ত্রীত্বের ওপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্ত নেননি।

www.pathagar.com

বোরিস আমাকে অফিসে ডেকে পাঠান এবং বলেন আমাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেবার কথা ভাবছেন তিনি। তবে তাকে প্রথমে স্টেপাশিনের সাথে কথা বলতে হবে। আমি অবাক হয়নি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ঘটনা কোন দিকে এগুচ্ছে। মানে আমার প্রধানমন্ত্রী হওয়া নয়, স্টেপাশিনের পদত্যাগের কথা বলছি। ইয়েলৎসিন একবারও আমাকে জিজ্ঞাসা করেননি যে আমি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে সম্মতি প্রকাশ করব কি করব না। তিনি কেবল বলেছিলেন যে, স্টেপাশিনের ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

তবে একটা বিষয় পরিষ্কার করতে চাই আমি। ইয়েলৎসিনের সাথে আমার কথোপকথনের সময় তিনি একবারও 'উত্তরাধিকারী' শব্দটি ব্যবহার করেননি। তিনি ব্যবহার করেছিলেন, "প্রধানমন্ত্রী যার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' রয়েছে। সবকিছু যদি অনুকূলে থাকে তাহলে তার সম্ভাবনা ছিল বলে তিনি মনে করতেন।

আর পরবর্তীতে ইয়েলৎসিন নিজেই টেলিভিশনে সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার নাম উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পুরো দেশের সামনেই এ কথা বলেছিলেন। আর পরবর্তীতে আমাকে যখন এ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় আমি বলেছিলাম, "প্রেসিডেন্ট যদি বলেন, আমি তাই করব।" হয়ত তখন আমি এতটা নিশ্চিত ছিলাম না, তবে এছাড়া আর কী-ই বা আমার বলার ছিল।

সে সময়ে দেশের কি অবস্থা ছিল তা কি আপনার মনে আছে? এই সিদ্ধান্ত আসে নির্বাচনের ক্ষাণিক আগে। বোরিসকে খুবই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল। আমরা যে সকল গভর্নরদের নিয়ে কথা বলছি, তাদের সবাই বুঝতে পারছিল সবকিছু অচল হয়ে আছে আর তাদেরকে দ্রুত ঠিক করতে হবে।

www.pathagar.com

তারা ওভিআর গঠন করেছিলেন কেন?

কারণ তাদের হাতে আর কোন বিকল্প ছিল না। তাই তাদের একটি বিকল্প তৈরি করতে হয়েছিল।

আপনি কি বলতে চাইছেন একতার বিকল্প?

হ্যাঁ।

www.pathagar.com

লুডামিলা পুতিন

আমার স্বামীর ক্যারিয়ার যে বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে চলেছে এ নিয়ে আমি একবারও অবাক হয়নি বা বিস্মিত হয়নি। তবে আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম যে, আমি যে লোকটাকে বিয়ে করেছি সেই লোকটা কিছুদিন আগেও ছিল সেন্ট পিটারসবার্গের একজন অজ্ঞাত ডেপুটি মেয়র। আর আজ সে দেশের প্রধানমন্ত্রী, তবে আমার এটুকু বিশ্বাস ছিল যে ভলদয়ার পক্ষে সকল কিছুই করা সম্ভব।

আমি ওকে নিয়ে গর্বিত। আর এ কারণে ওর প্রশংসা আমাকে করতেই হবে। ও একজন নিষ্ঠাবান লোক। ও বরাবরই নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে গেছে। প্রত্যেকেই কোন না কোন উদ্দেশ্যে কাজ করে। অনেকে কাজ করে টাকা কামানোর উদ্দেশ্যে। তবে ভলদয়া সবসময়ই নিজের দর্শনের জন্য কাজ করে গেছে। আর ও নিজের কাজের প্রক্রিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট। আর এ ধরনের লোকেরা অনেক দূর এগোতে পারে। আরে আপনি শুনে হাসবেন যে, আমি যে প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী এই বিষয়টা ওর প্রধানমন্ত্রী হবার চাইতেও আমার কাছে অধিক বিস্ময়কর লাগে!

www.pathagar.com

মারিয়ানা ইয়েন্তালসেভা[১০]

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পাবার কিছুদিনের মাথায় ওর বাবা মারা যায়। প্রতি সপ্তাহেই সাপ্তাহিক বন্ধের দিন ও মস্কো থেকে ওর বাবাকে দেখতে আসত। ওর ওপর তখন রাজ্যের কাজের চাপ। ও ভয় করত যে ওর বাবার শেষসময়ে হয়ত তাকে বিদায় জানাবার জন্য ও উপস্থিত থাকতে পারবে না। তবে আমাকে বলা হয়েছে যে সে তার বাবার অন্তিম মুহূর্তে উপস্থিত ছিল।

[১০] বৈদেশিক প্রতিনিধি দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন

www.pathagar.com

যখন ইয়েলৎসিন পুরো দেশকে জানাল যে আপনি তার উত্তরসূরী হতে চলেছেন, তখন কি আপনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন?

না।

আপনি এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন?

না। ব্যাপারটা তা নয়। গেনাডি সেলেজনেভ তখন কি বলেছিলেন আপনার মনে আছে? তিনি বলেছিলেন, "ওরা তোমার সাথে কেন এমন করল? ওরা তোমাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলেছে।" সবাই ভাবছিল এখানেই হয়ত আমার সমাপ্তি। আমিও উপলব্ধি করতে পারছিলাম যে, ভিন্ন কিছু কারণ না থাকলে হয়ত আমার ক্যারিয়ারের এখানেই সমাপ্তি ঘটবে।

আমি খুলে বলছি। এই সব কিছুই তখন এক সাথে ঘটছিল যখন ড্যাগস্ট্যানে আতংক বাড়তে থাকে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম যে আমার ক্যারিয়ারের হয়ত এখানেই সমাপ্তি ঘটবে তবে আমার মিশন, আমার সেই ঐতিহাসিক মিশন, এই আতংকের অবসান ঘটানো এবং শান্তি ফিরিয়ে আনা, তা আমাকে সম্পন্ন করতেই হবে এই সমস্যার সমাধান কি করে হবে তা কারোই জনা ছিল না। তবে আমার কাছে এবং আরও অনেকের কাছেই এটা পরিষ্কার ছিল যে, "এই ছেলে ঝামেলায় পড়তে চলেছে।" আমি এভাবেই দেখেছি বিষয়টাকে। আমি নিজেকে বললাম "আমার কাছে সামান্য সময় আছে। হয়ত দুই-তিন কি বড়জোর চারমাস। এর মাঝেই এই ডাকাতদের ইতি টানতে হবে। এরপর আমার সমাপ্তি ঘটলেও আমার কিছু যায় আসে না।"

আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে, আমাদের চেশনিয়ার বিদ্রোহীদের আস্তানায় আঘাত হানতে হবে। সত্যি বলতে কি, বিগত

www.pathagar.com

বছরগুলোতে যা হয়েছে বিশেষ করে সরকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, এ সব কিছু বিবেচনা করে কি ভাবে আমি এর সহজ সমাধান বের করতে পারব, বিশেষ করে কাউকেই আঘাত না করে তা ছিল আমার প্রধান চিন্তা। ১৯৯০-১৯৯১-এর দিকে, ইউএসএসআর-এর পতনের পর স্পেশাল সার্ভিস এবং সেনাবাহিনীর প্রতি সকলের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার কারণে দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। এভাবে চলতে দিলে অতি শীঘ্রই আমাদের ভফুন ঘটবে। এবার আসি ক্যাসকাসাসের কথায়। নরদান ক্যাসকাসাসের এবং চেশনিয়ার বর্তমান অবস্থা কি?

ইউএসএসআর-এর মত সেই ভাঙন এখনও চলছে। আর কোন না কোন সময় একে বন্ধ করতেই হবে। এক সময় আমি আশা করছিলাম যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং গণতান্ত্রিক সংস্থার আবির্ভাব হয়ত পরিস্থিতি শিথিল করতে সহায়তা করবে। তবে সময় এবং অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিল যে তা আর হচ্ছে না।

তাই ডাকাতগুলো যখন ড্যাগস্ট্যান আক্রমণ করে বলল, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা যদি এই অবস্থার অবসান না ঘটাই তবে রাশিয়ার টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এটি ছিল দেশের ভাঙন রোধের প্রশ্ন। আর কেবলমাত্র আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারের বিনিময়ে যদি এই অবস্থার অবসান ঘটে তবে তাই হোক। দেশের ভাঙন রোধের তুলনায় আমার ক্যারিয়ার সামান্য মূল্য বহন করে। আর আমি এই মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলাম। তাই ইয়েলৎসিন যখন আমাকে নিজের উত্তরসূরী হিসেবে ঘোষণা করল এবং সবাই বলাবলি করছিল আমার ক্যারিয়ার এখানেই শেষ আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলাম।

যে যা খুশি করুক। আমি হিসেব করে দেখলাম সশস্ত্র বাহিনী গঠন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এবং জনগণের সমর্থন জোগাড় করতে আমার কয়েক মাস লেগে যাবে। আমি পর্যাপ্ত সময় পাব তো? এ ছাড়া আমার মাথায় তখন দ্বিতীয় কোন চিন্তা ছিল না।

www.pathagar.com

কিন্তু ড্যাগস্ট্যান এবং চেশনিয়ায় ক্যাম্পেইন চালু করবার সিদ্ধান্ত নেবার কর্তৃত্ব আপনার হাতে ছিল না। ইয়েলৎসিন ছিল তখন প্রেসিডেন্ট। আর প্রথমবারের ব্যর্থতার দায় সম্পূর্ণ তার এবং স্টেপাশিনের ওপর বর্তায়।

তখন আর স্টেপাশিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। আর ইয়েলৎসিন আমাকে সম্পূর্ণ সহায়তা করে আসছিল। প্রতিটি মিটিংয়েই চেশনিয়া নিয়ে আমাদের মাঝে আলোচনা হতো।

তাহলে কি এর পুরো দায়িত্ব ছিল আপনার কাঁধে?

অনেকটা তাই। আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জেনারেল স্টাফ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের টপ অফিসিয়ালসদের সাথে সাক্ষাত করলাম। আমাদের প্রায় প্রতিদিন সাক্ষাত হতো। কখনও কখনও দিনে দুবার সকালে এবং সন্ধ্যায়।

সেনাবাহিনী বুঝতে পারছিল না যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঠিক কি করছে, আরএফএসবি তখন কোন দায়িত্ব না নিয়ে কেবল সকলের সমালোচনা করে যাচ্ছিল। আর সফল হবার জন্য আমাদের একত্র হবার প্রয়োজন ছিল। সকলে মিলে একটি দল হিসেবে কাজ করতে পারলেই সাফল্য আসা সম্ভব ছিল।

একটা বিষয় পরিষ্কার করুন, লেনিন যে বহু যুগ আগে ফিনল্যান্ডকে ছেড়ে দিয়েছে এ নিয়ে কি আপনি ক্ষুব্ধ? নীতিগত দিক থেকে কি চেশনিয়ার সাব্রেশন অসম্ভব?

www.pathagar.com

নাহ, আমি ক্ষুব্ধ নই। আর সাক্সেশন এখানে বড় ব্যাপার নয়। আমি আপনাকে খুলে বলছি আমি কি করেছি এবং কেন করেছি আর আমি এতটা নিশ্চিতই বা কীভাবে ছিলাম যে এর কারণে আমাদের গোটা দেশ হুমকির মুখে। সবাই বলে আমি নাকি কর্কশ এমনকি নিষ্ঠুর। এগুলো মোটেই সুখকর কোন উপাধি নয়। তবে আমি এবং যাদের ন্যূনতম রাজনৈতিক জ্ঞান আছে তারা সবাই বুঝবে যে চেশনিয়া কেবল স্বাধীনতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না। এটি রাশিয়া আক্রমণের পথ উন্মুক্ত করে দেবে।

ক্ষোভ জন্ম নিল। তারা নিজেদের সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে তাদের প্রতিবেশী এক প্রদেশকে আক্রমণ করে বসল। কেন? নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য? অবশ্যই না। তারা আরও ভূমি দখল করতে চাইছিল। ওরা পুরো ড্যাগস্ট্যানই গিলে ফেলত, এবং সেখান থেকেই সমাপ্তির সূচনা হতো। এরপর একে একে ভাঙনের শুরু হতো। অন্যান্য প্রদেশ তাদের সহিংসতার শিকারে পরিণত হতো।

তাই চেশনিয়ার স্বাধীনতাকে আমরা স্বীকৃতি দিলে এবং একই সাথে অন্য কিছু রাষ্ট্র চেশনিয়াকে স্বীকৃতি প্রদান করে তাদের ব্যাপক মাত্রায় সহায়তা প্রদান করলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যেত।

তখন আমাদের কার্যকলাপ অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান নয় বরং ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আর এতে পরিস্থিতি আরও ঘোলা হয়ে উঠত এবং রাশিয়ার জন্য তা হুমকি হয়ে দাঁড়াত।

গত গ্রীষ্মে আমরা স্বাধীন চেশনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামিনি। আমরা লড়াই করছি তাদের বর্ধিষ্ণু সহিংসতামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে। আমরা আক্রমণ করছি না, আমরা নিজেদের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করছি। আমরা ড্যাগস্ট্যান থেকে বিদ্রোহীদের উৎখাত করেছিলাম কিন্তু তারা আবারও ফিরে এসেছে। এভাবে দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার শেষে আমরা যখন কঠোর হলাম এরা মস্কো, বুইনাস্ক এবং ভল্গাডন্সকে বোমা হামলা চালাল।

www.pathagar.com

চেশনিয়ায় অপারেশন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত কি আপনি বোমা বিস্ফোরণের আগে নিয়েছেন নাকি পরে?

পরে।

আপনার হয়ত জানা আছে এই গল্পের অন্য সংস্করণ বলছে এই সকল এপার্টমেন্টে নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে বিস্ফোরণ করানো হয়েছে যাতে করে অপারেশন অব্যাহত রাখা যায় এবং রাশান স্পেশাল সার্ভিসের লোকেরা নাকি এর সাথে জড়িত।

কী? আমরা নিজেদের ওপর বোমা বিস্ফোরণ করব? এগুলো পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই না। রাশান স্পেশাল সার্ভিসের কেউই আর যাই করুক নিজের লোকজনদের ওপর এ ধরনের সহিংসতা চালাতে পারবে না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ৮

দ্য ফ্যামিলি ম্যান

লুডামিলা পুতিনের সাক্ষাৎকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আপনি ২০ বছর যাবত আপনার স্বামীর সাথে সংসার করছেন। আপনি স্বাভাবিকভাবেই তাকে সবচেয়ে ভালো করে চিনতে পেরেছেন?

নাহ। আপনি কখনই কাউকে সম্পূর্ণভাবে চিনতে পারবেন না। সবার মাঝেই কোন না কোন গোপনীয়তা থাকে।

তিনি কি খুব বেশি কথাবার্তা বলেন না?

ভলদয়া কখনই নীরব দর্শক প্রকৃতির নয়। ও নিজের ভালো লাগার বিষয় নিয়ে নিজের ভালো লাগার মানুষগুলোর সাথে অনেক কথাই বলে। তবে সে কাজ নিয়ে খুব একটা কথা বলে না বা যাদের সাথে কাজ করে তাদেরকে নিয়েও না। আমি ঠিক ওর বিপরীত। আমি যদি কাউকে সামনাসামনি দেখি বা টেলিভিশনেও দেখি। আমি তার সম্পর্কে আমার মতামত দিয়ে থাকি। তবে ভলদয়া এ কাজ করে না। ধরুন অ্যানাটলির কথাই ধরা যাক।

আপনি অ্যানাটলির সম্পর্কে জানেন না?

কিছুটা। অধিকাংশ নারীই তাকে পছন্দ করে। তবে তিনি নারীদেরকে ততটা গুরুত্ব দেন না। আমি নারীবাদি নই। তবে আমিও চাই নারীরা তাদের যোগ্যতাটুকু পাক।

www.pathagar.com

আপনার স্বামীর ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেন ?

ও সবসময়ই বলে রাশান নারীদেরকে ছোট করে দেখা হয়। তবে এটা আমার প্রভাব নয়। আমাদের মতামত এ ব্যাপারে এক।

তিনি কি নারীদের দিকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন?

আমার মনে হয় সুন্দর রমণীরা ওর মনযোগ পায়।

আপনি কি ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেন?

যদি ও নারীদের প্রতি আকৃষ্টই না হয় তবে ও কেমন পুরুষ মানুষ? তিনি যদি সুন্দরী নারীদের দ্বারা আকৃষ্ট নাই হতেন তাহলে কি ধরনের পুরুষ হতেন?অনেক স্বামীরাই তাদের কাজের হতাশা ঘরে এসে সবর ওপর দিয়ে ঝারে। ভলদয়া কখনই ওর কোন সমস্যায় আমাকে জড়ায়নি। কখনই না। ও নিজেই ওর সকল সমস্যার সমাধান করেছে। আর কোন সমস্যারই সমাধান পাওয়ার আগ পর্যন্ত ও সেটা নিয়ে আলোচনাও করবে না। তবে ও কোন সমস্যায় থাকলে আমি তা ঠিকই বুঝতে পারি। ওর মন খারাপ থাকলেও আমি বুঝতে পারি। ওর মন খারাপ থাকলে তা শত চেষ্টা করেও আড়াল করতে পারে না। সাধারণত ও খুবই গোছানো একজন মানুষ। তবে কিছু কিছু সময় ওকে বিরক্ত না করাটাই অধিক ভালো।

www.pathagar.com

আপনার স্বামী কি মদ্যপান করেন?

খুব বেশি না। মদের ব্যাপারে ও উদাসীন। জার্মানিতে থাকাকালীন ও বিয়ার পান করত। তবে সাধারণত মাঝে মধ্যে ও কেবল সামান্য ভদকা পান করে।

আপনাদের পরিবারে এমন কোন সময় ছিল কি যখন টাকা পয়সা নিয়ে এতটা চিন্তা করতে হয়নি?

নাহ্, এরকম কোন সময় আসেনি। সম্ভবত যারা ব্যবসায়ী বা যাদের বড় অর্থের খাত আছে তাদের অর্থের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত থাকতে হয়। আমরা ব্যবসায়ী না।

আপনি কি পারিবারিক খরচের দিকটা দেখেন? মানে পারিবারিক খরচের হিসাব কিতাব আপনি রাখেন কি?

হ্যাঁ।

www.pathagar.com

ভ্লাদিমির পুতিন

পরিবারের খরচের দিকটা লুডার নিয়ন্ত্রণে থাকে। আমি কখনই সংসারের খরচের দিকে মনযোগী ছিলাম না। আর এখনও মনোযোগ দেয়া শুরু করতে চাই না। আমি টাকা সঞ্চয়ের ব্যাপারে একদমই আনাড়ি। আর টাকা সঞ্চয় করেই বা কি হবে? আমার মনে হয় আপনার নিজের আয় দিয়ে সব সময়ই একটি ভালো জীবনযাত্রার মান রাখা উচিত। ভালো খাবার, পোশাক-আশাক, মাঝে মাঝে সপরিবারে ঘুরতে বের হওয়া। এই কাজগুলোর জন্যও অর্থের প্রয়োজন। এছাড়া আমার কাছে আর অর্থের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

আমার কাছে অনেক টাকা থাকলে আমি শুধু ঘুরে বেড়াতাম। আমি খুব বেশি দেশে ভ্রমণ করার সুযোগ পাইনি। আমি কেবল দু'বার আমেরিকা গিয়েছি। দুবারই নিউইয়র্কে আর একবার লস অ্যাঞ্জলসেও গিয়েছিলাম। দুবারই প্রচণ্ড গরমের মাঝে। আপনি যখন কোন কাজে যাবেন তখন ঠিক সব কিছু ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাবেন না।

আমি আফ্রিকা যেতে চাই। কেনিয়া যেতে চাই। আমি আমার বাচ্চাদেরকেও সেখানে নিয়ে যেতে চাই। আমি ভারত যেতে চাই। আমি এখন পর্যন্ত আরবীয় কোন দেশে যাইনি। মিসর এবং সৌদি আরবে যাবার আমার প্রবল ইচ্ছা রয়েছে। আমি এখনও ল্যাটিন আমেরিকা যাইনি। লোকে বলে ল্যাটিন আমেরিকা নাকি অনেকটা ৫০-এর দশকের সোভিয়েত ইউনিয়নের মত।

www.pathagar.com

আগে করতাম। এখন আমাদের একজন বাবুর্চি আছে।

আপনি কি লক্ষ করেছেন আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে কোন ব্যক্তি মর্যাদা পেলে তার ওজন বাড়তে শুরু করে।

ভলদয়া প্রতিদিন সকাল ২০ থেকে ৩০ মিনিটের মত ব্যায়াম করে। ও সকালে এবং সন্ধ্যায় নিয়মিত সাতার কাটে।

www.pathagar.com

ভ্লাদিমির পুতিন

আমি সাধারণত দুপুরের খাবার খাই না। আর সকালের নাস্তা? অধিকাংশ সময়ই আমি সকালে ফল এবং সামান্য কেইফার দিয়ে নাস্তা করে থাকি। তবে যখন সুযোগ হয় না তখন না খেয়েই থাকি। আমি সাধারণত সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়া করি। আমি কোন ধরনের ডায়েট করছি না। তবে আমি চাই না আমার ওজন বেড়ে যাক। লুডা ১৫ কেজি ওজন কমিয়েছে আমার মেয়েরাও কেউ মোটা না।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন মানে, আমরা এখন যেখানে থাকি সেখানে ১২ মিটার লম্বা একটা সুইমিং পুল আছে। আমি প্রতিদিন সাতার কাটার চেষ্টা করি। আর আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি হলফ করে বলতে পারি আমি যদি ব্যায়াম করা ছেড়ে দেই তাহলে আমার জন্য কয়েক সাইজ বড় কাপড় কিনতে হবে। একবার আমি ব্যায়াম করা সাময়িকের জন্য বন্ধ রেখেছিলাম। আমার কাপড়ের সাইজ ৪৪ থেকে ৫২-তে গিয়ে ঠেকেছিল। তারপর আবারও পরিস্থিতি নিজের হাতে নেই। ঘরে প্রতিদিন কম করে হলেও আধা ঘন্টা ব্যায়াম করার চেষ্টা করি।

আমি আগেই বলেছি যে আমি মার্শাল আর্টে জড়িত ছিলাম। তবে এই ব্যাপারটা অনেকে পাগলামির পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এখনও অধিকাংশ মার্শাল আর্টের লোকজনেরাই আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আমরা একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছি। কিন্তু, কখন

www.pathagar.com

করলে ভালো হয়?" আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে থাকি, "কী?" তারা আবারও তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করে থাকে, "আমরা একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছি! কিন্তু কখন করা উচিত হবে বলে আপনার মনে হয়?"

"আপনাদের যখন ইচ্ছে তখন আয়োজন করুন।" তারপর তারা জিজ্ঞাসা করে থাকে, "আপনার কখন সুবিধা হবে। আপনি তো আসবেন তাই না। আসবেন না কি?" মাঝে মাঝে মাথা গরম হয়ে যায়। তখন বাধ্য হয়েই কড়া কথা বলতে হয়, "আমি যদি আসতে পারি তবে অবশ্যই আসব না পারলে আসব না। কিন্তু তোমরা বাজে কথা বন্ধ কর!"

www.pathagar.com

আপনারা একত্রে ক্রাসনায়া পলিনিয়াতে স্কি করতে গিয়েছিলেন। স্কি করার নেশা কি জার্মানিতে থাকতে হয়?

নাহ। তারও আগে। তবে আমাদের বাচ্চারা আমাদের চেয়ে ভালো স্কি করে। তবে সবার ওদের অতিথি এসেছিল তাই ওরা আমাদের সাথে যেতে পারেনি।

www.pathagar.com

ভ্লাদিমির পুতিন

আমি দীর্ঘসময় যাবত স্কি করে আসছি। আমি ইউক্রেনের সেগেট এবং স্লাভস্কে স্কি করতে যেতাম। লুডামিলাও স্কি করে। আগেরবার ওর বেশ উন্নতি হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে সকিতে আমাদের স্কি করতে দেখে লোকজন বেশ মুগ্ধ হয়েছিল।

প্রথমাবার শেষে আমরা আবারও লিফটে ওঠার জন্য লাইনে দাঁড়ালাম। আমি আমার গগলস খুলে ফেলেছিলাম। আমাদের চারপাশে ভিড় জমে গেল। অবশ্য কেউই আমাদের বিরক্ত করেনি। ভিড় থেকে আওয়াজ এল "এ হতে পারে না!" লোকজন আমাদেরকে সামনে যাবার জন্য জায়গা করে দিল। লোকজন আমাদের সাথে ছবি তুলেছিল। তবে আমি অটোগ্রাফ দিতে অসম্মতি জানিয়েছিলাম। আমি যদি অটোগ্রাফ দেয়া শুরু করতাম তবে সারাদিন লেগে যেত। কারণ আমি ওখানে স্কি করতে গিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

আপনি কি সন্ধ্যার পর আপনার স্বামীর বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় থাকেন?

হ্যাঁ। আমরা সকালেও এক সাথেই ঘুম থেকে উঠি। তবে হ্যাঁ, ও প্রধানমন্ত্রী হবার আগে আমাদের জন্য ব্যাপারটা সহজ ছিল। তখন মধ্যরাতে ঘুমাতে গেলেও সকালে উঠতে কোন সমস্যা হতো না। আমরা তখন খুব একটা ক্লান্ত থাকতাম না।

টিভিতে ম্যাডেলিন আলব্রাইটের সাথে ওর সাক্ষাৎকার দেখে আমি তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। ও আগের রাতে মাত্র চার ঘন্টা ঘুমিয়েছিল। আর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সাক্ষাৎকার ছিল। আর এ অবস্থাতেই ও টানা তিনঘণ্টা ইন্টারভিউ দিয়েছে।

তার সবকিছু সুন্দরভাবে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতায় আপনি মুগ্ধ হন না?

অবশ্যই। ভলদয়ার স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর। আমার একটা ঘটনা মনে আছে। তখন ও পিটারে কাজ করছিল। আমাদেরকে ফ্রেঞ্চ কনস্যুলেটের রিসিপশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এটা ওর ক্যারিয়ারের প্রথম দিককার ঘটনা। ভলদয়ার আসতে দেরি হয়। আমরা মোট সাতজনের মত লোক ওর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ও আসার পর সবাই ওকে প্রশ্ন শুরু করল। পরবর্তী দুই ঘন্টা কাটে ওর প্রেস কনফারেন্সে।

তিনি প্রেস কনফারেন্সে কি নিয়ে কথা বলেছিলেন?

সবকিছু নিয়েই। সেবারই আমি প্রথমবার ওকে কাজে দেখেছিলাম। আমি ওর দিকে হা করে তাকিয়ে ছিলাম। ও ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি,

www.pathagar.com

আইন সকল কিছু নিয়েই কথা বলেছিল। আমি শুনছিলাম আর ভাবছিলাম ওর মাথায় এত কিছু থাকে কীভাবে। তবে ওর ওপর বরাবরই আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। ওকে অনেকবারই শূন্য থেকে শুরু করতে হয়েছে। ও প্রতিবারই সফল হয়েছিল। আর মস্কোতে এসে ওর সকল প্রচেষ্টাই যথাযথ সম্মাননা পায়। ভাইস মেয়রের পদ থেকে সরে দাঁড়াবার পর ও অনেকদিন বেকার ছিল। ও কাজ খুঁজছিল। ও নীরব থাকত। তবে আমি বুঝতে পারতাম। এখনও আমার ওর ওপর গভীর আস্থা রয়েছে তবে মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে ভয় হয়।

নাটকীয়ভাবে আপনার স্বামীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন নিশ্চয়ই আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সীমাবদ্ধতা জুড়ে দিয়েছে। আপনাদের বন্ধুরা এখন ইচ্ছা করলেই আপনাদের সাথে দেখা করতে পারেন না। আপনার বাচ্চারা বড় হচ্ছে তবে বন্ধু বান্ধবদের সাথে খুব একটা সময় কাটাতে পারছে না...

হ্যাঁ। ওদেরকে স্কুলেও নেয়া যাচ্ছে না। নিরাপত্তাজনিত হুমকি বৃদ্ধি পেয়েছে। মাশা এখন নাইন্থ গ্রেডে। কাটিয়া এইটথে। ওদের শিক্ষকরা বাড়িতেই আসেন। ওদের বন্ধুরাও বাড়িতে আসে। ওরা প্রায়ই সিনেমা দেখতে কিংবা থিয়েটারে যায়। ওরা আগের চেয়ে এখন অনেকটা বেশি মুক্ত। আমার মেয়েরাও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। আমি তাই বিশ্বাস করি যে, পরিবর্তন অদেরকে খুব বেশি একটা ঝামেলায় ফেলতে পারেনি।

www.pathagar.com

মাশা[১১]

সত্যি বলতে কি আমার স্কুলে যেতে ইচ্ছা করে। তারা বাবাকে নিয়ে নানান প্রশ্ন করে। ভদ্র লোকজন কোন প্রশ্নই করে না, কর্কশ লোকজন বেশি প্রশ্ন করে। তারা বাবার ব্যাপারে একটু বেশিই আগ্রহী। আর হ্যাঁ, আমি একটা জিনিস লক্ষ করে দেখেছি, বাবা প্রধানমন্ত্রী হবার পর, আমাদের সাথে লোকজন অনেক সম্মান দিয়ে কথা বলে। তবে এদের অনেকেই চাটুকারিতা করে। আর তা করে কেবল আমাদের সামনে ভালো থাকবার জন্য। এই ধরনের মিথ্যে আচরণ দেখলে আমার বিরক্ত লাগে। অনেকেই আবার রাস্তায় বলে বেড়ায়, "আমি পুতিনের মেয়েকে চিনি।" তবে যারা আমার বন্ধু তারা এখনও আমার বন্ধুই আছে।

[১১] ভ্লাদিমার পুতিনের বড় মেয়ে

www.pathagar.com

কাটিয়া[১২]

আমরা রাজনীতি নিয়ে এতটা চিন্তিত নই। আমরা কার্টুন দেখার সময় বাবাকে আমাদের সাথে থাকতে বলি। বাবা সময় করতে পারলে আমাদের সাথে কার্টুন দেখেন। আমাদের প্রিয় সিনেমা হলো এখন "দ্য ম্যাট্রিক্স।" বাবা এখনও দেখেনি সিনেমাটা। বাবা বলেছে, তার হাতে এখন খুব একটা সময় নেই। তবে বাবা পরে অবশ্যই আমাদের সাথে সিনেমাটা দেখবে।

[১২] ভ্লাদিমার পুতিনের ছোট মেয়ে

www.pathagar.com

মাশা

আমরা স্কুলে না গেলেও আমাদেরকে অনেক বেশি হোমওয়ার্ক দেয়া হয়। অনেক হোমওয়ার্ক...

www.pathagar.com

কাটিয়া

আমরা যখন থিয়েটারে সিনেমা দেখতে যাই আমাদের সাথে গার্ড থাকে। তারাও আমাদের সাথে থিয়েটারে বসে সিনেমা দেখে। তবে আমার মনে হয় একই সাথে তারা আমাদের গার্ডও দিতে থাকে। আমরা বন্ধুদের সাথে বের হলেও গার্ড থাকে। আমরা হয়ত সারাক্ষণ এদের দেখতে পাই না। তবে এরা কাছাকাছি থাকে। আমরা হাজারবার এদেরকে আমাদের সাথে বসে কফি পান করতে বলেছি। তবে তারা তা করবে না।

www.pathagar.com

মাশা

অনেক সময় লোকজন আমাদেরকে প্রশ্ন করে, "তোমার বাবা কি করতে চলেছে?"

আমরা বাবাকে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করি না। বাবাকে এমনিতেই অনেক বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আমরা বেশিরভাগ সময়ই আমাদেরকে নিয়ে কথা বলি।

www.pathagar.com

আপনার মেয়েদের মধ্যকার সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। তবে মাত্র এক বছরের বিরতিতে দুজন সন্তানের দায়িত্ব নিতে কষ্ট হয়নি?

ভলদয়ারই ইচ্ছে ছিল এভাবে। ভলদয়া মেয়েদের ভীষণ ভালোবাসে। অনেক বাবাই ভলদয়ার মত করে মেয়েদের সাথে আচরণ করে না। আর ওর ভালোবাসায় মেয়েরাও মাথায় উঠে বসে। শাসনের দায়িত্বটাও তাই আমাকে নিতে হয়।

উনি ছেলে সন্তান চাননি?

ভলদয়া সবসময়ই বলত, "সৃষ্টিকর্তা যা দেবে তাতেই আমি খুশি।" ভলদয়া কখনও বলেনি যে ওর ছেলে সন্তান দরকার।

আপনাদের পুডলটা কি ছেলে না মেয়ে?

মেয়ে, ওর নাম টোসকা। অনেকদিন হয় ওর চুল কাটা হয়নি। ভলদয়াও ওকে ভীষণ ভালোবাসে।

মাশা আর কাটিয়া কি নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে? মানে ওরা বড় হয়ে কে কি হতে চায়?

www.pathagar.com

মাশা "ব্যবস্থাপনা"-কে খুবই গুরুত্ব দেয় আর কাটিয়া বলে যে ও ফার্নিচার ডিজাইনার হবে।

মেয়েরা হয়ত বাবার দেখা পায় না বললেই চলে।

ওরা বাড়ির চাইতে টেলিভিশনেই ওদের বাবাকে বেশি দেখে। তবে ভলদয়া যখনই বাড়ি ফিরুক মেয়েদের কাছে যাবেই। মাশা এবং কাটিয়া দুজনের ওপরই করা নিয়ম জারি আছে। ১১টার মধ্যে ওদের বিছানায় যেতে হবে। ওরা যদি এরপর বিছানায় যায় তবে শাস্তি হিসেবে ওরা বন্ধের দিন কারো সাথে দেখা করতে পারবে না। আমি জানি নিয়মটা খুবই কঠিন। তবে এমন না করলে ওরা ৩টা পর্যন্ত জেগে থাকবে। আর আমি চাই ওরা শৃঙ্খল হোক। তোমরা যদি জেগে থাকতে চাও তবে থাকো। তা তোমাদের ব্যাপার তবে তাহলে তোমাদেরকে শাস্তি পেতেই হবে।

এই বইটা জার্মান কেন? আপনি জার্মান পড়েন?

হ্যাঁ। আমাদের মেয়ের শিক্ষক জার্মান। তিনি বইটা দিয়েছেন। এখনও পড়া হয়নি ওটা।

www.pathagar.com

এই বইটার নাম কি আপনি জানেন?

হ্যাঁ। "স্বামীর ছায়ায় প্রতিভাবতী নারীরা।" আমার মনে হয় এই নাম দেখে স্বামীরা খুব একটা ভালোবোধ করবে না।

যে সকল নারীরা তাদের রাজনীতিবিদ স্বামীর ছায়ায় থাকেন তাদের জীবন সম্ভবত অনেক জটিল। আর নারীরা মনোযোগ চায়...

আমার এতটা মনোযোগ প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতিগতভাবে আমি সেই পুরনো রাশান নারীদের মতই।

কিন্তু সকলেই জনপ্রিয় রাজনীতিবিদদের স্ত্রীর ব্যাপারে আগ্রহী। আপনি কখনও মিডিয়ার ওপর রেগে যাননি?

"রাগ?" রাগ এত সহজ কোন অনুভূতি নয়। যারা আমাদের ঘনিষ্ঠ কেবল তাদের সাথেই আমরা রাগ করতে পারি। তবে এ নিয়ে কিছু দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা আমার অবশ্যই আছে। যখন কোন সাংবাদিক আপনার বোন বা মাকে সাক্ষাতকারের জন্য বিরক্ত করবে তা মোটেই ভালো কোন অভিজ্ঞতা নয়। অনেকে আবার অতীত ঘেঁটে তা নিয়ে মিথ্যে কথা বললেও তা সমান কষ্টদায়ক।

www.pathagar.com

প্রেস নিয়ে আপনার স্বামীর চিন্তাভাবনা কেমন? তিনি টিভি দেখেন না?

সংবাদ দেখে। মাঝে মাঝে সিনেমাও দেখে।

তিনি কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন না?

কখনও হাসে, কখনও চিন্তিত হয়ে পড়ে আবার কখনও ওর মন খারাপ হয়। বন্ধের দিনগুলোতে ও বাড়ি থাকলে বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান দেখে।

www.pathagar.com

ভ্লাদিমির পুতিন

আমি সংবাদপত্র পড়ি। সময় পেলে টেলিভিশন দেখি। আমি খুব একটা বিরক্ত হই না।

www.pathagar.com

আপনার কোন বন্ধুবান্ধব আছে?

আমার তিনজন বান্ধবী আছে।

আর আপনার স্বামীর?

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় পুরো সেন্ট পিটারসবার্গই ভলদয়ার বন্ধু। ওখানে থাকাকালীন বন্ধের দিনগুলোতে আমাদের বাড়ি লোকের আগমনে সরগরাম থাকত। তবে সন্ধ্যের পর থেকে।

সামাজিক প্রাণী হিসেবে পুতিন অসাধারণ। ওর মানুষের সাথে মিশতে ভালো লাগে। আমার মনে হয় ও এই স্বভাবের না হলে চাপ সামলাতে পারত না। পিটার থেকে ওর বন্ধু-বান্ধবেরাও মাঝে মাঝে এখানে এসে ওর সাথে দেখা করে।

www.pathagar.com

ভ্লাদিমির পুতিন

আমার বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ কমে যাওয়া আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। তবে আমার অনেক ভালো বন্ধুবান্ধব আছে। এরা আমার সারা জীবনের বন্ধু। বন্ধু-বান্ধব হলো নিজের একটা অংশের মত। প্রথম কয়েক বছর আমার বন্ধুদের ছেড়ে থাকতে দারুণ কষ্ট হয়েছিল। ওদের ছাড়া আমার সময় কাটত একাকিত্বের মাঝে। আমার ওপর সবসময়ই কাজের চাপ তারপর পরিবারের দায়িত্ব ছিল। তবে মানুষের প্রকৃত পরিচয় বুঝতে পারা যায় তার বন্ধুদের মাঝে। জার্মানিতে বছর তিনেক পর আমরা সকলের সাথে মেলামেশা শুরু করেছিলাম। আর আমি কিছুদিনের মাথায়ই উপলব্ধি করছিলাম যে আমি আর বন্ধের সময় বাড়ি যাচ্ছি না।

আমার অনেক বন্ধু আছে। তবে এদের মধ্যে কাছের মানুষের সংখ্যা খুবই সামান্য। এই বন্ধুরা সবসময় আমার সাথে ছিল। আমার সাথে কখনই কোন প্রতারণা করেনি। আমিও ওদের সাথে কখনও প্রতারণা করিনি। মানুষ নিজের বন্ধুদের সাথে কেনই বা প্রতারণা করবে? ক্যারিয়ারের কথা ভেবে। শুধুমাত্র ক্যারিয়ারের কোন মূল্য নেই।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, ক্যারিয়ার আপনাকে সুযোগ করে দেয় নিজেকে প্রমাণ করবার। তবে এর মাঝে প্রতারণা কেন আসবে? আপনি নিজের সাথে প্রতারণা করতে না পারলে বন্ধুর সাথে কীভাবে পারবেন? তবে অনেকেই আছে যারা ক্যারিয়ারকে ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ বা টাকা কামানোর উপায় হিসেবে দেখে থাকে এবং সেগুলো অর্জনের জন্য যে কোন মূল্য দিতে তারা প্রস্তুত। তাদের ব্যাপারটা আলাদা। তবে আপনি যদি জীবন এবং মূল্যবোধকে গুরুত্ব প্রদান করেন তাহলে আপনার বন্ধুদের সাথে প্রতারণা করবার কোন মানে হয় না। আপনি মূলত জেতার বদলে হেরে যান।

আপনাকে অনেক অনুষ্ঠানেই যেতে হয়। আপনার স্বামীর সামাজিক অবস্থান কি আপনার জীবনধারার ওপর বোঝা বয়ে এনেছে?

নাহ। এমন কিছুই না। কারো সাথে কথা বলতে আমার ভালোই লাগে। মেয়েরা পোশাক-আশাক পরে সাজতে ভালোবাসে। আর রাজনীতিতে কখনই আমার আগ্রহ ছিল না। রাজনীতি আমার কাছে এক ঘেয়ে লাগে।

www.pathagar.com

আপনারা এক সাথে বেড়াতে যান?

আগে যেতাম। আমরা দুবার লাটভিয়াতে গিয়েছি। আমরা দেশের বাইরেও অনেক ঘুরেছি। তবে আমি আর এখন এসব নিয়ে ভাবি না। আমি যখন পরিকল্পনা করতাম তখন সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী যেতে না পারলে আমার মন খারাপ হয়ে যেত। তবে আমি বুঝতে পেরেছি সবকিছু ঠিক রেখে বন্ধের জন্য পরিকল্পনা করা সহজ কাজ নয়। তাই যাতে হতাশ না হতে হয় সেজন্য আর কোন পরিকল্পনাই করি না।

আপনার উত্তর শুনে মনে হচ্ছে আপনি খুব একটা সুখি না এ ব্যাপারে।

না, মোটেও তা নয়। আমি জানতাম এ রকম হবেই। আমি যদি কেবল নিজেকে নিয়েই ভাবতাম তা হলে কোন এক সময় আমি আমার স্বামীকে বলতাম, "ভলদয়া, তোমার পায়ে পড়ি। অনেক হয়েছে, এখনও অন্য কিছু করা যাক।" তবে আমি কখনই ওকে এ কথা বলিনি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায়-৯

দ্য পলিটিশিয়ান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আপনার স্ত্রী আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আপনি একবার ফ্রেঞ্চদের প্রেস কনফারেন্সে ধূর্ত সব রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে দুঘণ্টার মত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। আমাদের সাথেও এমন কিছু সম্ভব নাকি?

আমরা কি নিয়ে কথা বলতে চলেছি?

সবকিছু নিয়ে। চেশনিয়ায় আপনি কি করতে চাইছেন তা কম-বেশি পরিষ্কার– বিদ্রোহীদের অবসান চাইছেন। এ কাজ শেষ হলে চেশনিয়া নিয়ে কি করবেন তা কি ভেবে দেখেছেন?

প্রথমেই আমাদের মিলিটারি অপারেশন বন্ধ করতে হবে।

মানে?

একটি ইউনিটে দশ কি দশের বেশি বিদ্রোহীদের সংগঠন বন্ধ করতে হবে। একই সাথে সেখানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারি সংস্থার পুনর্গঠন করতে হবে। আমাদেরকে সামাজিক সকল সমস্যা দূর করতে হবে। স্কুল এবং হসপিটাল নির্মাণ করতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা হলো আমাদের সেখানে কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। তারপর নির্বাচন। চেশনিয়ার জন্য একটি পার্লামেন্টারি সংসদ ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।

আর রাশিয়ান ডুমায় রিপাবলিকদের নিজস্ব ডেপুটি তো থাকবেই। পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় তার ওপর নির্ভর করে সরাসরি প্রেসিডেন্সিয়াল শাসনও দরকার হতে পারে।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন? কতদিনের জন্য?

এক কি দুই বছর। এর মাঝে সেখানকার সরকারি সংস্থার পুনর্নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক নিয়মকানুনে পরিবর্তন আনতে হবে।

আপনি কি সেখানে মস্কো থেকে লোক নিয়োগ করবেন? আপনার নিয়োগকৃত লোক কে হবে, রাশান না চেচান?

অনেক কিছু বিবেচনা করলে অনেক ধরনের সম্ভাবনা আছে, এর মধ্যে মিশ্র নেতৃত্বও অন্তর্ভুক্ত। তাদের জাতিগত পরিচয় নয় বরং তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদেরকে নিয়োগ দেয়া হবে।

এগুলো সবকিছুই সেখানে ছিল। যদিও নির্বাচনের ধরণ ও প্রক্রিয়া এবং সরকারি ও সামাজিক সংস্থাগুলোর প্রকৃতি আলদা ছিল। তবে বিদ্রোহীরা মুহূর্তের মধ্যেই সেগুলো কব্জা করে ফেলল। এরকম যে ভবিষ্যতেও ঘটবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

ওখানের প্রকৃত নিশ্চয়তা কি তা কি জানেন? আমি আবারও বলছি- ঐ ডাকাতগুলোকে ধ্বংস করা হবে আর বাকি যা আছে তা আমরা সামলে নেব। তারা তারপর নিজেদের রিপাবলিক হেড নির্বাচন করুক। আমরা চেশনিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য তৈরি। ক্ষমতা সীমাবদ্ধকরনের কত ধরনের চুক্তি আছে? মনুষ্য জাতি একই রাষ্ট্রে ভিন্ন জাতির মানুষের ঐক্যবদ্ধভাবে বাস করার জন্য অসংখ্য উপায় বের করেছে। তবে কোন না কোন সমঝোতায় ঠিকই আসতে হবে। আমার বিশ্বাস আমরা সমঝোতায় আসতে পারব। তবে আমাদের ওপর কেউ কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারবে না।

www.pathagar.com

কিন্তু আমরা কি ওদের ওপর সব কিছু চাপিয়ে দিচ্ছি না। আপনার কি মনে হয় না কেউ প্রতিশোধ নিতে চাইবে?

রাশিয়া'কে আক্রমণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তিন বছর হলো ডাকাতগুলো চেশনিয়াকে শোষণ করে যাচ্ছে। তারা তাদের নিজেদের মানুষের ওপরই অবিচার করে যাচ্ছে। তারা সাধারণ মানুষের অর্থ চুরি করছে। আর অধিকাংশ চেচানের এই বিশ্বাস যে দোষ তাদের নীতিনির্ধারকদের।

কিন্তু আপনি সেখানে কর্তৃত্ব রাখতে চাইছেন।

এরকম কিছুই না। আমরা ডাকাতদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করছি, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়। সেখানে ফেডারেল এলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। তারা নিজেদের নেতাকে বেছে নেবে। আমরা তাদের সাথে চুক্তি করব এবং ফেডারেল সেন্টারের সাথে চেশনিয়ার সম্পর্ক স্থাপন করা হবে।

আপনার কাছে কি অন্য কোন উপায় নেই? আমাদের কি আক্রমণ বন্ধ করা উচিত, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে, তাদের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করা উচিত হবে না কি? এটা কি কোন অপরাধ নয়? এটা সাধারণ চেচানদের বিরুদ্ধে অপরাধ হয়ে যায় না? অথবা চেশনিয়ার থেকেই আক্রমণের অপেক্ষা করা? আমাদের কি করা উচিত?

আমাদের কি করা উচিত আমি তা বলেছি। আমাদের প্রথমেই ডাকাতদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আপাতত প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের পর

www.pathagar.com

সেখানে কয়েক বছরের জন্য সরাসরি প্রেসিডেন্সিয়াল শাসন চালু রাখতে হবে। আমাদের সেই অঞ্চলের অর্থনীতি এবং সামাজিক সেবার পুনর্গঠন করতে হবে।

আমাদের সেখানকার তরুণ প্রজন্মকে সহিংসতার বাইরে বের করে আনতে হবে। আমাদেরকে সেখানে বিভিন্ন শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে হবে। আমাদেরকে অনেক কাজ করতে হবে। আগের মত চেশনিয়াকে ফেলে রাখলে চলবে না। আমার পূর্বে ঠিকই তাদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যক্রম করেছিলাম। তবে আমাদেরকে এখন অনেক কাজ করতে হবে। আমাদেরকে এক সাথেই থাকতে হবে।

আমাদের ওপর কেউই কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারবে না। তবে আমরা চেচানদের ভালোর দিকেই অধিক প্রাধান্য দেব। আমার তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ঠিকই কোন না কোন সমঝোতায় পৌছাবার উপায় খুঁজে বের করতে পারব।

তবে তারা যদি এগুলো উপলব্ধি না করতে পারে তবে দিনে দিনে সাধারণ মানুষজনদেরকেও ডাকাতে পরিণত করা হবে এবং তখন তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই সহিংসতা করতে থাকবে। তারা আদৌ উপলব্ধি করতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত নয়। আমাদের সেখানে লোকাল এলিট তৈরি করতে হবে যাতে করে তারা উপলব্ধি করতে পারে রাশিয়ার সাথে থাকাই চেশনিয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে।

এরই মধ্যে বিদ্রোহীরা বেশ কয়েকবার আপনাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে!

কারোই এ ধরনের হুমকিতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। এদের স্বভাব অনেকটা কুকুরের মত! আপনি যখন ভয় পাবেন তখন কুকুর তা বুঝতে পারে এবং

www.pathagar.com

তখনই আপনাকে কামড়ায়। এই পরিস্থিতিও অনেকটা একই রকম। ওরা যদি বুঝতে পারে আমরা ভয় পেয়েছি তাহলে ওরা ভাববে যে ওরা অধিক শক্তিশালী। ফলে তারা সহিংসতা শুরু করবে। তাই আপনাকেই প্রথমে আক্রমণ করতে হবে। সেই আক্রমণ এতটাই তীব্র হতে হবে যাতে ওরা নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে না পারে। আর সেনাবাহিনীর কাজ শেষ হলেই সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে।

তবে পুরো চেশনিয়া নিয়ে দেশটা নয়। আপনার মতে একটি দেশের অপরিহার্য প্রয়োজন কোনটি?

আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে, কেবল লক্ষ্য নিয়ে ফাঁকাবুলি আউড়ে গেলেই চলবে না। আর এই সকল লক্ষ্য প্রতিটি মানুষের বোধগম্য হতে হবে। অনেকটা কমিউনিজমের কোডের মত। আর এই কোডের প্রথম লাইনে আপনি কি লিখবেন? নৈতিক মূল্যবোধ।

আমরা কি আবারও রাশিয়ার বিশেষ পথ খুঁজে বের করব?

আপনাকে কিছুই বের করতে হবে না। পথ এরই মধ্যে পাওয়া গেছে আর তা হলো গণতন্ত্রের উন্নয়নের পথ। রাশিয়া একটি বৈচিত্রপূর্ণ দেশ। তবে আমরা পশ্চিম ইউরোপীয় সংস্কৃতির একটা অংশ।

আমরা আমাদের ভূখণ্ড এবং সংস্কৃতি রক্ষা করবার চেষ্টা করব। আর তারা যদি আমাদের দিকে এগিয়ে আসে তবে আমাদের বন্ধু তৈরি করে আঘাত হানতে হবে। এছাড়া আর কি করতে পারি আমরা?

www.pathagar.com

বেবিটস্কিকে[১৩] ফিরিয়ে আনতে হবে। তবে এই অনুরোধটা আপনাকে ঐ ডাকাতগুলোর বরাবর করতে হবে। তবে জনগণের সন্দেহ আছে যে তিনি আসলেই বিদ্রোহীদের কব্জায় রয়েছেন কিনা।

জনগণের কোন সন্দেহ থাকা উচিত না। তাহলে কোর্টেহেলের কি খবর? সে কোথায়? আর জেনারেল স্পিগান? ওদের হাতে আরও ২৫৮ জন বন্দি। এরা কোথায়?

বেবিটস্কি কি বেঁচে আছেন?

হ্যাঁ, তিনি বেঁচে আছেন। আজই বিদ্রোহীরা একটা ভিডিও পাঠায়। ভিডিওতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ও বেঁচে আছে।

তাকে মস্কোতে কবে নাগাদ দেখা যেতে পারে?

তাকে দেখা যাবে। তাকে দেখা গেলেই তাকে ইন্টারোগেশনের জন্য তলব করা হবে।

ব্যাপারটা কেমন যেন না। প্রথমে আপনি তাকে মস্কোর বাইরে না বের হবার শর্তে মুক্তি দিলেন। তারপর আপনি তাকে বিদ্রোহীদের সাথে

[১৩] একজন রাশান সাংবাদিক যিনি অসংলগ্ন খবর প্রকাশ করেন। অন্যান্য রাশানদের বিনিময়ে রাশান সরকার তাকে বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দেন, এখন তিনি বিদ্রোহীদের হাতে জিম্মি

www.pathagar.com

বিনিময় করলেন এবং তারপর আবার তাকে ইন্টারোগেশনের জন্য ডাকবেন।

আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। রাশিয়া এখন জটিল সময় পার করছে, আপনি আমার সাথে সম্মতি প্রকাশ করবেন যে প্রথম চেচান যুদ্ধে রাশিয়া হেরেছিল কেবল সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে। রাশানরা বুঝতে পারেনি যে সৈন্যরা কেন যুদ্ধ করছিল। সেই সৈন্যরা নিজেদের জীবন দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু উল্টো দোষটা তাদের ঘাড়েই চাপান হয়। তারা দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু তাদেরকেই জনসম্মুখে অপমান করা হয়।

তবে এবারকার পরিস্থিতি অনেকটা ভিন্ন। বেবিটস্কি এবং তার স্বল্পজ্ঞান পরিস্থিতি বিপরীত দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। সে সরাসরি শত্রুপক্ষের হয়ে কাজ করছিল। সে তথ্যের কোন প্রকৃত উৎস ছিল না। সে কাজ করছিল ডাকাতগুলোর হয়ে।

তাহলে, তার রিপোর্ট আপনার অপছন্দ?

আমাকে শেষ করতে দিন! যা বলছিলাম, সে ডাকাতদের হয়ে কাজ করছিল। তাই ওদের সেনারা যখন ওর বদলে আমাদের কিছু সেনা সদস্যদের মুক্তি দিতে রাজি হয়। এই বিনিময়ের আগে ওকে আমাদের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি চাও যে এই বিনিময় হোক?" ওর উত্তর ছিল, "হ্যাঁ।"

এই বিনিময়ে আমাদেরকে তিন রাশান সেনা ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। ওদের তখন ফিরিয়ে না আনলে ওদের নির্ঘাত মৃত্যু হতো। আর তারাই প্রকৃতপক্ষে নিজের দেশের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত।

www.pathagar.com

ডাকাতরা বেবিটস্কিকে নিজেদের একজন মনে করেছে তাই তার বিনিময়ে ওদেরকে ফেরত পাঠিয়েছে।

এরপর ওরা আরও দুজন রাশান সৈন্যকে ফেরত পাঠায়, তো শেষমেশ একজন বেবিটস্কির বিনিময়ে ৫ জন রাশান সেনা মুক্তি পায়।

তাই তিনি এখন রাশিয়ার নায়ক?

নায়ক নাকি দেশদ্রোহী? ডাকাতদের সাথে হাত মেলানও উচিত নয়। আর যুদ্ধের ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য– রাশান সেনাদের গলা কেটে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে, এ ধরনের খবর প্রকাশ করাও ভালো ব্যাপার নয়। তারা এ ধরনের পাশবিক কাজকর্ম করছিল ব্লাকমেইল করবার কারণে। এ নিয়ে আপনি কি বলবেন? আর বেবিটস্কি একে সমর্থন করছিল।

কিন্তু তিনি যা বলেছেন তা হলো...

আমি পড়েছি। ও প্রথমে ভেতরে গেল। ও বেরিয়ে এল হাতে ম্যাপ নিয়ে যাতে দেখানো আছে আমাদের চেকপয়েন্টে কীভাবে পৌছাতে হবে। কোন ধরনের অফিসিয়াল নির্দেশ ছাড়া এ ধরনের সেন্সেটিভ এলাকায় প্রবেশের তার কোন কতৃত্ব আছে কি?

তাহলে এই সমস্যার সমাধানের জন্য তাকে মস্কোতে নিয়ে আসা উচিত ছিল কি?

www.pathagar.com

ওকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং তদন্ত শুরু হয়েছিল। সে বলেছিল, "আমি তোমাদের বিশ্বাস করি না। আমি চেচানদের বিশ্বাস করি।"

আর যদি এ সকল কিছু মিথ্যা হয়?

আপনি যুদ্ধের সত্য নিয়ে আমাকে অন্য কোন সময় কথা বলতে বলবেন। যখন লোকজন শত্রুদের পক্ষে লড়াই করা শুরু করে... আসলে কি সাংবাদিকরা যুদ্ধ করে না।

বেবিটস্কি যা করেছিল তা মেশিনগান চালানোর চাইতেও অধিক ঝুকিপূর্ণ ছিল। আর বাকস্বাধীনতা? আমরা নানা উপায়ে বাকস্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

এর মানে যদি এই হয় যে, আপনি যুদ্ধে সরাসরি অপরাধ করে বেড়াবেন তাহলে আপনার কথায় আমি সমর্থন করি না।

আপনি নিজের কথা বলতে পারেন। তবে অন্য কারো ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার কোন অধিকার আপনার নেই।

আমরা ওকে ওখানে পাঠাইনি। ও নিজে থেকেই গেছে।

আপনি নিশ্চিত?

এটাই সত্য। আর আমি যা বলছি তা সে নিজের মুখেই নিশ্চিত করেছে। ভিডিও টেপেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ও ওখানে যেতে চাইছিল। ওরা একজন রাশান সাংবাদিককে নিয়ে তাকে আরাম আয়েশে রাখছে, না?

www.pathagar.com

উনি রাশান সাংবাদিক নন। রাশান নাগরিক।

আপনি বলছেন সে একজন রাশান নাগরিক। তাহলে তাকে দেশের আইন মোতাবেক আচরণ করতে বলুন।

তবে এখনও ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়। আপনি ঠিক কোন আইনের অধীনে তাকে বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিলেন। তিনি যদি চাইতেন তাকে ফাঁসি দেয়া হোক, আপনি কি তাই করতেন?

এটা অসম্ভব ব্যাপার। আইন এমনটা করতে বাধা দেয়। ওর বিচারে ফাঁসি এলে ওকে ফাঁসি দেয়া যেতে পারে, তবে ওর বদলে যদি পাঁচজন সেনা ফেরত পাওয়া যায় তবে তা ভালো, বেশ ভালো।

বেবিটস্কিকে ফিরিয়ে আনুন।

ওকে খুঁজে বের করা হবে। তারপর ওকে বিচারের মুখোমুখি করা হবে। এ ধরনের কেসে সাধারণত ট্রায়ালের প্রয়োজন পড়ে না। তবে তার আগে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

আমাদের সাথে ন্যাটোর সম্পর্কের সমস্যাটা কোথায়? আমাদেরকে দেখে মনে হয় না আমরাও এর অংশগ্রহণকারী।

www.pathagar.com

আমরা যদি ঠিকভাবে অংশ নিতে পারতাম, পরিস্থিতি এতটা খারাপ হতো না। ইয়োগোস্লাভিয়ার ঘটনাই প্রমাণ করে দেয় যে রাশিয়াকে বাদ দিয়েই সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব। আর এটাই মূলকথা। তাই এ ধরনের সম্পর্কের প্রয়োজনও নেই।

ইয়োগোস্লাভিয়ার পরিস্থিতি শুরু হবার সময় আপনি সিকিউরিটি কাউন্সিলের সেক্রেটারি ছিলেন। প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী কেউই আপনার কথায় গুরুত্ব দেননি?

প্রেসিডেন্ট প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন।

যেহেতু আমরা ইউরোপিয়ান সহায়তামূলক সম্পর্ক নিয়ে কথা বলছি, আমরা আরেকবার চেশনিয়া প্রসঙ্গে ফিরে আসি। চেশনিয়ায় শান্তিরক্ষা বাহিনীর আগমন কি অনুমোদন করবেন?

প্রশ্নই আসে না। আমরা চেশনিয়াকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃত দিচ্ছি না। চেশনিয়া যদি স্বাধীন দেশ হতো তাহলে তারা চাইলে শান্তিরক্ষা বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করতে পারত।

তারা বলে যে কসোভো ইয়োগোস্লাভিয়ার মাঝেই রয়ে গেছে। তবে তারপরো তারা সেনাবাহিনী নিয়ে এসেছে।

www.pathagar.com

এ কারণেই আমরা কসোভো নিয়ে কোন ধরনের সিদ্ধান্তে যাচ্ছি না। কসোভো নিয়ে আর কিছুই সম্ভব না। কসোভোতে ন্যাটো মূলত যা করেছে তার সবই ন্যাটোর স্বার্থবিরোধী এবং উদ্দেশ্যের বহিরাগত কাজ।

আপনি বলছেন সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না আমরা। তারা আসলে কোন ধরনের প্রস্তাব দিয়েছিল?

ধরা যাক, আমাদেরকে চেশনিয়ার সমস্যা দূর করার জন্য কোন মধ্যস্ততাকারি প্রেরণের প্রস্তাব দেয়া হলো। আমাদের কোন মধ্যস্ততাকারীর প্রয়োজন নেই। আর এটাই আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ তৈরি হবার প্রথম ধাপ। প্রথমে আসে মধ্যস্ততাকারী, পরে আসে তাদের স্পেশাল ফোর্স, এরপর সেনাবাহিনী। এক পর্যায়ে আমাদেরকেই তাড়িয়ে দেয়া হবে...

তাহলে ন্যাটোতে পুনরায় যোগদানের ব্যাপারটাকে আমাদের ভেবে দেখা উচিত না?

ভেবে দেখা যায়, তবে প্রশ্ন হলো আপনি কোন ধরনের ন্যাটোর কথা বলছেন। সেই ন্যাটো যে জাতিসংঘের নির্দেশে ইয়োগোস্লাভিয়ায় সহিংস আচরণ করেছে? এ ধরনের ন্যাটো হলে আর যোগ দিয়ে কি লাভ।

সবশেষে রাশিয়া এবং ন্যাটোর মধ্যে কোন সম্পর্ক তৈরি হবার প্রয়োজন আমি দেখছি না। তবে আমরা যোগ দেব যদি রাশিয়াকেও সমমর্যাদা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

আর ন্যাটোর অন্যান্য সদস্যরা রাশিয়াকে কিভাবে দেখে?

আমার মনে হয় তারা ন্যাটোর বিলুপ্তিকে ভয় পাচ্ছে যা এই সংস্থার মধ্যেই সৃষ্টি হতে পারে। আমরা শক্তিশালী এক পক্ষ। তবে বিশ্বে আরও একটি একক ক্ষমতা আছে। আর তা হলো আমেরিকা। এর চাইতে শক্তিশালী আর কেউ নেই। আর তাই, এর ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাতারা ভয় পাচ্ছে যে ন্যাটোতে বিপজ্জনক পরিবর্তন আসতে পারে। আর আমাদের প্রেক্ষাপট থেকে ন্যাটো হয় সবচেয়ে ভালোর দিকে মোড় নেবে অথবা সবচেয়ে খারাপের দিকে।

তবে ব্যাপারটা পরিষ্কার ঠেকছে না। ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, রাশিয়া ন্যাটোকে সমালোচনা করছে কারণ, রাশিয়াকে ইয়োগোস্লাভিয়া যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। তবে যদি দেয়া হতো তাহলে কি হতো?

এটাই মূলকথা। যদি দেয়া হতো তাহলে এ ধরনের কোন সিদ্ধান্তই নেয়া হতো না। আমরা আমাদের নিজেদের ব্যাপারে অন্য কাউকে নাক গলাতে দিতাম না। আমার বিশ্বাস এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া সম্পূর্ণ ভুল ছিল এবং এটি আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে।

তাহলে ১৯৫৬ সালে ওয়ারসো প্যাক্ট যে হাঙ্গেরি এবং ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করে বসে। ওগুলোও কি ভুল ছিল?

www.pathagar.com

১৯৫৩ সালে জার্মানিতে আমাদের সেনা প্রয়োগ করার কথাটা ভুলে গেছেন। আমার মতে এগুলোও বড় ধরনের ভুল ছিল। আর পূর্ব-ইউরোপে যে রুশফোবিয়া দেখতে পাওয়া যায় তা এই ভুলেরই ফসল।

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, রাশিয়া দুর্বল হয়ে পরছে। আর এই দুর্বলতার কারণে নিত্যনতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আর আপনার কথা মোতাবেক, রাশিয়ার স্টেটহুড পুনরুদ্ধার করতে হবে। এটা বোঝা যাচ্ছে। তবে এর মানে কি এই যে রাষ্ট্রের সকল সম্পত্তিও পুনরুদ্ধার করতে হবে?

না। অবশ্যই না। তবে রাষ্ট্রের মালিকানার কিছু পরিমাণের সম্পত্তি থাকা প্রয়োজন। যেমন– প্রতিরক্ষা শিল্প।

এর মানে কি এই যে আপনি প্রাইভেট শিল্প বিস্তারের কথা বলছেন?

প্রথমে আমাদেরকে সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আমার বিশ্বাস রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সার্বজনীন আইন প্রতিষ্ঠা করা। রেগুলেশন্স, নির্দেশনা এবং আইনের মাধ্যমেই এই সকল আইন তৈরি এবং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

www.pathagar.com

তবে আমাদের ইতিমধ্যে অনেক আইন রয়েছে? এই সকল আইন আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যেতে পারছে?

আপনি সত্য কথাই বলছেন। এ কারণেই লোকে সরকারকে বিশ্বাস করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, মিলিটারির লোকদের জন্য বিনামূল্যে পরিবহন সেবা চালু করার আইন পাশ করা হয়েছে। তবে সেই আইন কার্যকর করা হচ্ছে না। সেনা সদস্যদের টাকা দিয়েই পরিবহন সুবিধা গ্রহণ করতে হচ্ছে। তাই অবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য সরকারকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং অপ্রচলিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

কি ধরনের পদক্ষেপ?

আমাদেরকে পুনরায় বিগত বছরের রাষ্ট্রকর্তৃক গৃহীত সামাজিক নিশ্চয়তাগুলো মূল্যায়ন করতে হবে যেগুলো এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমাদের হাতে এর কোন বিকল্প নেই।

আপনি কি আরও পরিষ্কার করে বলতে পারবেন। মিলিটারির পরিবহন সুবিধার উদাহরণটা দিয়েই খুলে বলুন।

নিশ্চয়ই। কিছু নাগরিকের সাথে সাথে মিলিটারির লোকদের বেতন বাড়ালে কি ভালো হবে না? আপনি যদি আরও সামান্য কিছু টাকাও তাদের বাড়িয়ে দিতে পারেন তাহলে তারা নিজেদের ভাড়া নিজেরাই প্রদান করতে পারবে। এতে করে তাদেরকে অপমানের শিকার হতে হবে না। আর সরকার যদি

www.pathagar.com

বলে তারা নাগরিকদের সুবিধার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি আছে তবে তাই করা উচিত।

আমি নিশ্চিত যে আমার বাম্পন্থী বিরোধি দল "জনগণ তাদের অধিকার হারাচ্ছে। আর এটা অসহায় জনগণের প্রতি অবিচার।" বলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর যে সরকার নিজের কর্তব্য পালন করতে অপারগ তা প্রকৃতপক্ষে কোন সরকারের মধ্যেই পড়ে না। আর এ কারণেই সরকারের ওপর মানুষের আস্থা কমে গেছে।

তাই আপনি বামপন্থীদের সাথে সমঝোতায় আসতে চাইছেন কারণ, কোন অপ্রচলিত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তাদেরকে আপনার প্রয়োজন? এ কারণেই কি স্লেজনেভকে হাউজের স্পীকার হিসেবে আপনার প্রয়োজন ছিল?

আমার তাদেরকে প্রয়োজন? উল্টো আমি স্লেজনেভ এবং জিয়াগনেভকে নতুক কোন মুখ খুঁজে বের করতে বলেছি। যদি এই নতুন মুখ তাদের দল থেকে হয় তাও কোন সমস্যা নেই।

কিন্তু একজন সমাজবাদী!

শুনুন, আমাদের দেশে বরাবরই কম্যুনিস্টদের সাথে সহায়তার সম্পর্ক ছিল। একটি আইনও কম্যুনিস্টদের সমর্থন ছাড়া পাশ করা হয়নি। আমার কাছে মনে হয় কম্যুনিস্টদের সাথে সমোঝতার একাধিক উপায় রয়েছে। ইউরোপিয়ান একটি রাষ্ট্রের আধুনিক সংসদীয় দল হবার সকল সুযোগই

www.pathagar.com

তাদের রয়েছে। কোন ধরনের সামাজিক ভিত্তি ছাড়াই আমাদের অসংখ্য পার্টি, গ্রুপ, গ্রুপলেটস রয়েছে। আর রয়েছে কম্যুনিস্টরা। সামাজিক ভিত্তি সম্বলিত একটি বড় মাপের রাজনৈতিক দল।

অনেকের মতেই, "শক্তিশালী কর্তৃত্ব" "স্বৈরতন্ত্রে'র" সাথে জড়িত।

আমি শক্তিশালীর চাইতে, কার্যকরী বলতে বেশি পছন্দ করব।

আপনি একে যা খুশি বলতে পারেন। তবে এই কতৃত্ব কীভাবে কার্যকর হবে। এটি প্রতিষ্ঠিত আইন কীভাবে প্রয়োগ করবে?

আদালত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা পালন করবে। সংস্থাগুলোর ভূমিকা পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এই বিষয়টাই বুঝতে চাই না। তাদের ভূমিকা হলো লিখিত আইনের প্রতিনিধিত্ব করা।

আমরা বিচারকদের এবং আইন প্রয়োগকারীদের বেতন বাড়াচ্ছি না কেন?

এখন পর্যন্ত আমাদের মাঝে সোভিয়েত মতাদর্শ কাজ করছে। আর সে কারণেই তাদের বেতন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না।

www.pathagar.com

আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে মনে করা হয় যে বিচারকেরা এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই অন্যান্য সরকারি চাকুরিজীবির চাইতে অধিক বেতনের তাদের কোন প্রয়োজন নেই।

আমাদের সমাজের মানুষদের বুঝতে হবে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী পেশার মানুষদের পর্যাপ্ত বেতন দিতে হবে যাতে তারা সকলের স্বার্থরক্ষা করতে পারে।

আমরা কখন এ বিষয়টা বুঝতে পারব?

আমাদের জনগণ বোকা নয়। তবে এ ব্যাপারটা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয় না। পরবর্তী পদক্ষেপ হলো বিজ্ঞান এবং শিক্ষা, আধুনিক ব্যবস্থাপক ব্যতীত, সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের আধুনিক জ্ঞান ব্যতীত, এবং এই খাতে প্রয়োজনীয় লোকজন ছাড়া কোন ধরনে ফলাফল অর্জনই সম্ভব হবে না।

তবে সেই লোকজনেরা ইতিমধ্যে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে।

সবাই যায়নি। আর আমরা মৌলিক বিজ্ঞান এবং শিক্ষা সংরক্ষণ করতে পেরেছি। আমরা যদি তা হারিয়ে ফেলি তবে আমাদের সেখানেই সমাপ্তি ঘটবে।

আমরা এত কিছু করবার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক তহবিল কোথায় পাব?

www.pathagar.com

অর্থ বড় সমস্যা না। এখানে মূল সমস্যা হলো বুঝতে পারাটা। পশ্চিমা একজন বিশেষজ্ঞকে তার জ্ঞানের জন্য কত পারিশ্রমিক দেয়া হয়। ধরা যাক ৫০০০ ডলার। আমরা যদি তাদেরকে ২০০০ ডলার দেই আমি হলফ করে বলতে পারি এরা দেশত্যাগ করবে না। আপনি নিজের দেশে নিজের মানুষের মাঝে আপনার জ্ঞানের এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে অন্যদের চেয়ে সামান্য বেশি বেতনে কাজ করলে কেউই নিজের দেশ ত্যাগ করবেন না।

তাও পরিষ্কার হচ্ছে না সব। আপনি আমলাদের, বিচারকদের এবং সেনা সদস্যদের বেতন বাড়ানোর কথা বলছেন। আবার একই সাথে বিজ্ঞান এবং শিক্ষার উন্নতির কথাও বলছেন। এ জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। আমরা এত অর্থ কোথায় পাব? যদি আমেরিকা কাল সিদ্ধান্ত নেয় যে এরা এদের রিজার্ভ তেল বিক্রি শুরু করবে। তাহলে মূল্য কমে যাবে, তারপর...

আমাদের কাছে অর্থ রয়েছে। তবে তা আমাদের হাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্র যতদিন পর্যন্ত না শক্তপোক্ত হবে আমাদের অন্যের তেলের মজুদের ওপরই নির্ভর করতে হবে।

আপনি তো একজন আইন বিশেষজ্ঞ। আপনার মতে আইনের কি পরিবর্তন আনা সম্ভব না?

আইনকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়। তবু কোন আইন যদি অকার্যকর হয়ে পড়ে তবে অবশ্যই তার পরিবর্তন আনতে হবে।

www.pathagar.com

আর আমাদের সংবিধান? আমাদের সংবিধান কি আমাদের জীবনধারাকে পিছিয়ে রাখছে?

সংবিধান সকল সাধারণ এবং মূখ্যনীতির ওপর আলোকপাত করা থাকে। আর এ কারণেই সাধারণ আইনের চেয়ে সংবিধান বেশি সময় ধরে কার্যকর থাকে। এটাই স্বাভাবিক কারণ সংবিধানে সমাজের কিছু মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে থাকে এবং তা করে থাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য। তবে সংশোধনের মাধ্যমে চাইলে সংবিধানেও পরিবর্তন আনা সম্ভব।

সংবিধানে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার অনুচ্ছেদে কি সংশোধন আনা উচিত না?

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার ওপর সীমাবদ্ধতা প্রয়োগ করা উচিত, না কি উচিত না?তবে উল্টো প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ৭ বছর করবার জন্য নতুন সংশোধন আনা হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে।

আমি ঠিক জানি না। সম্ভবত চার বছরের মাঝেই কাজ করা সম্ভব। তবে চার বছর অনেক কম সময়। বিশেষজ্ঞরা প্রতি বছরের সাফল্যের কথা মাথায় রেখে কাজ করে যাচ্ছে যাতে এর ফলাফল সুদৃঢ় হয়।

আর প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা?

আমার বলার কোন অধিকার নেই যে সংশোধন সম্ভব না। আমাদেরকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে কোন কিছু কিভাবে গঠিত হচ্ছে এবং সেগুলো সঠিকভাবে রাষ্ট্র এবং সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে কিনা। যদি প্রেসিডেন্টের অনুচ্ছেদে বিশেষ কোন ক্ষমতার কথা উল্লেখ থাকে তবে তার রিভিও করতে হবে। আর এসব কিছুই বোর্ডের আলোচনার ওপর নির্ভর করবে।

www.pathagar.com

APPENDIX

RUSSIA AT THE TURN OF THE MILLENNIUM

Vladimir Putin

Humankind is witnessing two major events: the new millennium and the 2000th anniversary of Christianity. I think that the general interest and attention paid to these two events is more profound than the usual celebration of red-letter dates.

New Possibilities, New Problems It may be a coincidencebut then again, it may be notthat the beginning of the new millennium coincides with the dramatic turn in world developments in the past twenty to thirty years. I mean the deep and rapid changes in humankind's whole way of life related to the formation of what we call the post-industrial society. Here are its main features:

Changes in the economic structure of society, with the diminishing importance of material production and the growing importance of secondary and third sectors. Consistent renewal and quick introduction of novel technologies and the growing output of science- intensive production. Landslide developments in information science and telecommunications. Priority attention to management and the improvement of systems of organization and guidance in all spheres of human endeavor. And lastly, human leadership. It is the individual and his or her high standards of education, professional training, business, and social activity that are the guiding force of progress today.

A new type of society develops slowly enough for careful politicians, statesmen, scientists, and all those who use their brains to notice two issues of concern.

**This article by Vladimir Putin while he was prime minister and acting president of Russia, first appeared on December 31, 1999, on the web site of the Government of the Russian Federation (http://www.gov.ru/ministry/isp-vlast47.html).*

The first is that changes bring not only new possibilities to improve life, but also new problems and dangers. These problems and dangers became obvious in the ecological sphere first. But other acute problems could soon be detected in all other areas of social life. Even the most economically advanced states are not free from organized crime, growing cruelty and violence, alcoholism and drug addiction, and experienced a weakening of the family and its education role, and the like.

The second alarming element is that many countries do not benefit from the booming modern economy and general prosperity. The quick progress of science, technology, and advanced economy is underway in only a small number of nations, populated by the so-called "golden billion."

Quite a few countries achieved new economic and social development standards in the twentieth century. But they did not join in the process of creating a post-industrial society. Most of them are still far from it. And there are grounds to believe that this gap between pre- and post-industrial societies will persist for quite some time yet.

This is probably why, at the turn of the new millennium, humankind is peering into the future not only with hope, but also with fear.

The Modern Situation in Russia It would be no exaggeration to say that Russia feels this mixture of hope and fear particularly strongly. There are few nations in the world, which have faced as many trials as Russia in the 20th century.

First, Russia does not rank among the countries with the highest levels of economic and social development. And second, our Fatherland is facing difficult economic and social problems.

Russia's GDP nearly halved in the 1990s, and its GNP is ten times smaller than the U.S. and five times smaller than China. After the 1998 crisis, the per capita GDP dropped to roughly U.S. $3,500, which is roughly five times smaller than the average for the G7 states.

The structure of the Russian economy has changed. Now the fuel industry, power engineering, and ferrous and non-ferrous metallurgy occupy the key positions in the national economy. They account for some 15% of Russia's GDP, 50% of our overall industrial output, and over 70% of exports.

www.pathagar.com

Labor productivity and real wages in the economy are extremely low. While our production of raw materials and electricity is about equal to the world average, our productivity in other industries is 20-24% of the U.S. average.

The technical and technological standards of manufactured commodities largely depend on the share of equipment that is less than five years old. In Russia, that share dwindled from 29% in 1990 to 4.5% in 1998. Over seventy percent of our machinery and equipment is over ten years old, which is more than double the figure in the economically developed countries.

This is the result of consistently dwindling national investments, above all to the real economy sector. And foreign investors are not in a hurry to contribute to the development of Russian industries. The overall volume of direct foreign investments in Russia amounts to barely 11.5 billion dollars. China received as much as 43 billion dollars in foreign investments.

Russia has been reducing allocations on research and development, while the 300 largest transnational companies provided 216 billion dollars on R&D in 1997, and some 240 billion dollars in 1998. Only 5% of Russian enterprises are engaged in

innovative production, and the output is on an extremely low scale.

The lack of capital investments and the wrong attitude toward innovation resulted in a dramatic fall in the production of commodities that are world competitive in terms of price-quality ratio. Foreign rivals have pushed Russia especially far back in the market of science-intensive civilian commodities. Russia accounts for less than 1% of such commodities on the world market, while the U.S. provides 36% and Japan 30% of them.

The real incomes of the Russian population have been falling since the beginning of the reforms. The greatest plummet was registered after the August 1998 crisis, and it will be impossible to restore the pre-crisis living standards this year. The over-all monetary incomes of the population, calculated by the UN methods, add up to less than 10% of the U.S. figure. Health and the average life spanthe indices that determine the quality of lifedeteriorated, too.

The current dramatic economic and social situation in our country is the price we have to pay for the economy we inherited from the Soviet Union. But then, what else could we inherit? We had to install market elements into a bulky and distorted system based on completely different standards. And this was bound to affect the progress of the reforms.

We had to pay for the Soviet economy's excessive focus on the development of the raw materials and defense industries, which negatively affected the development of consumer production and services. We are paying for the Soviet neglect of such key sectors as information science, electronics, and communications. We are paying for the absence of competition between producers and industries, which hindered scientific and technological progress and prevented the Russian economy from being competitive in the world markets. This is the cost of the brakes and the bans put on Russian initiatives and enterprises and their personnel. Today we are reaping the bitter fruit, both material and mental, of the past decades.

On the other hand, we are responsible for certain problems in this current renewal process. They are the result of our own mistakes, miscalculation and lack of experience. And yet, we could not have avoided the main problems facing Russian society. The path to the market economy and democracy was difficult for all nations that searched for it in the 1990s. They all shared roughly the same problems, although in varying degrees.

Russia is completing the first, transition stage of economic and political reforms. Despite problems and mistakes, it has embarked upon the highway that the whole of humanity is travelling. As global experience convincingly shows, only this path offers the possibility of dynamic economic growth and higher living standards. There is no alternative to it.

The question for Russia now is what to do next. How can we make the new, market mechanisms work to full capacity? How can we overcome the still deep ideological and political split in society? What strategic goals can consolidate Russian society?

What place can Russia occupy in the international community in the 21st century? What economic, social, and cultural frontiers do we want to attain in 10-15 years? What

www.pathagar.com

are our strong and weak points? And what material and spiritual resources do we now have?

These are the questions put forward by life itself. Until we find clear answers that all people can understand, we will be unable to quickly move forward to the goals, which are worthy of our great country.

The Lessons to Learn Our very future depends on the lessons we learn from our past and present. This is a long-term job for society as a whole, but some of these lessons are already clear.

1. For most of the twentieth century, Russia lived under the communist doctrine. It would be a mistake not to recognize the unquestionable achievements of those times. But it would be an even bigger mistake not to realize the outrageous price our country and its people had to pay for that social experiment.

2. What is more, it would be a mistake not to understand its historic futility. Communism and the power of the Soviets did not make Russia a prosperous country with a dynamically developing society and free people. Communism vividly demonstrated its inability to foster sound self-development, dooming our country to lagging steadily behind economically advanced countries. It was a blind alley, far away from the mainstream of civilization.

3. Russia has reached its limit for political and socio-economic upheavals, cataclysms, and radical reforms. Only fanatics or political forces which are absolutely apathetic and indifferent to Russia and its people can make calls for a new revolution. Be it under communist, national-patriotic, or radical-liberal slogans, our country and our people will not withstand a new radical break-up. The nation's patience and its ability to survive as well as its capacity to work constructively have reached the limit. Society will simply collapse economically, politically, psychologically, and morally.

4. Responsible socio-political forces ought to offer the nation a strategy of revival and prosperity based on all the positive elements of the period of market and democratic reforms and implemented only by gradual, prudent methods. This strategy should be carried out in a situation of political stability and should not lead to deterioration in the lives of any section or groups of the Russian people. This indisputable condition stems from the present situation of our country.

2. The experience of the 90s demonstrates vividly that merely experimenting with abstract models and schemes taken from foreign textbooks cannot assure that our country will achieve genuine renewal without any excessive costs. The mechanical copying of other nations' experience will not guarantee success, either.

Every country, Russia included, has to search for its own path to renewal. We have not been very successful in this respect thus far. We have only started groping for our road and our model of transformation in the past year or two. Our future depends on combining the universal principles of the market economy and democracy with Russian realities. Our scientists, analysts, experts, public servants, and political and public organizations should work with this goal in mind.

A Chance for a Worthy Future

Such are the main lessons of the twentieth century. They make it possible to outline the contours of a long-term strategy which will enable us, within a relatively short time, to overcome the present protracted crisis and create conditions for our country's fast and stable economic and social improvement. The paramount word is "fast." We have no time for a slow start.

I want to quote the calculations made by experts: It will take us approximately fifteen years and an eight percent annual growth of our GDP to reach the per capita GDP level of present-day Portugal or Spain, which are not among the world's industrialized leaders. If during the same fifteen years we manage to annually increase our GDP by ten percent, we will then catch up with Britain or France.

Even if we suppose that these tallies are not quite accurate, our current economic lag is not that serious and we can overcome it faster, but it will still require many years of work. That is why we should formulate our long-term strategy and start pursuing it as soon as possible.

We have already made the first step in this direction. The Strategic Research Center, which was created with the most active participation of the government, began its

www.pathagar.com

work in the end of December. This Center will bring together the best minds of our country to draft recommendations and proposals to the government for both theoretical and applied projects. It will devise both the strategy itself and will find the most effective means to tackle the tasks, which will come up in the course of implementing the strategy.

I am convinced that ensuring the necessary growth dynamics is not only an economic problem. It is also a political and, in a certain sensel am not afraid to use this wordideological problem. To be more precise, it is an ideological, spiritual, and moral problem. It seems to me that the latter is of particular importance in our current efforts to ensure the unity of Russian society.

The Russian Idea

The fruitful and creative work, which our country needs so badly, is impossible in a split and internally disintegrated society, a society where the main social sections and political forces do not share basic values and fundamental ideological orientations.

Twice in the outgoing century Russia has found itself in such a state: After October 1917 and in the 1990s.

In the first case, civil accord and social unity were forged not so much by what was then called "ideologicaleducational" work as by brute force. Those who dis-agreed with the ideology and policy of the regime were subjected to persecution and oppression.

As a matter of fact, this is why I think that the term "state ideology" advocated by some politicians, publicists, and scholars is not quite appropriate. It creates certain associations with our recent Soviet past. A strict state ideology allows practically no room for intellectual and spiritual freedom, ideological pluralism, and freedom of the press. In other words, there is no political freedom.

I am against the restoration of an official Russian state ideology in any form. There should be no forced civil accord in a democratic Russia. Social accord can only be voluntary.

That is why it is so important to achieve social accord on such basic issues as the aims, values, and orientations of development, which would be desirable for and attractive to the overwhelming majority of Russians. The absence of civil accord and unity is one of the reasons why our reforms are so slow and painful. Most of our energy is spent on political squabbling, instead of handling the concrete steps toward Russia's renewal.

Nonetheless, some positive changes have appeared in this sphere in the past year or so. The majority of Russians demonstrate more wisdom and responsibility than many politicians. Russians want stability, confidence in the future, and the ability to plan for themselves and for their childrennot for a month, but for years and even decades to come. They want to work in peace, security, and a sound, law-based order. They want to use the opportunities opened by various forms of ownership, free enterprise, and market relations.

It is on this basis that our people have begun to perceive and accept supranational universal values, which are above social, group, or ethnic interests. Our people have accepted such values as freedom of expression, freedom to travel abroad, and other fundamental political rights and human liberties. People value the fact that they can own property, be engaged in free enterprise, build up their own wealth, and so on and so forth.

Another foothold for the unity of Russian society is our traditional values. These values are clearly seen today:

Patriotism

This term is sometimes used ironically and even derogatorily. But for the majority of Russians it retains its original, positive meaning. Patriotism is a feeling of pride in one's country, its history and accomplishments. It is the striving to make one's country better, richer, stronger, and happier. When these sentiments are free from the tints of nationalist conceit and imperial ambitions, there is nothing reprehensible or bigoted about them. Patriotism is the source of our people's courage, staunchness, and strength. If we lose patriotism and the national pride and dignity that are connected with it, we will no longer be a nation capable of great achievements.

The Greatness of Russia

Russia was and will remain a great power. It is preconditioned by the inseparable characteristics of its geopolitical, economic, and cultural existence. They determined the

www.pathagar.com

mentality of Russians and the policy of the government throughout our history and they cannot help but do so now.

But the Russian mentality should be expanded by new ideas. In today's world, a country's power is manifested more in its ability to develop and use advanced technologies, ensuring a high level of general wellbeing, protecting its security, and upholding its national interests in the international arena, than in its military strength.

Statism

Russia will not become a second edition of, say, the U.S. or Britain, where liberal values have deep historic traditions. Our state and its institutions and structures have always played an exceptionally important role in the life of the country and its people. For Russians, a strong state is not an anomaly to be gotten rid of. Quite the contrary, it is a source of order and main driving force of any change.

Modern Russia does not identify a strong and effective state with a totalitarian state. We have come to value the benefits of democracy, a law-based state, and personal and political freedom. At the same time, Russians are alarmed by the obvious weakening of state power. The public looks forward to a certain restoration of the guiding and regulating role of the state, proceeding from Russia's traditions as well as the current state of the country.

Social Solidarity

It is a fact that the striving for corporate forms of activity has always prevailed over individualism. Paternalistic sentiments have deep roots in Russian society. The majority of Russians are used to depending more on the state for improvements in their own condition than with their own efforts, initiatives, and flair for business. And it will take a long time for this habit to die.

Let's not dwell on whether this is good or bad. The important thing is that such sentiments exist. In fact, they still prevail. That is why they cannot be ignored. They must be taken into consideration in the social policy, first and foremost.

I suppose that the new Russian idea will come about as an organic unification of universal general humanitarian values with the traditional Russian values that have stood the test of time, including the turbulent twentieth century.

This vitally important process must not be accelerated, discontinued, and destroyed. It is important to prevent the first shoots of civil accord from being crushed underfoot in the heat of political campaigns and elections.

The results of the recent elections to the State Duma inspire great optimism in this respect. They reflect a turn towards a growing stability and civil accord. The overwhelming majority of Russians said no to radicalism, extremism, and revolutionary opposition. It is probably the first time since the reforms began that such favorable conditions for constructive cooperation between the executive and legislative branches of power have been created.

Serious politicians, whose parties and movements are represented in the new State Duma, are advised to draw conclusions from this fact. I am sure that their sense of responsibility for the nation will prevail and that Russia's parties, organizations, and movements and their leaders will not sacrifice Russia's interests, which call for a solidary effort of all sane forces, to narrow partisanship and opportunism.

Strong State

We are at a stage where even the most correct economic and social policies can start misfiring because of the weakness of the state and the managerial bodies. A key to Russia's recovery and growth is in the state-policy sphere.

Russia needs a strong state power. I am not calling for totalitarianism. History proves all dictatorships, all authoritarian forms of government are transient. Only democratic systems are lasting. Whatever our shortcomings, humankind has not devised anything superior. A strong state power in Russia is a democratic, law-based, workable federal state.

I see the following steps in its formation:

streamlining state agencies and improving governance; increasing professionalism, discipline, and

responsibility amongst civil servants; intensifying struggle against corruption;

www.pathagar.com

reforming state personnel policy through selection of the best staffs;

creating conditions that will help develop a full-blooded civil society to balance out and monitor the

authorities;

increasing the role and authority of the judicial branch of government;

improving federative relations (including budgetary and financial);

launching an active and aggressive campaign against crime Amending the constitution does not seem to be an urgent, priority task. We have a good constitution. Its provisions for individual rights and freedoms are regarded as

the best constitutional instrument of its kind in the world. Rather than drafting a new code of law for the country, a serious task indeed is to enforcing the existing constitution and the laws passed under it, to apply the constitution for the state, society, and each individual.

Russia currently has more than a thousand federal laws and several thousand laws of the republics, territories, regions and autonomous areas. Not all of them correspond to the above criterion. If the justice ministry, the prosecutor's office and the judiciary continue to be as slow in dealing with this matter as they are today, the mass of questionable or simply unconstitutional laws may become critical. The constitutional security of the state, the federal center's capabilities, the country's manageability and Russia's integrity would then be in jeopardy.

Another serious problem is inherent in government authority. Global experience leads us to conclude that the main threat to human rights and freedomsto democracy as suchemanates from the executive authority. Of course, a legislature that makes bad laws also does its bit. But the main threat emanates from the executive. It organizes the country's life, applies laws and can objectively distort these laws rather substantiallyalthough not always deliberatelyby making executive orders.

The global trend is that of a stronger executive authority. Not surprisingly, society endeavors to better control itself in order to preclude arbitrariness and misuses of office. This is why I, personally, am paying priority attention to building partner relations between the executive authority and civil society, to developing the institutes and structures of the latter, and to waging a tough war against corruption.

Efficient Economy

I have already said that the reform years have generated a heap of problems in the national economy and social sphere. The situation is complex, indeed. But it is too early to bury Russia as a great power. Troubles notwithstanding, we have preserved our intellectual strength and human resources. A number of R&D advances and technologies have not been wasted. We still have our natural resources. So the country has a worthy future in store.

At the same time, we must learn the lessons of the 1990s and ponder the experience of market reform.

1. Throughout these years we have been groping in the dark without having a clear sense of national objectives and advances which would ensure Russia's standing as a developed, prosperous and great country of the world. Our lack of long-range development strategies for the next fifteen to twenty years hurts our economy.

2. The government firmly intends to act on the principle of unified strategy and tactics. Without it, we are doomed to just patching up holes and responding to emergencies like the fire department. Serious politics and big business are done differently. The country needs a long-term national strategy of development. I have already said that the government has already launched a program to design it.

2. Another important lesson of the 1990s is that Russia needs to form a system for the state to regulate the economy and social sphere. I do not mean to return to a system of planning and managing the economy by fiat, where the all-pervasive state was regulating all aspects of any factory's work from top to bottom. I mean to make the Russian state an efficient coordinator of the country's economic and social forces, balancing out their interests, optimizing the aims and parameters of social development, and creating conditions and mechanisms for their attainment.

Of course this notion goes beyond the bounds of the standard formula, which

www.pathagar.com

limits the role of the state in the economy to establishing the rules of the game and then monitoring their enforcement. In time, we are likely to evolve to this formula. But today's situation necessitates deeper state involvement in the social and economic processes. While establishing the dimensions and planning mechanisms for the system of state regulation, we must be guided by the following principle: The state must act where and when it is needed; freedom must exist where and when it is required.

3. The third lesson is the transition to a reform strategy that is best suited to our conditions. It should proceed in the following directions:

3.1. To encourage dynamic economic growth.

Primarily, to encourage investments. We have not yet resolved this problem. Investment in the real economy sector fell by five times in the 1990s, including by 3.5 times into fixed assets. The material foundations of the Russian economy are being under-mined.

We call for pursuing an investment policy that would combine pure market mechanisms with measures of state guidance.

At the same time, we will continue working to create an investment climate attractive to foreign investors. Frankly speaking, without foreign capital, our country's road back to recovery will be long and hard. We don't have time for slow growth. Consequently, we must do our best to attract foreign capital to the country.

3.2. To pursue an energetic industrial policy.

The future of the country and the quality of the Russian economy in the 21st century will depend above all on progress in the high technologies and science-intensive commodities. Ninety percent of economic growth today depends on new achievements and technologies.

The government is prepared to pursue an economic policy of priority development of the leading industries in research and technology. The requisite measures include:

assisting the development of extra-budgetary internal demand for advanced technologies and science-

intensive production, and supporting export-oriented high-tech production

supporting non-raw materials industries working mostly to satisfy internal demand

buttressing the export possibilities of the fuel and energy and raw-materials complexes

We should use specific mechanisms to mobilize the funds necessary for pursuing this policy. The most important of them are the target-oriented loan and tax instruments and the provision of privileges against state guarantees.

3.3. To carry out a rational structural policy.

The government thinks that as in other industrialized countries, there is a place in the Russian economy for the financial-industrial groups, corporations, small and medium businesses. Any attempts to slow down the development of some, and artificially encourage the development of other economic forms would only hinder the rise of the national economy. The government will create a structure that would ensure an optimal balance of all economic forms of management.

Another major issue is the rational regulation of natural monopolies. This is a key question, as monopolies largely determine the structure of production and consumer prices. They therefore influence both economic and financial processes, as well as people's incomes.

3.4. To create an effective financial system.

This is a challenging task, which includes the following directions: improving the effectiveness of the budget as a major instrument of the economic policy of the state carrying out tax reform getting rid of non-payments, barter, and other pseudo-monetary forms of settlement maintaining a low inflation rate and stable ruble creating civilized financial and stock markets and turning them into a means to accumulate investment

resources restructuring the bank system.

3.5. To combat the shadow economy and organized crime in the economic and financial-credit sphere.

All countries have shadow economies. But in industrialized countries their share of the GDP does not exceed fifteen to twenty percent, while in Russia, they control forty percent of the GDP. To resolve this painful problem, we should not just raise the

www.pathagar.com

effectiveness of the law-enforcement agencies, but also strengthen license, tax, hard currency, and export controls.

3.6. To consistently integrate the Russian economy into world economic structures.

Otherwise we will not rise to the high level of economic and social progress attained in the industrialized countries.

The main directions of this work are:

operating in foreign economies. In particular, we must create a federal agency to support exports, which would guarantee the export contracts of Russian producers

to resolutely combat discrimination against Russia in the global commodity, service, and investment markets, and to approve and apply a national anti-dumping legislation

to incorporate Russia into the international system of regulating foreign economic operation, above all the WTO

1. To pursue a modern farm policy.

2. The revival of Russia will be impossible without the revival of the countryside and agriculture. We need a farm policy that will organically combine measures of state assistance and state regulation with the market reforms in the countryside and in land ownership relations.

2. We must insist that virtually all changes and measures entailing a fall in the living conditions of the people are inadmissible in Russia.

We have come to a line beyond which we must not go.

Poverty has reached a mind-boggling scale in Russia. In early 1998, the average world per capita income amounted to some 5,000 dollars a year, but it was only 2,200 dollars in Russia. And it dropped still lower after the August 1998 crisis. The share of wages in the GDP dropped from 50% to 30% since the beginning of reforms.

This is our most acute social problem. The government is elaborating a new income policy designed to ensure stable growth in the real disposable incomes of the people.

Despite these difficulties, the government is resolved to take new measures to support science, education, culture and health care. A country where the people are not physically and psychologically healthy, are poorly educated and illiterate, will never rise to the summits of world civilization.

Russia is in the midst of one of the most difficult periods in its history. For the first time in the past 200-300 years, it is facing a real danger of sliding to the second, and possibly even third, echelon of world states. We are running out of time to avoid this. We must strain all intellectual, physical and moral forces of the nation. We need coordinated, creative work. Nobody will do it for us.

Everything depends on us and us alone on our ability to see the size of the threat, to consolidate forces, and to set our minds to prolonged and difficult work.

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com